উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা- ধামইরহাট, জেলা- নওগাঁ

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামইরহাট, নওগাঁ

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

জুলাই ২০১৪

সার্বিক সহযোগিতায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি ২)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid · European Union · Norwegian Embassy · Sweden · Australian Aid · UNDP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থান ভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/ বৃষ্টিপাতজনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/ অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘনকুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃকদেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদীভাঙ্গনের শিকার বহুলোক ভিটে মাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও মানবসৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এসমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান-মাল, প্রাণীসম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, প্রাণীসম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদুর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদ সমুহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য ধামইরহাট উপজেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি মনে করে।

কর্ম পরিকল্পনাটি প্রনয়ণে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (UzDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তব সম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গন সচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধমে দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জান মাল এবং ফসলের ক্ষয় ক্ষতির পরিমান কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশা পাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণ সমূহ চিহ্নিত করণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমূহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রনয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যাক্তিবর্গ সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ধামইরহাট উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

সদস্যসচিব
28.04.14
(মোঃ ইয়াকিন হোসেন)
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ধামইরহাট, নওগাঁ।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
ধামইরহাট উপজেলা
নওগাঁ জেলা

সভাপতি
২৮.০৪.১৪
(মোঃ রেজাউল করিম)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধামইরহাট, নওগাঁ।

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধামইরহাট উপজেলা
নওগাঁ জেলা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ	i
সূচিপত্র	ii
টেবিলের তালিকা	iv
গ্রাফচিত্রের তালিকা	v
মানচিত্রের তালিকা	v
প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি	**১-১৯**
১.১ পটভূমি	১
১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৩
১.৩ ধামুইরহাট উপজেলার পরিচিতি	৩
১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান	৩
১.৩.২ আয়তন	৩
১.৩.৩ জনসংখ্যা	৫
১৪. অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো	৫
১.৪.১ অবকাঠামো	৫
১.৪.২ সামাজিক সম্পদ	১৪
১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু	১৬
১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ	১৮
দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা	**২১-৩৫**
২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস	২১
২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ	২২
২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র	২২
২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা	২৩
২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	২৪
২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ	২৫
২.৭ সামাজিক মানচিত্র	২৮
২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ	২৮
২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩১
২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি	৩২
২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা	৩২
২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা	৩৩
২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব	৩৩
তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগঝুঁকি হ্রাস	**৩৬-৪৫**
৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ	৩৬
৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ	৩৭
৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩৯
৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা	৪১
৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি	৪১
৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি	৪২
৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি	৪৩
৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদি	৪৪

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান **৪৬-৫৬**

৪.১ জরুরী **অপরেশন সেন্টার** (EOC) ৪৬

৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৪৬

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৪৭

৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৪৯

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৪৯

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৪৯

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান ৪৯

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন ৪৯

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৪৯

৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ ৫০

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৫০

৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৫০

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৫০

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৫০

৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৫১

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৫১

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৫১

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৫২

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৫৩

৪.৬ অর্থায়ন ৫৪

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৫৫

পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা **৫৭-৮৩**

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৫৭

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার ৫৮

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৫৮

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ৫৮

৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৫৮

৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা ৫৯

সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৬০

সংযুক্তি ২ :উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৬১

সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৬২

সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৬৩

সংযুক্তি ৫: এক নজরে **ধামুইরহাট উপজেলা** ৬৫

সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৬৬

সংযুক্তি ৭: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ ৬৭

সংযুক্তি ৮: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের **নাম,আবস্থান,শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা** ৬৮

সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ) ৭৩

সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (পোকার আক্রামন) ৭৪

সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (ঘনকুয়াশা) ৭৫

সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (খরা) ৭৬

সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (**বন্যা**) ৭৭
সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (শিলাবৃষ্টি) ৭৮
সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৭৯
সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ) ৮০
সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (পোকার আক্রামন) ৮১
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (ঘনকুয়াশা) ৮২
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮৩
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (**বন্যা**) ৮৪
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (শিলাবৃষ্টি) ৮৫
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৮৬

টেবিলের তালিকা পৃষ্ঠা

টেবিল ১.১: উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম ৪
টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা ৫
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষাত ২১
টেবিল ২.২ :আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার ২২
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২৩
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা ২৪
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয় ২৫
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি ৩১
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩২
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ৩২
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি ৩৩
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব ৩৩
টেবিল ৩.১: ঝুঁকির কারণ ৩৬
টেবিল ৩.২: ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায় ৩৮
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৩৯
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪১
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪২
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৩
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লখ্য মাত্রা,বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় ৪৪
টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ৪৬
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক ৪৭
টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫১
টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫৩
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৫৩
টেবিল ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা ৫৫
টেবিল ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা ৫৬
টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন ৫৭
টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা ৫৮
টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা ৫৮
টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা ৫৮
টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা ৫৯

গ্রাফ চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: বৃষ্টিপাতের স্পাইডার ডায়াগ্রাম ১৬
চিত্র ১.২: বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষণ ১৭
চিত্র ১.৩: বিগত দুই বছরের ভূ-গর্ভস্থ পানির সারফেস কন্টুর বিশ্লেষণ ১৮

মানচিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

মানচিত্র ১.১: ধামুইরহাট উপজেলার মানচিত্র ২০
মানচিত্র ২.১: ধামুইরহাট উপজেলার সামাজিক মানচিত্র ২৯
মানচিত্র ২.২: ধামুইরহাট উপজেলার আপদ ও ঝুঁকি মানচিত্র ৩০
সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ) ৭৩
সংযুক্তি ১০: আপদ মানচিত্র (পোকার আক্রামন) ৭৪
সংযুক্তি ১১: আপদ মানচিত্র (ঘনকুয়াশা) ৭৫
সংযুক্তি ১২: আপদ মানচিত্র (খরা) ৭৬
সংযুক্তি ১৩: আপদ মানচিত্র (**বন্যা**) ৭৭
সংযুক্তি ১৪: আপদ মানচিত্র (শিলাবৃষ্টি) ৭৮
সংযুক্তি ১৫: আপদ মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৭৯
সংযুক্তি ১৬: ঝুঁকির মানচিত্র (শৈত্যপ্রবাহ) ৮০
সংযুক্তি ১৭: ঝুঁকির মানচিত্র (পোকার আক্রামন) ৮১
সংযুক্তি ১৮: ঝুঁকির মানচিত্র (ঘনকুয়াশা) ৮২
সংযুক্তি ১৯: ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮৩
সংযুক্তি ২০: ঝুঁকির মানচিত্র (**বন্যা**) ৮৪
সংযুক্তি ২১: ঝুঁকির মানচিত্র (শিলাবৃষ্টি) ৮৫
সংযুক্তি ২২: ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙ্গন) ৮৬

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

ধামুইরহাট নওগাঁ জেলার একটি সীমান্তবর্তী উপজেলা। এটি নওগাঁ জেলা সদর হতে ৫৬ কিঃমিঃ এবং জয়পুরহাট জেলা সদল হতে ২১ কিঃমিঃ দুরত্বে অবস্থিত। ভারত থেকে নেমে আসা আত্রাই নদী উপজেলাটিকে দুটি অংশে ভাগ করেছে। উপজেলায় আটটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভা অবস্থিত। অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবি। উপজেলার প্রায় সর্বত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সাওঁতালদের অবস্থান লক্ষনীয়। এ উপজেলার মাটির শ্রেণী বিন্যাস অনেকটা মধুপুর গড়ের ন্যায় সংকরভিত্তিক দেখা যায়। ধামুইরহাট সাধারণ নির্বাচনী এলাকা হিসাবে ৪৭-নওগাঁ-২ এর আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবন দেশ। এদেশে প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলা এ উপজেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বরেন্দ্র অঞ্চলে অনাবৃষ্টি প্রধান সমস্যা, আর ভর অঞ্চলে প্রধান সমস্যা বন্যা। ধামুইরহাট উপজেলায় প্রতি বছর দুর্যোগ হয় এবং জনসাধারন এর জীবন ও জীবিকার উপর বিরুপ প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে কোন রকম পরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসাবে এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ধামুইরহাট উপজেলার জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে। নওগাঁর ধামুইরহাট উপজেলার দুর্যোগের মধ্যে খড়া অন্যতম। আত্রাই ও ছোট যমুনা নদী দুটি এ উপজেলার জলবায়ুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ নদী শুষ্ক ঋতুতে খুব কম পরিমান পানি প্রবাহিত করে। এ এলাকায় ঐ সময় বৃষ্টিপাতের হারও থাকে খুবই কম। এছাড়া এ অঞ্চলের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতও তুলনামুলক ভাবে অত্যন্ত কম যা প্রায় ৭২ সে.মি.। যেখানে দেশের সামগ্রিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৩৫ সে.মি.। উপরন্তু এ অঞ্চলের ভূমি প্রকৃতি সমতল ও উঁচু যে কারণে পানির স্তর খুব নিচে। সুতরাং শুষ্ক ঋতুতে নদীতে পানির স্বল্পতা ও পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব-এ দুয়ে মিলে এ অঞ্চলে ভয়াবহ আদ্রতার চাপ তৈরী করে যা এ এলাকাকে দেশের অন্যতম খরাপ্রবন অঞ্চলে পরিনত করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিশেগত ভারসাম্যহীনতায় ধামুইরহাট উপজেলায় খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে নদ-নদী খাল-বিল গুলোতে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় অসময়ে পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃতি উৎস নির্ভর দেশীয় মৎস সম্পদ, জলজ উদ্ভিদ এবং পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নদ-নদী খাল-বিলে এখন চাষীরা চাষাবাদ করছে। ধামুইরহাট উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত, খাড়ি, বড় বড় খাল-বিল ও নদীগুলোতে অতীতে সারা বছর গভির পানি থাকায় ব্যবহার করা হয়েছে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে। এছাড়া প্রাকৃতির উৎস নির্ভর বিল জলাশয়ে মাছ ধরে অনেক জেলে পরিবার জীবিকা নির্বাহের একমাত্র অবল্বন ছিল। তদুপরি জলজ উদ্ভিদও যেমন, কল্মী, শাপলা, শালুক, পদ্মফুল, পদ্মগোখরা, শোলা, নল খেঘড়া, কচুরীপানা, পানি ফল, শপপাটি তৈরীর উদ্ভিদসহ বিভিন্ন প্রজাতির জলজ উদ্ভিদ প্রচুর জন্মেছিল, যা পল্লী গ্রামের মানুষের খাদ্য নানা দরকারী উপকরণ ও পশু খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। এর পাশা-পাশী সুকনা মওসুমে রবি ফসলের জমিতে সেচের পানি যোগান হয়েছে এসব বিল নদী নালা থেকে। কালের বির্বতন আর প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতায় ওই সব খাল বিল, নদী নালা গুলো ভরাট হয়ে যাওয়ায় এখন সারা বছরের মধ্যে ৮ মাসই শুকনা থাকছে। এমনকি বৃষ্টির পানি জমছেনা। ফলে এক সময়ের গভীর খালবিল আর নদীর তলদেশে এখন বোরো সহ নানা ফসল চাষ করা হচ্ছে। নদীর ভুগর্ভে চাষ হচ্ছে চিনা বাদাম, তরমুজ খিরা আর নদীর দু'ধারে ফলানো হচ্ছে মিষ্টি আলু, কেশুর, রশুন, পিয়াজ, লাউ মিষ্টি কুমড়া সহ বিভন্ন শষ্য। ঐ সব স্থান দেখে যেন মনে হয় এগুলো এখন শষ্যের মাঠ।

নওগাঁ ধামইরহাটের অনেক গ্রাম এখনও বঞ্চিত বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে। প্রায় ২৪৫টি গ্রাম নিয়ে ধামুইরহাট উপজেলা গঠিত। জনগোষ্ঠী প্রায় ২ লাখ জনঅধ্যুষিত এ উপজেলার নাগরিক পাকা সড়ক ও বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। গত সরকারের সময় কিছু কিছু গ্রামে সড়ক উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু করলে ও সীমান্ত এলাকাগুলো এখনো অন্ধকারে মনিমজ্জিত। উপজেলার সাধারণ জনগণের প্রধান দুটি প্রাণের দাবি সড়ক পাকাকরণ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণকরণ। উপজেলার অর্ধেক গ্রামের জনগণ এখন আধুনিকতার ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। সড়ক পাকাকরণের অভাবে বর্ষাকালে বন্দী জীবন নেমে আসে আর বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অভাবে সেচ ব্যবস্থা কল কারখানা ও আথ- সামাজিক জীবনের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। জেলা সদর থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে ভারতের দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট থানার গা ঘেঁষে পূর্ব-পশ্চিম লম্বা ধামুইরহাট উপজেলার অবস্থান। তাই স্বাভাবিক কারণে জেলার অন্যান্য উপজেলাগুলো থেকে ধামুইরহাট উন্নয়ন ও উন্নতি অনেকটা বিমাতাসুলভভাবে দেখা হচ্ছে। বরেন্দ্র এলাকা খ্যাত বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যখন গঠন করা হয় তা প্রথম উদ্দ্যেশ্যই ছিল এলাকার জনমানবের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। সড়ক পাকাকরণ, সেচের ব্যবস্থা, এবং গভীর নলকূপগুলোর আশ-পাশের গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পুকুর সংস্কার, গাছ

রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অবদান অনেক। পাশাপাশি ধামইহাটের অবহেলিত জনপদ উন্নয়নে সড়ক পাকাকরণে কিছুটা সামনে অগ্রসর হলেও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সম্প্রাসারণ কলকারখানা স্থাপনে সে রকম অগ্রগতি হয়নি। প্রকল্পের অগ্রণী ভুমিকা পালন করলে সুবিধা বঞ্চিত ধামুইরহাট উপজেলার জনগণ আধুনিকতার ছোঁয়া ও সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে যাবে। ধামইরহাটে খাদ্যশস্যসহ বাঁশ ও মৃৎ শিল্পের কাঁচামালে ভরপুর। বিদ্যুৎ ও সড়ক ব্যবস্থার উদ্যোক্তারা অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, ও উদাসিনতা ছেড়ে কর্ম ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে এলেই অনেক সম্ভাবনাময় কর্মকান্ডে সমাজ দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে।

ধামুইরহাট উপজেলার অতীত আলোচনায় 'ধামুইরহাট' নামক স্থান এবং এর নামকরণের উৎপত্তির পিছনের আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। রাজশাহী জেলার ইতিহাস রচয়িতা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কাজী মোহাম্মদ মিছের মহোদয়ের বর্ণনা মতে- 'ধামা' শব্দ থেকে ধামুইরহাট শব্দের উৎপত্তি। আর এর পিছনের ঐতিহাসিক সুত্র হলো, ১৮৫৫ সালের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাষন-শোষনের বিরুদ্ধে সাওতাল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে সাওতাল উপজাতী গোষ্ঠীর মানুষেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে রাজমহল ত্যাগ করে দুরবর্তী দুর্গম, পাহাড়, বন, জঙ্গালে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। এদেরই একটি শাখা বর্তমান ধামুইরহাট উপজেলা পরিষদের দক্ষিণাংশে জঙ্গালে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে প্রাণ ভয়মুক্ত হয়ে জীবন জীবিকার তাগিদে সহজ লভ্য বাঁশ ও বেঁত দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন গৃহস্থালী কাজের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত কাজে মনোযোগ দেয়। এসব সামগ্রীর পসরা নিয়ে সপ্তাহের রবিবার দিন মাহালীরা বর্তমান হাট খোলায় বিক্রি করতে বসতো। পণ্য গুলির মধ্যে ধামাই ছিল প্রধান। কেননা এ সময় লেন-দেনের জন্য বাটখারা বা দাঁড়িপাল্লার পরিবর্তে ধামার ব্যাপক প্রচলন ছিল। আর ধামার পাশাপাশি দোন, ডোল, ডালি, ডালা, চাঙ্গারী, ঝাঁটা, কুলা, খইচালা, মাথল প্রভৃতি পন্যগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। দূর-দূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষ এখানে ভিড় জমাতো। এভাবে ধামা বিক্রির হাট দিনে দিনে প্রসার লাভ করে। এখানে গড়ে উঠে বাজার, পুলিশ ষ্টেশন, থানা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বর্তমানের ধামুইরহাট উপজেলা পরিষদ। ধামুইরহাট উপজেলার সমকালীন ইতিহাস-ঐতিহ্য সকলেরই জানা। পক্ষান্তরে অতীত ইতিহাস অনেকের অজানা। বোধকরি সে কারণেই ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি আমরা এতোটাই নির্মোহ, জীবন বোধের প্রতি উদাসীন ও হতাশায় নিমজ্জিত। নতুবা উপনিবেশিক মানষিক জড়তায় আরষ্ঠ। অথচ একটু পিছনে ফিরে তাকালেই সোনালী অতীতের ঝলকানি আমাদের চেতনাকে জাগরিত করবে, সমৃদ্ধির পথ দেখাবে। পাল রাজ বংশের শেষ খ্যাতিমান রাজা রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকরনন্দি বরেন্দ্র ভূমিকে 'বসুধার শীর্ষ স্থান' বলে উল্লেখ করেছেন। বরেন্দ্র ভূমির কেন্দ্রস্থলেই আমাদের বসবাস। আবার প্রাচীন বাংলার দুই রাজধানী পুন্ড্র বর্ধণ (মহাস্থানগড়) ও গৌড় (মালদহ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা) এর মধ্যস্থল এবং পরবর্তী কালের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ, লক্ষনাবর্তী, লক্ষৌতি, পান্ডুয়া ও মুর্শিদাবাদ সবগুলিই আবর্তিত হয়েছিল এই জনপদকে ঘিরেই। এই অঞ্চলের ভৌগলিক ও আর্থ সামাজিক গুরুত্বের কারণে প্রাচীণকাল থেকেই মাহীসন্তোষ বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রাধাণ্য পেয়েছিল। এখানকার পরগনা সন্তোষ জনপ্রিয় রাজা মহীপালের নামের প্রথম অংশের সাথে যুক্ত হয়ে মহীসন্তোষ বা মাহীসন্তোষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। পঞ্চদশ শতকে সুলতান রুকুন উদ্দীন বারবাকশাহ এখানে বারবাকাবাদ নামের প্রাদেশিক রাজধানী স্থাপন করেন। স্থাপিত হয় টাকশাল, দূর্গ, মসজিদ, মাদ্রাসা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। কিন্তু মুঘল আমলে বিরান ভূমিতে পরিণত হয় সুলতানী আমলের মাহীগঞ্জ। অবশিষ্ট ছিল কেবল রাজস্ব আদায়ের প্রশাসনিক কাঠামো ' সরকার বারবাকাবাদ'। মাহী সন্তোষের সুলতানি আমলের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু গবেষনা মুলক কাজ হয়েছে। সম্প্রতি মুসলিম বাংলার প্রথম মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত তকিউদ্দীন আল আরাবির মাজার নির্মিত হয়েছে। এখন সময়ের দাবী অধিকতর অনুসন্ধান, প্রত্নতাত্বিক গবেষনা, উন্নয়ন ও সংস্কারের মাধ্যমে ধর্মীয় মুল্যবোধের পাশাপাশি সার্বজনীন ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষনের। এখনকার আত্রাই নদী এক সময় আগ্রাদ্বিগুনের নীচ নিয়ে প্রবাহিত হতো। উপজেলার উত্তর সীমান্তের উৎস মুখ থেকে দক্ষিণবাহী আত্রাই নদীর উভয় তীরে পুরাতন জনবসতির অসংখ্য স্মৃতিচিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। আগ্রাদ্বিগুনে দশম শতকে স্থাপিত বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সেই ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘুক্সী ও শ্রী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে জগদ্দল বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঘুক্সী নদীর উত্তর প্রান্ত থেকে ত্রিমোহনী পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর উভয় তীরে অনেক নগর-জনপদের নিদর্শন রয়েছে। ভাঙ্গাদিঘী, আলতাদিঘীর চতুর্পার্শ্বে রাস্তা-ঘাট, পাকা ঘর-বাড়ী ও দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ আমাদের হতবাক করে। উপজেলার দক্ষিণ সীমানায় ত্রিমোহনীতে মিশেছে পূর্ব সীমান্তের উপর দিয়ে প্রবাহিত কাটা যমুনা। বর্ষাকালে নয়নাভিরাম ত্রিমোহনীর দৃশ্য আজও সকলকে মুগ্ধ করে। এই ত্রিমোহনীর অদুরেই কথিত রামাবতী এবং জৈন নাথপন্থী দিগম্বরদের যোগী ঘোপ। এর কিছুটা দুরেই ঘুক্সীর পূর্ব পাড়ে চান্দিরার বৌদ্ধ মন্দির এবং পশ্চিম পাড়ে আড়ানগর রামাবতীর সমসাময়িক উন্নত জনপদ।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি)

অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ এর ঝুঁকি সর্ম্পকে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করণে পরিবার সমাজ ইউনিয়ন প্রশাসন, উপজেলা ও জেলা প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথা সম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার এর মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস করণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন, অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুর্নবাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং নির্দিষ্ট সময় এর জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারি, আন্তঃর্জাতিক, এনজিও ও দাতা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসাবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এর নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ ধামুইরহাট উপজেলার পরিচিতি

ধামুইরহাট নওগাঁ জেলার একটি সীমান্তবর্তী উপজেলা। এটি নওগাঁ জেলা সদর হতে ৫৬ কিঃমিঃ এবং জয়পুরহাট জেলা সদল হতে ২১ কিঃমিঃ দুরত্বে অবস্থিত। ভারত থেকে নেমে আসা আত্রাই নদী উপজেলাটিকে দুটি অংশে ভাগ করেছে। উপজেলায় আটটি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভা অবস্থিত। অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবি। উপজেলার প্রায় সর্বত্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি সাওঁতালদের অবস্থান লক্ষনীয়। এ উপজেলার মাটির শ্রেণী বিন্যাস অনেকটা মধুপুর গড়ের ন্যায় সংকরভিত্তিক দেখা যায়। ধামুইরহাট সাধারণ নির্বাচনী এলাকা হিসাবে ৪৭-নওগাঁ-২ এর আওতাভুক্ত।

১.৩.১. উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলার মধ্যে ধামুইরহাট একটি উপজেলা। এর আয়তন ৩০০.৮০ বর্গ কি.মি.। ভূমি প্রকৃতি সমতল ও উচু। গড় বৃষ্টিপাত ৭২ সে.মি.। ধামুইরহাট উপজেলার উত্তরে ভারত সীমান্ত, দক্ষিণে পত্নীতলা ও বদলগাছি উপজেলা, পূর্বে জয়পুরহাট জেলা এবং পশ্চিমে ধামুইরহাট ও পত্নীতলা উপজেলা অবস্থিত। ধামুইরহাট উপজেলার মধ্য দিয়ে (আত্রাই ও ছোট যমুনা) দুটি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

১.৩.২ আয়তন

ধামুইরহাট উপজেলা মোট ৮ টি ইউনিয়ন রয়েছে যা মোট ৩০০.৮০ বর্গ কি.মি. এলাকা নিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলে মোট মৌজার সংখ্যা ২৮৫টি, মোট গ্রামের সংখ্যা ২৪৫টি এবং মোট পরিবার (খানা) ৪৯০৪৬টি। এটি নির্বাচনী এলাকা ৪৭, নওগাঁ-০২।

টেবিল ১.১: উপজেলা, ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম

উপজেলা নম্বর	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
ধামুইরহাট (২৮)	আগ্রাদ্বিগুন (১০)	আগ্রা, আলদীঘি, বদলপুর, বাখারপাড়া, ভাটগ্রাম, চক রামচন্দ্রপুর, দক্ষীণ কান্দী, ধনঞ্জয়নগর, ইনদোয়া, হযরতপুর, কামারকাঁন্দা, কাশিপুর, কউতি, খানপুর, কর্ণইল, মহেশপুর, মামুদপুর, মনিহরি, মনোহরপুর, পুশতলপাড়া, তালান্দর। মোট মৌজা সংখ্যা= ২১টি
	আলমপুর (২১)	আলমপুর, বলরামপুর, বড় মোল্ল্যাপাড়া, বাস্তবর, ভেরাম, সোনাদিঘী, বীরগ্রাম, ছিলিমপুর, নয়াপাড়া, তালবোনা, নগরদিঘী, চাউঘাট, চক ভেইকান, চক হরিহরপুর, চক হেলাল, চক ইন্দাই, চক কালু, চক শরিফ, চক সুবল, চক তায়েব, চক তিলাম, দেউলবাড়ি, গোসাইপুর, জগনাথপুর, জাতোসমান, কাজলগাঁও, কাশিবাড়ি, মঙ্গোলিয়া, সরকার পাড়া, মির্জাপুর, পশ্চিম চাঁদপুর, পূর্ব নন্দনপুর, পশুরামপুর, রঘুনাথপুর, রসুলবিল, দান্দুপাড়া, রাঙ্গামাটি, ছালিগ্রাম, শালুক কুড়ি, শিব বাটি, তাহেরপুর। মোট মৌজা সংখ্যা= ৪১টি
	আড়ানগর (৩১)	আবাদপুর, আরাজি আরানগর, আরানগর, উত্তর পাড়া, দক্ষীণ পাড়া, সোনারপাড়া, অর্জুনপুর, বদকারনাই, বল্লা, বানসিবাটি, ভর্তা, বড় যৌবন, চৈতন্যপাড়া, চক বদন, চক ভবনি, চক গৌরিয়া, চক নিউয়াই, চক প্রসাদ, চক রহমাত, দক্ষীণ ভগবানপুর, দক্ষীণ শ্যামপুর, ফতেপুর, গোকুল, জট ভবানি, কর্ণিকাশিমবি, কর্ণাইল, কাজিপুর, জামাইল, খিয়ার সাগুনা, লক্ষণপাড়া, লক্ষীতারা, মোছলন্দপুর, মধ্যচাদপুর, পলাশ বাড়ি, ফুলবন, রামনারায়ন পুর, সেননগর, সিঙ্গারুল। মোট মৌজা সংখ্যা= ৩৮টি
	ধামুইরহাট (৪২)	আংগ্রাত, বড় চক গোপাল, বেনিদোয়ার, ছোট শিবপুর, চক ময়রাম, হাতনগর, জগত নগর, জগদল, জোতমামুদপুর, জয়জয়পুর, কালুপাড়া, মহাঝতপুর, মৈসর, নিওটা, পূর্ব রঘুনাথপুর, রামরামপুর, রুপনারায়নপুর, শিবরামপুর, উস্তামাবাদ, উত্তর চক রহমত। মোট মৌজা সংখ্যা= ২০টি
	ইসবপুর (৫২)	আজমপুর, বদমহিষগাড়ি, বাদল, বৈদ্যবাটি, চক চৈতন্য, চক চন্দিরা, চক মহাদেব, চক রাঘব, চন্দিরা, চন্দ্রকুলা, ধোরাইল, ধনঞ্জয়পুর, গণেশপুর, ইনসিরা, ইনসাবপুর, জামালপুর, জোতরাম, জোতগোবরধন, মণপুরা, মারারো, পঞ্চবর্গা, পরাণপুর, পরানগর, পূর্বচাদপুর, পূর্বতহেরপুর, রাঁধা মোহন, রঙ্গালঘাট। মোট মৌজা সংখ্যা= ২৭টি
	জাহানপুর (৬৩)	বড় শিবপুর, কাজি পাড়া, ধনগোলা, কাঁটাপাড়া, ভাঁটকুন্ডু, বিকন্দ খাস, জাহানপুর, দক্ষীণ জাহানপুর, কোকিল, সুলপি কোলনি, মুকুন্দপুর, নানাইচ, বেগুন বাড়ি, উত্তর নাউচ, পূর্ব চক প্রসাদ, শাহাপুর, শেখ পাড়া। মোট মৌজা সংখ্যা= ১৭টি
	খেলনা (৭৭)	ভগবানপুর, মাহাত পাড়া, কোলনি পাড়া, চক বেনি, চক হারা, চক হরি, চক মজলিশ, খাপুরা, বাতালি, বড়টাইল, চক পালি, চক শিমুলতলি, দক্ষীণ গাঙ্গারা, দেবিপুর, গোপিরামপুর, ঘাব বড়পুর, শিমুলতা, দক্ষীণ গোপিরামপুর, বাকুরি হরিপাড়া, রুইমারি, গুন, দেশপাড়া, বাড়ান্ত, ছোট পুকুরিয়া, কৈকুর, কামালপুর, নয়াপাড়া, খাটোপুকুর, তালাপাড়া, খিরিরা, লডিপুর, মালাঞ্চ, মরলাই, পশ্চিম চক ভবনি, স্কুলপাড়া, লামাটিয়া, রাগদাপাড়া, পশ্চিম নন্দনপুর, পাটকুলা, রাসপুর, কুরসামারি, নারাদীঘি, সোনাদীঘি পাড়া, তেঁতুলপুকুর, সাবেক হাজরাপুর, সরাইল, শিশু, উদায়শ্রী, বাজারি পাড়া, নওগাঁ পাড়া, নারপুকুর, নাগলুপাড়া, থানথানপাড়া, দীঘিপাড়া। মোট মৌজা সংখ্যা= ৫৫টি
	উমার (৮৪)	আমিতরা, আমারপুর, বাখারপুর, বালুপাড়া, বনিয়াপাড়া, বসুদেবপুর, বেলঘড়িয়া, বিহারিনগর, পূর্বপাড়া, পশ্চিম পাড়া, ছোট চক গোপার, ছোট মল্ল্যাপাড়া, চক চান্দি, চৈতিকুড়ি, নালপুকুর, নয়াপাড়া, চক ইসলাম, চক যদু, ধমনিরহর, চক মহেষ, চক সাদল, চক সুবিদ, চক ওমর, চান্দিপুর, দাদনপুর, ধানতারা, দূর্গাপুর, দূর্গাপুর রিফিউজি পাড়া, ফার্সি পাড়া, গোতেকি, গাঁনগর, জোতশ্রীরাম, কাদিপুর, কৈগ্রাম, কাটনা, চানকুড়ি, খারামপুর, খিয়ার বাড়ি, কুলফাতপুর, মলাহার, মঙ্গোলকোটা, সুন্দারা, টুটিকাটা, ছোটপুশটাইল, বড় পুশটাইর। মোট

উপজেলা নম্বর	ইউনিয়নের নাম	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
		মৌজা সংখ্যা= ৪৫টি

তথ্যসূত্র: আদমশুমারি, ২০১১

১.৩.৩ জনসংখ্যা

ধামুইরহাট উপজেলায় মোট লোকসংখ্যা ১৬৯৭৭২ জন এর মধ্যে পুরুষ ৮৫৮১৪ ও মহিলা ৮৩৯৫৮ জন এবং নারী পুরুষ অনুপাত ৯৯.৫: ১০০। এই উপজেলায় মুসলিম ১৬০২৬২ জন, হিন্দু ১১৬৩০ জন, খ্রীষ্টান ৬৬৯১ জন, বৌদ্ধ ৮ জন এবং বিভিন্ন প্রকার উপজাতি যেমন-সাঁওতাল, বানুয়া, কোচ ও রাজবংশী রয়েছে ৬৩৮৭ জন। এ উপজেলায় লোক সংখ্যার ঘনত্ব ০.১৭৭ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) এবং বার্ষিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৪.৭৬%। ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল:

টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা।

ইউনিয়নের নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-১৫) %	বৃদ্ধ % (৬০+)	প্রতিবন্ধি %	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
আগ্রাদ্বিগুন	৯৩৬৬	৯১২৭	২৭.৮	৭.৬	২.৫	১৮৪৯৩	৪৬৯৪	১৩২৫০
আলমপুর	১২০৯২	১১৮৮১	২৭.২	৭.৯	১.৭	২৩৯৭৩	৬৫২৫	১৬৮৬৫
আড়ানগর	১২৫৩২	১২২৭৯	২৭.৪	৮.৫	১.৯	২৪৮১১	৬৫৫৬	১৮০৮৫
ধামুইরহাট	১০৩২৬	১০২১১	২৯.২	৮.৫	১.৪	২০৫৩৭	৫৫৫০	১৪১৪১
ধামুইরহাট পৌরসভা	৭৭৪৯	৭২৫৭	২৯.৩	৭.০	২.২	১৫০০৬	৩৮৫২	১০২৪
ইসবপুর	১১৪২৬	১১০৭০	২৯.৮	৮.৩	১.৯	২২৪৯৬	৬০৫৯	১৫৮৯১
জাহানপুর	১২৯৭৯	১২৭৯২	২৯.২	৮.৬	১.৬	২৫৭৭১	৬৮২৭	১৭৮৯৫
খেলনা	৮২৮২	৮০৫৭	২৮.২	৮.০	১.৬	১৬৩৩৯	৪৩৩৫	১১১৭৭
উমার	৮৮১১	৮৫৪১	২৭.৬	৮.৮	২.০	১৭৩৫২	৪৬৪৮	১২২১৪
মোট	**৯৩৫৬৩**	**৯১২১৫**	২৮.৪	৮.১৪	১.৮৭	**১৮৪৭৭৮**	**৪৯০৪৬**	**১২০৫৪২**

তথ্যসূত্র: আদমশুমারি, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য

ধামুইরহাট মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। তাই এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-কলকারখানা বরফকল, আটাকল, স'মিল ইত্যাদি রয়েছে। বাস টার্মিনাল ও পেট্রোল পাম্প সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার লাভ করেছে বহুলাংশে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

ধামুইরহাট উপজেলায় মাইগঞ্জ বাজার থেকে সালিগ্রাম পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত ১০টি (১৫৮ হেক্টর) বাঁধ রয়েছে যার মধ্যে আগ্রাখাড়ির তেলিপুকুর খালে ১টি, সরনজাবাড়ি খালে ৪টি, ধনঞ্জয় নগরে ১ টি ও ফুলবনখাড়িতে ৪টি বাঁধ রয়েছে।

স্লুইচ গেট

ধামুইরহাট ব্রীজ সংলগ্ন টুটিকাটা খালের উপরে ৭ ভেন্টের রেজুলেটর (স্লুইচ গেট) রয়েছে। এছাড়াও আরও ৩টি ২ ভেন্ট বিশিষ্ট স্লুইচ গেট রয়েছে।

ব্রীজ ও কালভার্ট

ধামুইরহাট উপজেলায় ৪৫৯ টি ব্রীজ ও কালভার্ট রয়েছে। এছাড়াও বেশকিছু ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মানাধীন রয়েছে যার মধ্যে আগ্রাদ্বিগুন রাস্তায় আত্রাই নদীর উপর ৪০০.২৫ মিটার ব্রীজ, ইসবপুরে গোবরচাঁপা রাস্তায় ছোট যমুনা নদীর উপর ৯৯.১০ মিটার ব্রীজ, রামরামপুর নানাইস প্রাইমারি স্কুল রাস্তায় শ্রীনদীর উপরে ৪৫ মিটার ব্রীজ, রসুলবিল পত্নীতলা রাস্তায় রসুলবিল খালের উপরে ২০ মিটার ব্রীজ ও জাহানপুর আরানগর রাস্তায় ঘুপসী খালের উপর ৭৬ মিটার ব্রীজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাস্তা

ধামুইরহাট উপজেলায় মোট উপজেলা রাস্তা ৮টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- ❖ অমিত্রা সড়ক হতে আগ্রাদ্বীগুণ বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৫.৩২ কি.মি.। যার মধ্যে .১৭ কি.মি ,কাঁচা রাস্তা . .কি ৯৬.১৩মি. পাকা রাস্তা ও .কি ৪.মি. দৃঢ় রাস্তা। তবে এখানে ৩৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ সাপাহার বাজার হতে আগ্রাদ্বীগুণ বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৬৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ মধৈল বাজার হতে আগ্রাদ্বীগুণ বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৯ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ ফতেপুর সড়ক হতে মাতাজী বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৯৪ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৮টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ অমিত্রা সড়ক হতে রাঙ্গামাটি বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৭.০৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ রাঙ্গামাটি বাজার হতে পত্নীতলা এইস/কিউ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.২৩ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা।
- ❖ আগ্রাদ্বীগুণ বাজার হতে মধুইল বাজার হয়ে তালান্দার বপ (ধামুইরহাট অংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৬৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ৯৯.মি. কাঁচা রাস্তা.কি ৫৩.১ ,মি. পাকা রাস্তা ও .কি ১৩.মি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ১২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ পীরোলডাঙ্গা সড়ক হতে মঙ্গোল বাড়ী বাজার হয়ে ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৬.৭৮ কি.মি.। যার মধ্যে সবই পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৪৩টি কালভার্ট রয়েছে।

ধামুইরহাট উপজেলায় মোট ইউনিয়ন রাস্তা ২৩টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- ❖ দেবীপুর হাট হতে খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৮.২২ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৫৯.মি. কাঁচা রাস্তা.কি ৪২.৫ ,মি. পাকা রাস্তা ও .কি ২১.মি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ১০টি কালভার্ট আছে আরও ১টি কালভার্টের প্রয়োজন রয়েছে।
- ❖ ফতেপুর হাট হতে আরানগর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৬৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩.মি. কাঁচা রাস্তা ও ৩.৩৩ পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৭টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ কতোইল হাট হতে খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ২ কি.মিপাকা রাস্তা। তবে . টি কালভার্ট রয়েছে।৩এখানে
- ❖ রসুপুর হাট হতে খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৯৬ কি.মি.। যার মধ্যে ৫ক ৭.ি.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১.২৬ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১২টি কালভার্ট রয়েছে।

- আরানগর ইউনিয়ন পরিষদ হতে কাশিপুর হাট হয়ে বোরতা বাজার (ধামুইরহাট অংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.১৪ কি.মি.। যার মধ্যে .৭৭ কি.মি.৫কাঁচা রাস্তা ও .৩৭ কিকাল টি১৪পাকা রাস্তা। তবে এখানে .মি.ভার্ট রয়েছে।
- খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ হতে আগ্রাদ্বীগুণ বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৯১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ৩.৯৩ কি.মি. পাকা রাস্তা ও .০৬ কি.মি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ১৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- কাজীপুর বাজার হতে পাতিছড়া ইউনিয়ন পরিষদ (ধামইর হাটের আংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে .০৭ কি.মি.২কাঁচা রাস্তা ও .৪৩ কিটি কালভার্ট রয়েছে।৮পাকা রাস্তা। তবে এখানে .মি.
- শিয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ হতে লদিপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৫২ কি.মি.। যার মধ্যে ৪ ৭৮. .কিমি. কাঁচা রাস্তা ও ১.৭৪ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।৯পাকা রাস্তা। তবে এখানে .
- শোলপী বাজার হতে চকবারকোট ইউনিয়ন পরিষদ (জয়পুরহাট)(ধামইরহাটের আংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৪৪ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.কি ৪৮.মি. কাঁচা রাস্তা ও .কি ৯৫.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে মথুরাপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে গোবরচাপা বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৬৭ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.কি ৬৭.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- রাঙ্গামাটি বাজার হতে পল্লীতলা বাজার হয়ে কোতয়াল হাট(ধামইরহাটের আংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.৯৮ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.কি ৯৮.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- ধামুইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ হতে বহরম বাজার হয়ে বিহারীগড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৯.৭৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩৭.মি. কাঁচা রাস্তা ও ৮.৩৭ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।২৬পাকা রাস্তা। তবে এখানে .
- জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ হতে আরানগর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৩.২৭ কি.মি.। যার মধ্যে ৫ ৪৬. .কিমি. কাঁচা রাস্তা ও ৭.৮১ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।২২পাকা রাস্তা। তবে এখানে .
- আগ্রাদ্বীগুণ বাজার হতে শীতলহাট হয়ে বাদলপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ৪.২২ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ২২.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১ কিপাকা রাস .মি.্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- ধামুইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ হতে চান্দীপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১০.৮৯ কি.মি.। যার মধ্যে ৫.কি ৭৯.মি. কাঁচা রাস্তা ও ৫.১ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।১৫পাকা রাস্তা। তবে এখানে .
- ধামুইরহাট বাজার হতে বিহারীনগর বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭১ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৭১.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৯টি কালভার্ট রয়েছে।
- দেবীপুর হাট হতে দেবর ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তা (ধামইরহাটের আংশ) পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭৭ কি.মি.। যার মধ্যে .৭৭ কি.মিপাকা রাস্তা। .
- বিহারীনগর হাট হতে আরানগর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.১ কি.মি.। যার মধ্যে ৫.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১ কিটি কালভার্ট রয়েছে।১৯পাকা রাস্তা। তবে এখানে .মি.
- ওমর ইউনিয়ন পরিষদ হতে বেলঘোরিয়া হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১০.৬৬ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ১৪.মি. কাঁচা রাস্তা ও ৭.৫২ কি.মিটি কালভার্১৬নে পাকা রাস্তা। তবে এখা .ট রয়েছে।
- ফার্সিপাড়া হাট হতে আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১৬.৮১ কি.মি.। যার মধ্যে .১৪ কি.মিকাঁচা . .১৬রাস্তা ও ৬৭ কিটি কালভার্ট রয়েছে।১৭পাকা রাস্তা। তবে এখানে .মি.
- আগ্রাদ্বীগুণ ইউনিয়ন পরিষদ হতে রসপুর হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৭৬ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.২১ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ও ২.৫৫ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।

ধামুইরহাট উপজেলায় মোট গ্রাম্য রাস্তা এ ৩৭টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- পলাশবাড়ী হতে বনশীবাটী হয়ে ফলবন পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১ কিপাকা রাস্ত .মি.া। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ইসবপুর হতে চকরাঘব পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.১২ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ১২.মি. কাঁচা রাস্তা।
- নানাইচ হতে জাহানপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.০৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৭৪.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১.২৯ কি.মি . পাকা রাস্তা।
- চকরামচন্দ্রপুর হতে এডোয়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে .৬৩ কি.মি.কি ৫৭. কাঁচা রাস্তা ও .মি. পাকা রাস্তা।
- কাশিমপুর হতে রামচন্দ্রপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১৬ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ১৬.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- চকহরি হতে কালকুড়ি পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.০৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ০৫.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- চকপালী হতে চক বেনী পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.১ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা।
- পশ্চিম চকভবানী হতে উদয়শ্রী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ভগবানপুর হতে তমলপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৬৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ৬৫.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৫টি কালভার্ট রয়েছে।
- সিলিমপুর হতে চৌঘাট রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭৮ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ২৫.মি. কাঁচা রাস্তা ও .কি ০৫.মি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- অমিত্রা হতে যোতশ্রীরাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.০৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ০৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ফতেপুর প্রাইমারী স্কুল হতে চক বদন সড়ক রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২৯ কি.মি.। যার মধ্যে ৫.কি ২৯.মি. কাঁচা রাস্তা । তবে এখানে ৭টি কালভার্ট রয়েছে।
- রামরামপুর হতে নানাইচ প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৭ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ৭.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- চক চান্দীরা হতে ধুরুইল (সুন্দরীর মোড়)পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ৫.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ধুরুই হতে রামপুরা হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- ধুরুইল হতে বৈদ্যবাটী হয়ে যোতগবর্দোন পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৬৩ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ৬৩.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- কাদিপুর হতে চকযদু পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২৯ কি.মি.। যার মধ্যে ৪.কি ২৯.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১ কিপাকা .মি. টি কালভার্ট রয়েছে।৯রাস্তা। তবে এখানে
- শিবরামপুর হতে কালুপাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৬৬ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ৬৬.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- বড় শিবপুর হতে জয়পুর হাট থানা বাউন্ডারী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ০৩.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১.৫৭ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।৫পাকা রাস্তা। তবে এখানে .
- জগদ্দল হতে রুপনারায়নপুর (পাগলাদেওয়ান হাট) হয়ে ঘাগরা খাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ৬.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ৬.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা।
- বড়শিবপুর হতে ধুরুইল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৫ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- বিরিগ্রাম বাজার হতে বিরিগ্রাম মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৭৫.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ধামুইরহাট-জয়পুরহাট সড়ক হতে পাগলা দেওয়ানহাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩৮.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১.৮২ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।৫পাকা রাস্তা। তবে এখানে .

- ❖ চকসুবল হতে অমিত্রা-রাঙ্গামাটি উপজেলা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২৮ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ২৮.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ ফতেপুর মাতাজী উপজেলা রাস্তা হতে আরানগর ইউনিয়ন পরিষদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১৫ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ১৫.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ বীরগ্রাম বাজার হতে বসতাবর পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮৩ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৮৩.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ বড় চক গোপাল হতে আলতা দীঘি পর্যন্ত মোট রাস্তা ৫.২৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২২.মি. কাঁচা রাস্তা ও ৪.০২ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।৮ পাকা রাস্তা। তবে এখানে .
- ❖ ফতেপুর মাতাজী এফআরবি হতে পলাশবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ হয়ে লক্ষণ পাড়া স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৯২.মি. কাঁচা রাস্তা ও .কি ৩১.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ সুন্দরী মোড় হতে জামালপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২৯ কি.মি.। যার মধ্যে ১.৭৯ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ও .৫ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ সাপাহার হতে আগ্রাদ্বীগুণ উপজেলা রাস্তা হয়ে পচতৈল পাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১ ০২. .কিমি. কাঁচা রাস্তা ও ২.৩ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।৭নে পাকা রাস্তা। তবে এখা .
- ❖ ফার্সিপাড়া হাট হতে বেলঘরিয়া হাট পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.০৮ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৪২.মি. কাঁচা রাস্তা ও ৬৬. .কিমি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ৬টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ বহরাম বাজার হতে বীরগ্রাম বাজার পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৩৪ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ৩৪.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৭টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ অমিত্রা হতে তেলঘাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩ কি.মি.। যার মধ্যে .৭ কি.মি.কি ৬. কাঁচা রাস্তা ও .মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ মুকুন্দপুর সড়ক হতে নানাইচ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৯৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৭২.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১.২৩ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ দেউলবাড়ী হতে মোবারকপুর সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৪৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৯৪.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১.৫ কি.মিটি কালভার্ট রয়েছে।১০পাকা রাস্তা। তবে এখানে .
- ❖ চক মৈরাম সড়ক হতে চক মৈরাম গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে .৭৮ কি.মি ২৩. কাঁচা রাস্তা ও . .কিমি. ইটের রাস্তা।
- ❖ বোর্তা বাজার হতে ধামুইরহাট হয়ে পল্লীতলা সড়ক রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৪৮ কি.মি.। যার মধ্যে ২ ৪৮. .কিমি. পাকা রাস্তা।

ধামুইরহাট উপজেলায় মোট গ্রাম্য রাস্তা বি ১১১টি। এই রাস্তাগুলোতে দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্থ লোকজন, গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি সাময়ীক আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে এবং দুর্যোগ কালীন সময় দ্রুত এক স্থান হতে অন্য স্থানে লোকজনসহ মালামাল সরানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে রাস্তা গুলোর অবস্থান ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

- ❖ দক্ষীণ কান্দা হতে দক্ষীণ কান্দা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ❖ গোপীরামপুর হতে কামালপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৬.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ❖ যোত ওসমান হতে যোত ওসমান বাউন্ডারী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৪.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ❖ সিলিমপুর হতে তেহেরপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ২ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- ❖ বালামপুর গ্রাম্ মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচ .া রাস্তা।
- ❖ রসুল বিল হতে পল্লীতলা থানা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৭.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- ❖ চক শরীফ হতে চকশরীফ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৯৬.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১.৫৪ পাকা রাস্তা।
- ❖ ফতেপুর হতে চৈতন্যপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩.মি. কাঁচা রাস্তা।

- চৈতন্যপুর হতে চক হেলাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৪৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৪৫ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- বিহারীনগর পূর্বপাড়া হতে বিহারীনগর পশ্চিম পাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ০৫. কি.মি. কাঁচা রাস্তা।
- লক্ষীছাড়া হতে কর্ণাই পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৭৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- হাটনগর হতে নিওতা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা ও ১ কিপাকা রাস্তা। .মি. টি কালভার্ট রয়েছে।৪তবে এখানে
- হাটনগর হতে হাটনগর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- হাটনগর হতে চক মৈরাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ১২.মি. ইটের রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- আরানগর হতে বিষ্ণুপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- আরানগর হতে মোচলন্দপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫৩ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫৩.মি. কাঁচা রাস্তা।
- পলাশবাড়ী হতে অর্জুনপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৬.মি. কাঁচা রাস্তা।
- গোকুলঘাট হতে ফুলবন হয়ে খেরশুকনা মোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- রামরামপুর হতে আগরতা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫৫ কি.মি.। যার মধ্যে .১৫ কি.মি.কি ৪. কাঁচা রাস্তা ও .মি. পাকা রাস্তা।
- রামরামপুর হতে রামরামপুর প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬৬ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৬৬.মি. কাঁচা রাস্তা।
- আগরতা কোলনী হতে আগরতা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ২ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- শ্হাপুর হতে ঘুপশি খাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- শাহাপুর হতে শাহাপুর কাউ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- শাহাপুর কাউ রাস্তা হতে সাওতালপাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৬.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ধুরুইল হতে বিনোদবাটী পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৭.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ধুরুইল হতে চক চান্দিরা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৪.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ধুরুইল হতে ধুরুইল পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৮৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৮৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- চক রাঘব হতে ঘুকশি বিল পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩.০৫ কি.মি.। যার মধ্যে ৩.কি ০৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- চক চান্দিরা হতে চক চান্দিরা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা।
- চক চান্দিরা হতে চক পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা।
- চক চান্দিরা হতে সাওতলা যুব ক্লাব পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. কাঁচা রাস্তা।
- চন্দ্রকোলা বাঁধ হতে যোতরাম বাঁধ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা।
- গণেশপুর হতে কাষ্ঠগাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ০.৪ কি.মি. কাঁচা রাস্তা।
- বাঁধ মহিষগাড়ী হতে মারারো রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৬.মি. কাঁচা রাস্তা।
- রাঙ্গাল ঘাট হতে মারারো রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৪৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ইনসিরা হতে ইনসিরা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.০৬ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ০৬.মি. কাঁচা রাস্তা।
- নানাইচ হতে নানাইচ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৮ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৮.মি. কাঁচা রাস্তা।
- জাহানপুর হতে জাহানপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৭১ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৭১.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- শিবপুর হতে শিবপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।

- জাহানপুর রড়ক হতে জাহানপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিটি ২কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে . কালভার্ট রয়েছে।
- কোকিল হতে নানাইচ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- হরিতকীডাঙ্গা হতে রামরামপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৭.মি. কাঁচা রাস্তা।
- হরিতকীডাঙ্গা হতে বানিদুয়ার পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ০.৬ কি.মি. কাঁচা রাস্তা।
- সুন্দরীর মোড় হতে বিকোন্দা খাস রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৬.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৭টি কালভার্ট রয়েছে।
- মেইসুর হতে ঘুকশি খাল পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- দৌলতপুর হতে অমরপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- বাখারপাড়া হতে ঘুকশি খাল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৮.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- বাখারপাড়া হতে চক যদু রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ধামুইরহাট বাজার হতে বালিকা বিদ্যালয় রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮৫ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৮৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- উত্তর চক রহমত হতে চক রহতম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- উত্তর চক রহমত হতে জগদল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৭ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৭.মি. কাঁচা রাস্তা।
- রুপনারায়নপুর হতে রুপনারায়নপুর ঘাগরা খারী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩৫.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- নানাইচ হতে জাহানপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৬.মি. কাঁচা রাস্তা ও .কি ৩.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে।
- জয়পুরহাট বর্ডার হাট হতে জয়পুর স্কুল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৯.মি. কাঁচা রাস্তা।
- দাদনপুর হতে খেয়াবাড়ী রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- থানা হতে চকযদু প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৯ কি.মি.। যার মধ্যে .৯ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- তালন্দার মাদ্রাসা হতে কৈতিপাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১৫. কি.মি. কাঁচা রাস্তা।
- দূর্গাপুর হতে চক সাবদল পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা ও.কি ৯.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- পরানগর হাট হতে সেগুনছাড়া রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৪৫ কি.মিকাঁচা রাস .্তা ও ১ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- বোর্তা সড়ক হতে কাজীপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮ কি.মি.। যার মধ্যে .৮ কি.মিপাকা রাস্তা। তবে এখানে . টি কালভার্ট রয়েছে।১
- কোকিল প্রাইমারী স্কুল হতে নানাইচ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা।
- চক রহমত হতে উস্তোমাবাদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- যোতরাম হতে যোতরাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. কাঁচা রাস্তা।
- মোল্ল্যাহাট হতে ভাটগ্রাম মোড় পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. পাকা রাস্তা।
- মোল্ল্যাবটতলী হতে চকমঞ্জোলিশ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- কুলফতপুর স্কুল হতে কুলফতপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- বুরাকুড়ি হতে ভাটগ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- কুমরইল গ্রাম রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- জামালপুরহাট হতে কাজীপাগা হয়ে মাসুদ মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।

- ইসবপুর পল্লীপাড়া হতে আজমপুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- হযরতপুর হতে সালপুকুর পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- বাদল হতে ধুরুইল পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ২ কি.মিটি কালভার্ট১কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে . রয়েছে।
- পীরোলডাঙ্গা গ্রাম রাস্তা ১.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. পাকা রাস্তা।
- মামুদপুর মাদ্রাসা হতে আগ্রাদ্বীগুণ হয়ে মনিহারী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- গানরা হতে গানরা মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- চান্দারকোলা হতে গণেশপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৩ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৩.মি. কাঁচা রাস্তা।
- রঘুনাথপুর বাজার হতে চকতিলন গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- রঘুনাথপুর বাজার হতে রঘুনাথপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- লক্ষীতারা হতে লক্ষীতারা গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৩৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৩৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- টি এন্ড টি মোড় সড়ক হতে হাসপাতাল গেট হয়ে দক্ষীণ চকযদু পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১ ৫৫. .কিমি. কাঁচা রাস্তা।
- ভগবানপুর তালতলী হতে চককৃষ্ণচন্দ্র রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৯৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৯৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- রঘুনাথপুর বাজার মোড় হতে আব্দুল খালেকের বাড়ির দক্ষীণ পাশ পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৬ কি.মি.। যার মধ্যে ০.৬ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- ধামুইরহাট হতে জয়পুরহাট হয়ে হরতকী ডাঙ্গা গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২৫.মি. পাকা রাস্তা।
- জামালপুর হাট হতে জামালপুর প্রাইমারী স্কুল রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৫ কি.মিকাঁচা . টি কালভার্ট রয়েছে।১রাস্তা। তবে এখানে
- রামরামপুর গ্রাম্য রাস্তা ১.১ কি.মি.। যার মধ্যে .৬ কি.মি.কি ৫. কাঁচা রাস্তা ও .মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- গোপিনাথপুর গ্রাম হতে তাজউদ্দীন মোড় হয়ে হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ ৫. .কিমি. কাঁচা রাস্তা .কি ৬.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে।
- রঘুনাথপুর বাজার হতে পশ্চিম শালুকুড়ি মসজিদ পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- চান্দীপুর বাজার হতে চকইলাম ঈদগাঁহ রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.২৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২৪.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- ওমর হতে বেলঘড়িয়া পাকা রাস্তা হয়ে আমারপুর রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ইসবপুর হতে ধুরুইল গ্রাম রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ৩ কি.মি.। যার মধ্যে ২.৮৩ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ও .১৮ কি.মি. পাকা রাস্তা। তবে এখানে ৩টি কালভার্ট রয়েছে।
- শিবপুর হতে বড় শিবপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.২ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ২.মি. কাঁচা রাস্তা।
- নেনগাপিরহাট(জয়পুরহাট) হতে পূর্ব তাহেরপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ২ কি.মি. কাঁচা রাস্তা।
- পূর্ব তেহেরপুর গ্রামের রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- ঘোরাবত কোলনী হতে উত্তর জাহানপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৪.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ১টি কালভার্ট রয়েছে।
- উত্তর জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মল্লিকপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .

- রঘুনাথপুর বাজার হতে রঘুনাথপুর পশ্চিম পাড়া গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা . রাস্তা।
- ভাটগ্রাম হতে মোহনপুর গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ২.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ২.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা।
- বসতাবর বিজিবি ক্যাম্প হতে ওসমান গণির বাড়ির দক্ষন পাশ পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ০ ৪. .কিমি. কাঁচা রাস্তা।
- চকসুবল পূর্বপাড়া মসজিদ হতে ডাক্তার পাড়ার দক্ষীণ পাশ পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.২৭ কি.মি.। যার মধ্যে ০ ২৭. .কিমি. কাঁচা রাস্তা।
- কড়ইডাঙ্গা গ্রাম মোট রাস্তা ০.৪১ কি.মি.। যার মধ্যে .৪১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- কোকিলহতে পাগলা দেওয়ান মাদ্রাসা রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ২ কি.মি.। যার মধ্যে ২ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- পীরলডাঙ্গা –ইসবপুর পাকা রাস্তা হতে বৈদ্যবাটী নূরানী হাফিজিয়া মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট রাস্তা .১৬ কি.মি.। যার মধ্যে .১৬ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- বীরগ্রাম হতে এমপি'র বাড়ী পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৪ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ১.মি. কাঁচা রাস্তা ও .কি ৩.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে।
- মঙ্গোলিয়া গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৭৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৭৫ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- বহরাম বাজার হতে উত্তর দীঘি পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৫ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- ধর্মতলা মোড় হতে সিলিমপুর মাদ্রাসা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১ কি.মি.। যার মধ্যে ১ কি.মিকাঁচা রাস্তা। .
- পীরলডাঙ্গা ইসবপুর পাকা রাস্তা হতে রামরামপুর পাল পাড়া পর্যন্ত মোট রাস্তা .৮ কি.মি.। যার মধ্যে .৮ কি.মি . কাঁচা রাস্তা।
- পাগলা দেওয়ান মাদ্রাসা হতে পূর্ব বদ্ধভূমি পর্যন্ত মোট রাস্তা .৪৫ কি.মি.। যার মধ্যে .৪৫ কি.মিকাঁচা রাস্তা। তবে . টি কালভার্ট রয়েছে।১এখানে
- ফতেপুর প্রাইমারী স্কুল হতে ফতেপুর মাতাজী এফআরবি রাস্তা পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৬৭ কি.মি.। যার মধ্যে ১ ৬৭. .কিমি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ৪টি কালভার্ট রয়েছে।
- মঙ্গোলকোটা হতে ধামুইরহাট পল্লীতলা সড়ক পর্যন্ত মোট রাস্তা ০.৮২ কি.মি.। যার মধ্যে ০.কি ৮২.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।
- বৈদ্যবাটী ত্রিমোহনী হতে বৈদ্যবাটী গ্রাম পর্যন্ত মোট রাস্তা ১.৫ কি.মি.। যার মধ্যে ১.কি ৫.মি. কাঁচা রাস্তা। তবে এখানে ২টি কালভার্ট রয়েছে।

সেচ ব্যবস্থা

ধামুইরহাট উপজেলায় ২৪৬৭টি নলকূপ (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্তৃক সরবরাহকৃত) রয়েছে। এ উপজেলায় ৩৫৮ টি গভীর নলকূপ রয়েছে। এছাড়াও ১১৬৩০টি অগভীর নলকূপ রয়েছে কিন্তু এখানে কোন শক্তি চালিত পাম্প নেই। তবে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের জন্য স্থাপিত পানির ট্যাঙ্ক রয়েছে ২৮টি। এছাড়াও সেচ সুবিধার জন্য ২০ কি.মি. খাল খনন করা হয়েছে যার মধ্যে আগ্রাখাড়ির তেলিপুকুর খাল (৫ কি.মি.), সরণজাবাড়ি খাল (৫.৭ কি.মি.), ধনঞ্জয় নগর খাল (১.৩৮ কি.মি.) ও ফুলবনখাড়ি খাল (৪.৬২ কি.মি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাটবাজার

ধামুইরহাট উপজেলায় ২৪ টি বাজার ও ৬টি হাট রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল আগ্রাদ্বিগুন, ইসবপুর, ধামুইরহাট হাট, মঙ্গলবাড়ী, রাঙ্গামাটী, হরিতকী ডাঙ্গা, ফতেহপুর, খেলনা হাট, আলমপুর বীরগ্রাম হাট, পলাশবাড়ি, দেবীপুর, রসপুর, চন্ডীপুর, পাগল দেওয়ান, সাহাপুর প্রভৃতি। কৃষি পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানীর জন্য হাটবাজার গুলো গড়ে উঠেছে। এছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন চাহিদাও পূরনেও সক্ষম।

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

ঘরবাড়ি

বরেন্দ্র অঞ্চলের আওতায় হওয়ায় এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি আঠালো, শক্ত ও লাল বর্ণের হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীনকাল থেকে মাটির দ্বীতল ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে আসছে। আদিবাসিদের দর্শণ ও কৌশলগত কারনে এ উপজেলার ঘরবাড়ির কাঠামোগত ভীন্নতা রয়েছে সমতল ভূমি অপেক্ষা। উৎপাদিত শষ্য সংরক্ষণের জন্য এবং অধিক চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া থেকে রক্ষা পেতে ঘরবাড়িগুলোর কাঠামো এভাবে তৈরি করা হয়েছিল। ধামুইরহাট উপজেলায় সাধারণত খড়, বাঁশ, টালি, টিন, ইট, মাটি ইত্যাদি উপকরণ ঘরবাড়ি তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হয়। ধামুইরহাট উপজেলায় ১৯০৪ হেক্টর বসতভিটা রয়েছে। আদমশুমারী ২০১১ এর তথ্য মতে এ উপজেলার ঘরবাড়ির মধ্যে ২.৬%পাকা, ১৪.৯% আধা পাকা, ৭৯.৯% কাঁচা এবং ২.৬% ঝুপড়ি রয়েছে।

পানি

ধামুইরহাট উপজেলায় (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্তৃক সরবরাহকৃত) ২৪৬৭টি নলকূপ রয়েছে। আদমশুমারী ২০১১ এর তথ্য মতে উপজেলায় ১.৯% ট্যাপ, ৯৩.৩% টিউবয়েল এবং ৪.৮% অন্যান্য উৎস হতে পানি সংগ্রহ করে থাকে।

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

ধামুইরহাট উপজেলায় ১৮.৯% ওয়াটার সিলড, ১২.৯% নন-ওয়াটার সিলড, ৩০.৪% নন-স্যানিটারি, ৩৭.৯% কোন স্যানিটারি ব্যবস্থা নাই।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পাঠাগার

ধামুইরহাট উপজেলায় ১০৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৪টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৩টি উচ্চ বিদ্যালয় (যার মধ্যে বালিকা ০৩টি), ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৪টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৬টি দাখিল মাদ্রাসা, ০৩টি আলিম মাদ্রাসা, ০৪টি ফাজিল মাদ্রাসা, ১টি কামিল মাদ্রাসা ও ১ টি পাঠাগার রয়েছে। ধামুইরহাট উপজেলায় ৫টি কলেজ (যার মধ্যে ৪টি সহপাঠ কলেজ ও ১টি মহিলা কলেজ) রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৮টি বেসরকারী এতিম খানা। এ উপজেলার শিক্ষার হার পুরুষ ৬৪% ও মহিলা ৬১%।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

একসময় বটো রাজার বাড়ি হিসেবে এলাকার মানুষের কাছে পরিচিত ছিল জগদ্দল বৌদ্ধবিহার। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে খনন করে নওগাঁর ধামুইরহাট উপজেলার জগদ্দলের সেই মাটির ঢিবির নিচ থেকে বেরিয়ে আসছে একের পর এক আদি সভ্যতার নিদর্শন। ধামুইরহাট উপজেলা সদর থেকে আট কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে বরেন্দ্র অঞ্চলের বিশাল এলাকাজুড়ে জগদ্দল বৌদ্ধবিহারের অবস্থান। ১ ডিসেম্বর থেকে ওই বিহারে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ছয়জন প্রশিক্ষিত শ্রমিক ও কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে স্থানীয় ৩০-৩৫ জন শ্রমিক খননকাজ শুরু করেন। ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি, বিভিন্ন প্রাচীন মূর্তি ও বিশাল আকারের কালো প্রাচীন পাথর। গ্রানাইট পাথরের নির্মিত ১৬ ফিট স্তম্ভ। লিনটনে অলংকৃত (পাথরের বড় স্তম্ভে লাগানো বুদ্ধমূর্তি) বুদ্ধের মূর্তি। পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের মৃৎ পাত্রের ভগ্নাংশ। এসব সংরক্ষণ করে রাখছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। জগদ্দল বৌদ্ধবিহারে বৌদ্ধদের ছোট ২৮টি কক্ষ রয়েছে। ইতিমধ্যে ১২টি কক্ষ পূর্ণাঙ্গভাবে উন্মোচন করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই কক্ষগুলো ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সেখানে পূজা-অর্চনা করার বেদিও আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধরা কীভাবে বসবাস করত বা পানীয় জলের কী ব্যবস্থা ছিল, সে বিষয়গুলো আবিষ্কৃত বা উদ্ঘাটিত হতে পারে বলে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের কাস্টডিয়ান মাহবুব-উল-আলম জানিয়েছেন। মাহবুব-উল-আলম জানান, জগদ্দল বিহারের পশ্চিম বাহর মধ্যস্থলে খননকাজ চলছে। এখানে খননকালে বেরিয়ে আসছে মূল মন্দির। সামনের দিকে বিশালকায় মিলনায়তনের অংশ, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কক্ষ। পূর্বমুখী মন্দিরটি প্রায় বর্গাকার। এর তিন দিকে প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। এই প্রদক্ষিণপথ হলঘরের সঙ্গে মিশেছে। মন্দিরের প্রবেশপথে রয়েছে তিনটি বিশাল আকারের গ্রানাইট পাথরখণ্ড। প্রবেশপথে বিশাল আকারের কালো পাথরের চৌকাঠ ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, দেশে এখন পর্যন্ত এ ধরনের যত নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে জগদ্দল বিহারেই সর্বাধিক কালো ও গ্রানাইট পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধদের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এই জগদ্দল বৌদ্ধবিহারকে তারা ব্যবহার করেছে। তাদের সময়ে যে ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থগুলো রচিত হতো, জগদ্দল বিহার থেকে তা তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করা হতো। মাহবুব-উল-আলম জানান, যেখানে খননকাজ চলছে, এর চারপাশে এক

বর্গকিলোমিটারজুড়ে ও জগদ্দল বিহারের আশপাশে বড় বড় অনেক মাটির ঢিবি রয়েছে। এই ঢিবিগুলোতে খননকাজ চালিয়ে যেতে পারলে বৌদ্ধদের আরও অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হতে পারে বলে তিনি আশা করছেন। জগদ্দল গ্রামের মানিক, বয়োবৃদ্ধ মোসলেম উদ্দিন জানান, তাঁরা বাপ-দাদার আমল থেকেই এই ঢিবিকে বটো রাজার বাড়ি হিসেবে জেনে আসছেন। খোঁড়াখুঁড়ি করার পর তাঁরা জানতে পারলেন এটা বৌদ্ধদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়াও ২৯৩টি মসজিদ, ২৪টি মন্দির, ৮টি গীর্জা রয়েছে।

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাহ্)

ধামুইরহাট উপজেলায় ছোট বড় ১০৩ টি ঈদগাহ্ রয়েছে। উৎসবের বিশেষ দিনে ছাড়াও জরুরী সময়ে বা দুর্যোগকালীন সময়ে এ স্থান সমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত আকস্মিক বন্যা হলে তুলনামূলক উঁচু ঈদগাহ্ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্বাস্থ্য সেবা

ধামুইরহাট উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। তাছাড়া সেবার মানও খুব ভাল নয়। এছাড়াও স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় বি.সি.জি, ডি.পি.টি, পোলিও, হাম, ধনুষ্টংকার, যক্ষ্মা, ইত্যাদি রোগের টিকা দেওয়া হয়।

ব্যাংক

ধামুইরহাট উপজেলায় ১১টি ব্যাংক রয়েছে যার মধ্যে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অন্যতম। রয়েছে। তবে বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর জনপ্রিয়তার কারনে অধিকাংশ জনসাধারণ ছোট খাটো লেনদেনের ক্ষেতে মোবাইল ব্যাংকিংকে বেছে নিয়েছে। উপজেলায় প্রায় ৫২ জন বিকাশ, ডিবিবিএল সহ বিভিন্ন মোবাইল ব্যাংকিং এর ডিলার রয়েছে।

ডাক ও তার

ধামুইরহাট উপজেলার প্রধান ডাকঘর ও শাখাসহ ১২টি ডাকঘর এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ১টি রয়েছে। এছাড়া বর্তমানে যোগাযোগের জনপ্রিয় মাধ্যম হিসাবে মোবাইল ফোনের জন্য রয়েছে ৬টি মোবাইল টাওয়ার।

ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

ধামুইরহাট উপজেলায় ৪৫ টি ক্লাব আছে। দুর্যোগের সময় এরাও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

এন জি ও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

ধামুইরহাট উপজেলায় বেশ কিছু স্থানীয় এন.জি.ও কর্মরত রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-ব্র্যাক, আশা, সিসিডিবি, ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ, প্রশিকা, কেয়ার, উজ্জীবন, ওয়ার্ল্ড ভিশন, পল্লী শ্রী, আশ্রয়, গ্রামীন ব্যাংক ইত্যাদি। এ ছাড়াও এ উপজেলায় ২টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, ১টি মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি, ৬টি ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, ৫টি বহুমুখী সমবায় সমিতি, ১০২টি মৎস্য সমবায় সমিতি, ৫৬টি যুব সমবায় সমিতি, ২টি আশ্রয়ন/ আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি, ১০৩টি কৃষক সমবায় সমিতি, ১০টি পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি, ১১০টি মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি, ০১টি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি, ১টি চালক সমবায় সমিতি ও ৩৯টি অন্যান্য সমবায় সমিতি রয়েছে।

খেলার মাঠ

ধামুইরহাট উপজেলায় ৩০ টি খেলার মাঠ রয়েছে। এ মাঠগুলো সাধারণত খেলাধুলা, গনজমায়েত বা মেলার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে দুর্যোগের সময়ে এ মাঠগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার হয়ে থাকে।

কবরস্থান/ শ্মশানঘাট

ধামুইরহাট উপজেলায় ৯৬ টি কবর ও ২২টি শ্মশানঘাট রয়েছে। যে কোন দুর্যোগ বা স্বাভাবিক সময়ে মৃত ব্যক্তি সৎকারের জন্য ধর্মীয়রীতি অনুসারে এ কবরস্থান বা শ্মশানঘাট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

এখান থেকে সড়ক পথে বাসযোগে রাজধানী শহর ঢাকার সাথে যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়েছে। আক্কেলপুর রেলস্টেশন থেকে ১১কি:মি: পশ্চিমে ধামুইরহাট উপজেলা। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর থেকে যাত্রীবাহী ট্রেনযোগে আক্কেলপুর রেলস্টরশনে পৌঁছানো যায়। এছাড়া জেলা সদর হতে এর দুরত্ব ৫৬ কি.মি.। বিভাগীয় শহর রাজশাহীর সঙ্গেও সড়ক পথে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। তার মধ্যে পাকা রাস্তা ১৪০.৪২ কি.মি., অর্ধ পাকা রাস্তা ১৫.৬৯ কি.মি., কাঁচা রাস্তা ৩২৮.১৭ কি.মি. এবং ৪৫৯টি ব্রীজ/কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া ঐতিহ্যবাহী পরিবহনের মধ্যে রয়েছে গরুর গাড়ী, পালকি, ডুলি, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি।

বন ও বনায়ন

ধামুইরহাট উপজেলার মাটির শ্রেণী বিন্যাস অনেকটা মধুপুর গড়ের মত সংকরভিত্তিক দেখা যায়। এ উপজেলায় প্রাকৃতিক বনের পরিমান প্রায় ৭০০ একর। এ এলাকার গাছের মধ্যে আকাশমনি, ইউক্যালিপ্টাস, জারুল, অর্জুন, কদম, জাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ এলাকায় প্রচুর আম ও লিচু বাগানও রয়েছে। এছাড়াও এ উপজেলার উত্তরে ভারতের সীমান্তবর্তী আলতা দীঘি নামক স্থানে দীঘিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু বনভূমি রয়েছে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই উপজেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড় ৪৫ ইঞ্চির নীচে। এতদসত্বেও এই হার পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কিছুটা উঠানামা করে। চরম উষ্ণ আবহাওয়া, মাত্রাধিক্য আর্দ্রতা, মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং ঋতু বৈচিত্র্যতার সমারহের কারনে এই স্থানকে গ্রীষ্মীয় মৌসুমী এলাকার আদর্শ স্থান বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না। গ্রীষ্মের সুচনা হয় এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকে। এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধের তাপমাত্রাকে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড় ৭৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাতের ধারা

ধামুইরহাট উপজেলায় গড় বৃষ্টিপাত হয় ৭২ সে.মি. যেখানে সিলেট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর মতো অঞ্চলসমূহে বৃষ্টিপাতের বার্ষিক গড় যেখানে ১৩৫ সে.মি. এর উর্ধ্বে। বিএমডি এর তথ্য মতে গত দুই বছরের তথ্য গ্রাফচিত্র ১.১ এ স্পাইডার বিশ্লেষনের ভিত্তিতে অক্টোবর থেকে পরের বছরের এপ্রিল পর্যন্ত কোন বৃষ্টিপাত হয় না। জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃষ্টিপাতের আধিক্য থাকে তবে সেটা ২৫০ সেমি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

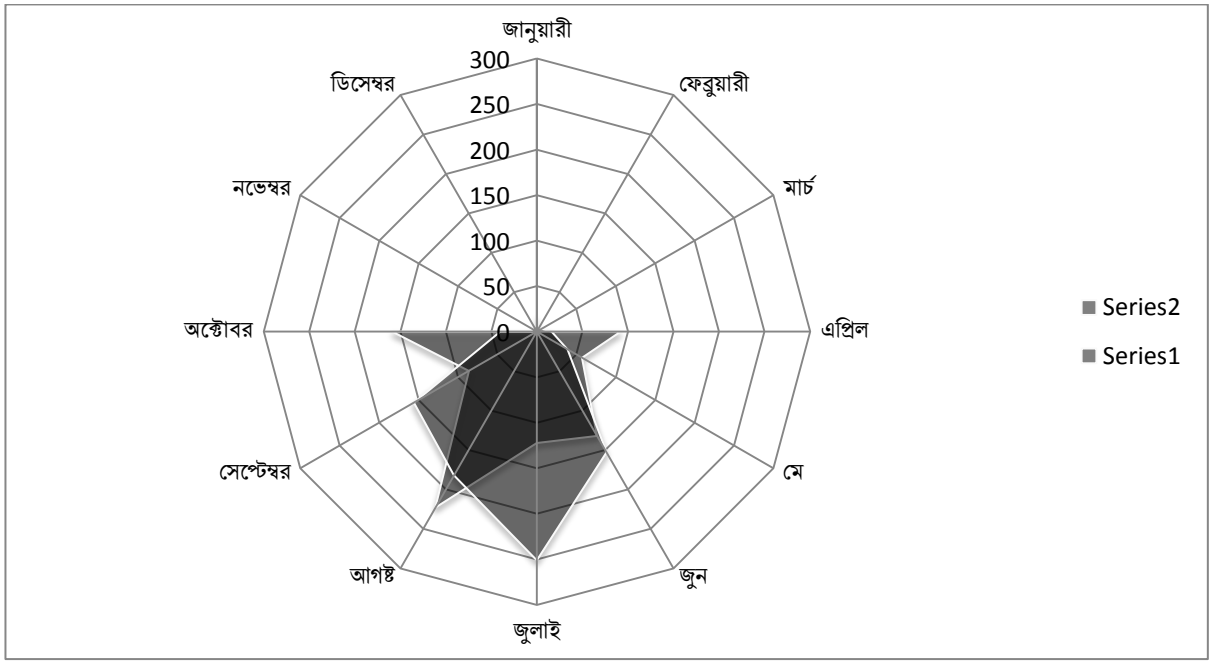

গ্রাফচিত্র ১.১: বৃষ্টিপাতের স্পাইডার ডায়াগ্রাম

তাপমাত্রা

ধামুইরহাট উপজেলায় ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা থাকে ৮-১০ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং এপ্রিল- মে মাসে তাপমাত্রা থাকে সর্বোচ্চ । এ সময় গড় তাপমাত্রা থাকে ৪১ ডিগ্রী সেলসিয়াসেরও উপরে। উপজেলায় ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসের গড় তাপমাত্রা থাকে ৭-১১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং এপ্রিল- মে মাসে তাপমাত্রা থাকে সর্বোচ্চ ৩৮-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস । বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী এর তথ্য মতে গ্রাফ চিত্র ১.২ এ সারফেস কন্টুর বিশ্লেষনে গত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রা বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (গ্রাফচিত্রের নিচে চিকন লাইন) গড়ে ৩০-৪০ ডিগ্রী এর মধ্যে থাকে। তবে বিগত বছরগুলোতে তাপমাত্রা ২-৩ বছর পর পর সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন হয়েছে। বিশ্লেষন থেকে আরও পরিলক্ষিত হয় যে শেষ ছয় বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে গড় তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে গড় তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উপজেলার জীব বৈচিত্রের উপর বিরুপ প্রভাব পড়বে।

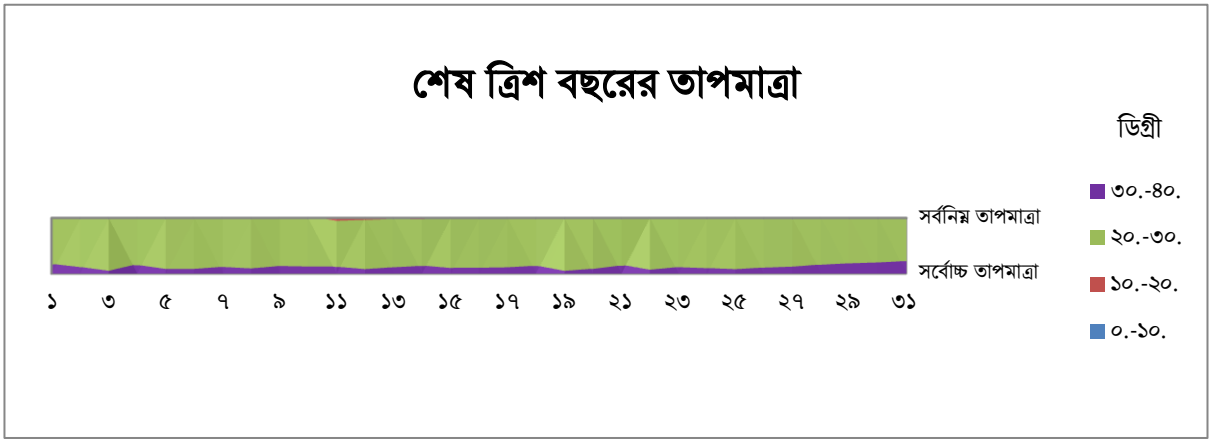

গ্রাফ চিত্র: ১.২: বিগত ত্রিশ বছরের তাপমাত্রার সারফেস কন্টুর বিশ্লেষন ***তথ্যসূত্র: আবহাওয়া অধিদপ্তর, রাজশাহী***

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

ধামুইরহাট উপজেলাটির ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ২০১২ সালের জানুয়ারী মাসে ২৪”৭’ থেকে ২৫”৬’ এর মধ্যে ছিল। ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে ২২”৩’ থেকে ২৩”১’ এর মধ্যে ছিল। গ্রাফচিত্র ১.৩ এর গত দুই বছরের আরানগর ও উমার ইউনিয়নের ভূ-গর্ভস্থ পানির বিএমডি এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরিস্কার দৃষ্যমান যে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। আরানগরের অবস্থা ভীষন খারাপ যেখানে বছরের ১০ মাসই পানির স্তর ৩০০-৪০০ ইঞ্চিতে থাকে।

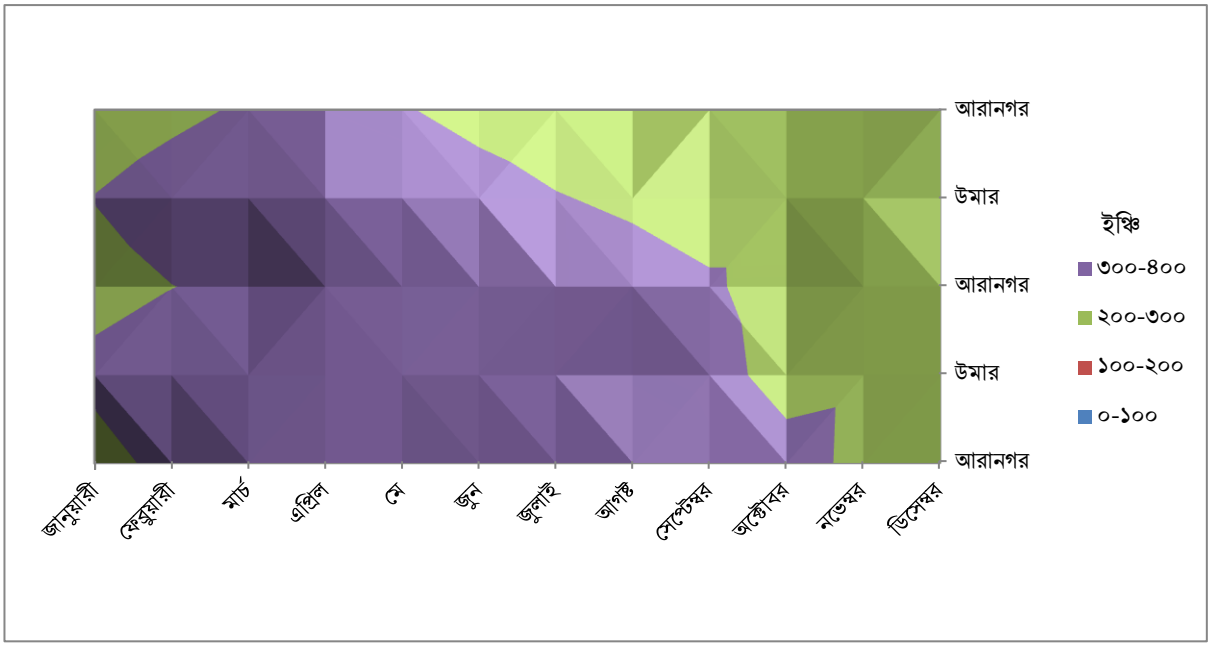

গ্রাফ চিত্র: ১.৩: বিগত দুই বছরের ভূ-গর্ভস্থ পানির সারফেস কন্টুর বিশ্লেষন

১.৪.৪ অন্যান্য

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

ধামুইরহাট উপজেলায় মৌজা ২১৫টি, উপজেলা ভূমি অফিস ১টি, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ৪টি, কিন্তু পৌর ভূমি অফিস নেই। ধামুইরহাট উপজেলায় মোট খাস জমি ৬৮৮৭.১৯ একর, কৃষি ৩৮৭৩.৫৩ একর, অকৃষি ৩০১৩.৬৬ একর। এ জমির মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষিজমির ১০.৯৮৫ একর, বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ছিল (দাবী) ১৫,২৮,০০৯/- এবং বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর (আদায়) ১৫,৭৩,২৪৫/-।

কৃষি ও খাদ্য

ধামুইরহাট উপজেলায় মোট জমির পরিমান ৫০৫৯৮ হেক্টর যার মধ্যে নীট ফসলী জমি ২৩৮৫৬ হেক্টর, মোট ফসলী জমি ৩০০৮২ হেক্টর, এক ফসলী জমি ১১৫৫ হেক্টর, দোফসলী জমি ১৮,৬৬০ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমি ৪০৪১ হেক্টর এবং ফসলের নিবিড়তা ২১২%। এ উপজেলায় গভীর নলকূপ ৩৫৮টি। এ উপজেলায় ধান, সরিষা, মটরশুটি, আলু, আঁখ, বেগুন, পটল, কচু, কলা, লাল পেঁয়াজ, রসুন তেল, হলুদ, তিল, কালাই প্রভৃতি শষ্য উৎপাদিত হয়। এ উপজেলায় প্রধান ফল হল আম, লিচু, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা প্রভৃতি। ধামুইরহাট উপজেলায় বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা ২৯৮৬২ মেট্রিক টন, খাদ্যশস্য উৎপাদন ১৫০৬১৪ মেট্রিক টন এবং মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত ১০৩৩১১ মেট্রিক টন।

নদী

ধামুইরহাট উপজেলায় আত্রাই ও ছোট যমুনা এ দুটি নদী রয়েছে। আত্রাই নদী উপজেলার উত্তরে অবস্থিত ভারতের বালির ঘাট হতে ধামইরহাটে প্রবেশ করেছে এবং সোজা দক্ষিণে আলমপুর ইউনিয়ন হয়ে পত্নীতলা উপজেলায় প্রবাহিত হয়েছে। অন্যদিকে, উপজেলার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছোট যমুনা নদী জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট সদর উপজেলা হতে ধামইরহাটের ইসবপুর ইউনিয়নের মধ্যদিয়ে বাদলগাছি উপজেলায় প্রবাহিত হয়েছে।

বিল

সরকারি জলমহল ২২৫.২৭ একর।

পুকুর

ধামুইরহাট উপজেলায় পুকুরের সংখ্যা ৩৪৪৩ টি যার মধ্যে খাসপুকুর ৫৯০টি যার আয়তন ৬০০.৫৩ একর ও ব্যক্তিমালিকানায় ১৮০৮টি (আয়তন ২৫৭৫.৭৮ একর)।

আর্সেনিক দুষণ

ধামুইরহাট উপজেলার আর্সেনিক প্রবনতা ০-২০%। এ অঞ্চলের আঞ্চলিক গবেষনাগার সমূহে নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে নলকূপের পানির আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের বায়োলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। ফিল্ড কিটস্ এর মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসের আর্সেনিক,ক্লোরাইড, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, পিএইচ মান, ইলেকট্রিক কন্ডাকটিভিটি ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয়।

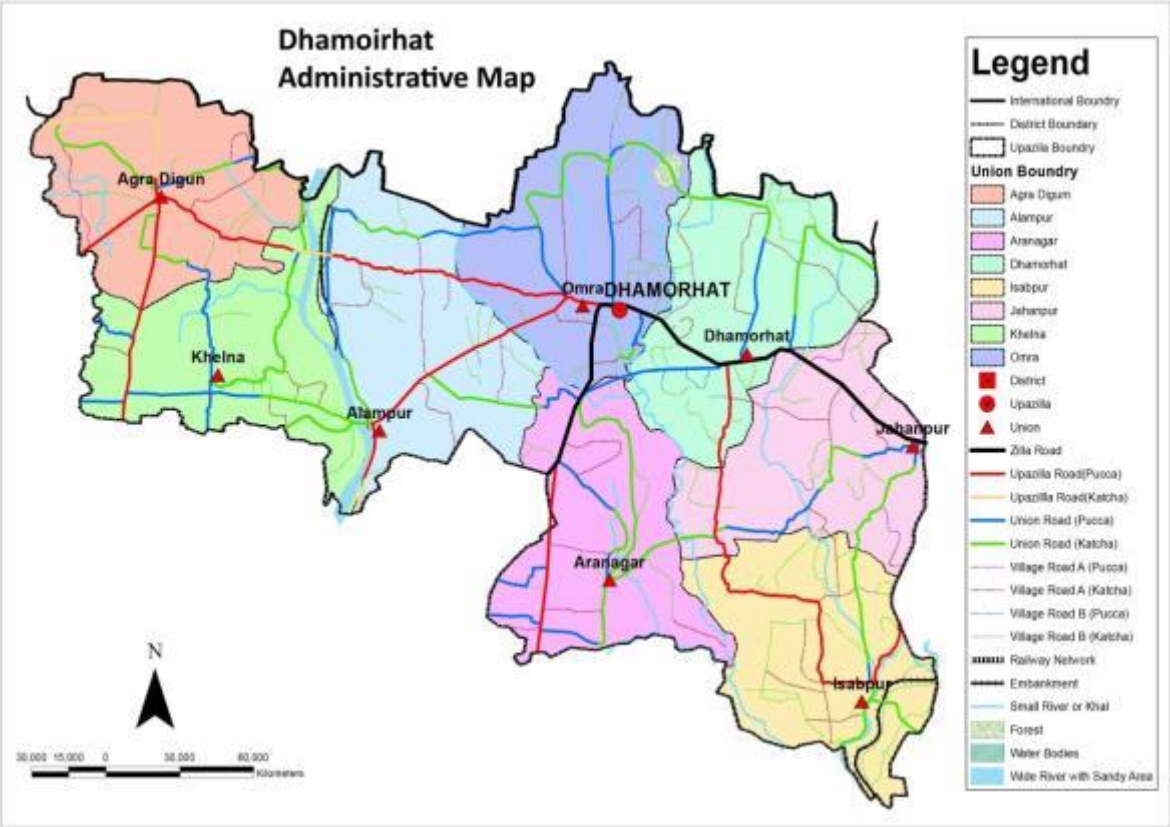
Dhamoirhat
Administrative Map
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundry
Agra Digun
Alampur
Aranagar
Dhamorhat
Isabpur
Jahanpur
Khelna
Omra
District
Upazila
Union
Zila Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Wide River with Sandy Area
Agra Digun
Omra
DHAMORHAT
Dhamorhat
Khelna
Alampur
Jahanpur
Aranagar
Isabpur
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগআপদ এবং বিপদাপন্নতা ,

২ ১.দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

ধামইরহাট উপজেলায় দুর্যোগের তেমন কোন মারাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তবে এ উপজেলা প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। নিম্ন পানির স্তর, বন্যা, নদীভাঙ্গন, শৈত্যপ্রবাহ, অনাবৃষ্টি, খরা ও কালবৈশাখী ঝড়সহ বিভিন্ন আপদ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপন্ন এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানির চাপে খাল-বিলের মাধ্যমে পানি এসে ছোট যমুনা নদীর দুকুল ভাসিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। নদীর গভীরতা কম যার ফলে শুষ্ক মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখীর কারণে কৃষিজ ফসল ও ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। নদীভাঙ্গানের কারণে কৃষি ফসল, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। শৈত্যপ্রবাহ ও ঘন কুয়াশার কারণে শীতকালীন রবিশস্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। তবে সব কিছু ছাপিয়ে যে আপদটি এ উপজেলাকে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে তা হল পানির অতি নিচু স্তর। ধামইরহাট উপজেলার জনজীবনে এটি একটি মারাত্মক প্রভাব বিস্তারকারী সমস্যা। বৃক্ষনিধন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে ধামইরহাট উপজেলা দুর্যোগ কবলিত হতে পারে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ক্ষতিগ্রস্ত খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও খাত

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাতউপাদানক্ষতিগ্রস্থ হয়/
বন্যা	১৯৮১, ১৯৮৮, ১৯৯৮	বেশী	কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদ, গবাদিপশু
	১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৫,	মাঝারি	কৃষি, মৎস্য, গাছপালা, গবাদিপশু
নদীভাঙ্গান	১৯৮১, ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৫, ২০০৬	বেশি	কৃষি, মৎস্য, মানব সম্পদ
	১৯৯১, ১৯৯৫, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪	মাঝারি	অবকাঠামো, গাছপালা
খরা	১৯৭৬, ১৯৭৯, ১৯৯২, ১৯৯৬,	বেশি	কৃষি, মৎস্য
	১৯৮৯, ১৯৯৯, ২০০৪	মাঝারি	গবাদিপশু, গাছপালা
শিলাবৃষ্টি	১৯৮৮, ১৯৯৭,	বেশি	কৃষি, মৎস্য
	১৯৯২, ১৯৯৫, ২০০৫	মাঝারি	গবাদিপশু, গাছপালা, গবাদিপশু
ঘনকুয়াশা	১৯৭৬, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৪	বেশি	কৃষি, গবাদিপশু
	১৯৭৯, ১৯৮৯, ১৯৯২	মাঝারি	গবাদিপশু, কৃষি
শৈত্যপ্রবাহ	২০০৯, ২০১২, ২০১৩	বেশি	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু
	২০১০, ২০১১,	মাঝারি	গবাদিপশু, কৃষি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ধামুইরহাট, ২০১৪

২ইউনিয়নের আপদসমুহ ২.

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনামানবসৃষ্ট কারিগরি ত্রুটির কারনে ঘটতে পারে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার ,যা প্রাকৃতিক , ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।ধামুইরহাট উপজেলাটি বরেন্দ্র অঞ্চলের অন্তর্গত হলেও এ উপজেলায় কয়েকটি ছোট বড় বিল রয়েছে এবং আত্রাই ও ছোট-যমুনা নদী প্রবাহিত হয়েছে। ভৌগোলিক কারনে অঞ্চলটি পূর্ব থেকেই রুক্ষ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সময়ের সাপেক্ষে তা সহনিয়তা হারাচ্ছে। অনিয়মিত পানি প্রবাহ পানির ,স্তর নিম্নগামীজলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি , কারনে জনজীবনে নেমে আসছে জন দুর্ভোগ। যে আপদগুলো এ দুর্ভোগের জন্য দায়ী এবং জনজীবনে ক্ষয়ক্ষতির অগ্রাধিকার :তে নিম্নে দেওয়া হলভিত্তি

টেবিল ২আপদ ও আপদের অগ্রাধিকার :২.

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আ পদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		১. বন্যা
১. বন্যা	১২. ভূমিকম্প	২. খরা
২. খরা	১৩. লু-হাওয়া	৩. নদীভাঙ্গান
৩. নদীভাঙ্গান	১৪. জলাবদ্ধতা	৪. শৈত্যপ্রবাহ
৪. শিলাবৃষ্টি	১৫. অনাবৃষ্টি	৫. ঘনকুয়াশা
৫. ঘনকুয়াশা	১৬. টর্নেডো	৬. শিলাবৃষ্টি
৬. শৈত্যপ্রবাহ	১৭. ঝড়	
৭. অতিবৃষ্টি	১৮. বজ্রপাত	
৮. ঘনকুয়াশা	১৯. ইঁদূরের আক্রমণ	
৯. ফাঁপি	২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	
১০. আর্সেনিক		
মানবসৃষ্ট আপদ		
২১. অগ্নিকান্ড	২৩. ভূমি দখল	
২২. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন	২৪. চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ধামুইরহাট, ২০১৪

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্রের বিস্তারিত বর্ননা

১. বন্যা

ধামইরহাট উপজেলা ব্যাপক মাত্রায় বন্যা কবলিত একটি এলাকা। আষাঢ় মাস হতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এ এলাকায় বন্যা অব্যাহত থাকে। যার ফলে এলাকায় কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো, আবাসন, শিক্ষা, যোগাযোগ প্রভৃতি খাতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। প্রায় প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮১, ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৩ এবং ২০০৭ সালের বন্যা ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ।

২. খরা

ধামইরহাট উপজেলায় ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে খরা হয়। দিন দিন খরার তিব্রতা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উপজেলায় বিগত কয়েক বছরে আষাঢ় শ্রাবন-মাসেও বৃষ্টি হচ্ছে না। যার ফলে খরায় ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ খরার পরিমান দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ উপজেলায় পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ধামইরহাট উপজেলার প্রেক্ষিতে নিম্ন পানির স্তর সবচেয়ে মারাত্মক আপদ যা জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে এবং খরাকে ত্বরান্বিত করে। জীবনের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান পানির জন্য এ উপজেলার মানুষকে নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। এ আপদ প্রতিবছরই ধামইরহাট উপজেলার প্রতিটি উন্নয়নের খাতকে আক্রান্ত করে। এলাকাবাসী মনে করেন এ আপদ দূরীকরণে অতি দ্রুত সরকারী হস্তক্ষেপ ও বেসরকারী সাহায্য প্রয়োজন।

৩. নদীভাঙ্গন

ধামইরহাট উপজেলায় লোকদের নিত্য সঙ্গী হলো নদীভাঙ্গন। নদীভাঙ্গন দিনদিন বেড়েই চলেছে। কারণ হিসাবে তারা বলেছে যে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে পানি বেশী ফুলে ওঠে আর একারণেই স্রোত ও পানির ধারন ক্ষমতা কমে গিয়ে নদীর পাড়ভাঙ্গাতে থাকে। উপজেলাবাসী জানায় এভাবে চলতে থাকলে আরও বেশী কিছু এলাকা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে এবং মানুষের দুর্দশা বেড়েই চলবে।

৪. শৈত্যপ্রবাহ

ধামইরহাট উপজেলায় প্রতি বছর শীত মৌসুমে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ হয়। ধামইরহাট উপজেলা আত্রাই নদীর ধারে থাকায় শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ফলে বর্তমানে আমের মুকুল, লিচুর মুকুল ও মসুরসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনে ও জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে।

৫. ঘনকুয়াশা

মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে ও জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে ধামইরহাট উপজেলাসহ পাশবর্তী এলাকায় বিগত এক দশকে ঘনকুয়াশার প্রকোপ লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারনত অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে ঘনকুয়াশার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে কৃষিজ ফসলরন ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধিসহ জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে। এভাবে প্রতি বছর ঘনকুয়াশার প্রকোপ বাড়তে থাকলে এ উপজেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

৬. শিলাবৃষ্টি

ধামইরহাট উপজেলাবাসীর মতে, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে শিলাবৃষ্টির অতিবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয় যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

২বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ৪.

কোন জনগোষ্ঠীর বা তার অংশের বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত বা সম্ভবনা এবং ঐ আপদ কোন এক (ব্যক্তি বা পরিবার) সংগঠনের ফলে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা। উঠান বৈঠক ও বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষন করে ধামুইরহাট উপজেলার বন্যা, নদীভাঙ্গন, খরা, অনাবৃষ্টি ও শৈত্যপ্রবাহ প্রভৃতি আপদগুলোর প্রভাবে বিপদাপন্ন হচ্ছে উপজেলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী। এছাড়াও প্রাণীকুলমৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো ,গুলোও বিপদাপন্নের বাইরে নয়। আপদ নিরুপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের আশঙ্কাতা এর তীব্র ,কোন নির্দিষ্ট সময়ে তা ঘটতে পারে , এর দ্বারা কতখানি অঞ্চল আক্রান্ত হতে পারে ,কতটুকু হতে পারে তাই এই বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী আপদ চিহ্নিত করে তাদের নিজস্ব পদ্ধতি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে চলেছে প্রতিনিয়ত। এখানে বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত-আর্থ , সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থাযা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষ ,তির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবিলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে এবং সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া, যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকুল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে। **কোন কোন এলাকা কি কি কারনে কিভাবে বিপদাপন্ন তা সংক্ষিপ্ত ভাবে নিম্নে দেখানো হল**:-

টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
বন্যা	-নদী ও খালের নাব্যতা না থাকা	-ধামইরহাট উপজেলায় ১০টি (১৫৮ হেক্টর)

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
	-চাহিদার তুলনায় কম ও দূর্বল বেড়ীবাঁধ -বাধের দু ধারে গাছ লাগানো না থাকায়	উঁচু বাঁধ ও ক্রস ড্যাম রয়েছে। -ধামইরহাট উপজেলায় ৪টি স্লুইচ গেট রয়েছে। -ধামইরহাট **উপজেলার** পানি নিষ্কাশনের মাধ্যম হল ছোট যমুনা নদী। -নদী ও খালের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন আছে -বাধের দু ধারে গাছ লাগানো ও মেরামত করে বেড়ীবাঁধ মজবুত করার যায় -নতুন বেড়ীবাঁধ করার জন্য জায়গা আছে
খরা	-এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছপালা না থাকায়	-লবন সহনশীল গাছপালা লাগানোর সুযোগ আছে
নদীভাঙ্গন	-নদী ভাঙ্গানের ফলে জনগন সর্বশান্ত হয়। -খেলনা, আগ্রাদ্বিগুন, আলমপুর, ধামইরহাট, জাহানপুর ও ইসবপুরসহ নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ কৃষি, ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, গাছপালা অনেকাংশে নদীগর্ভে বিলিন হয়ে যায়। -দুর্বল ভেড়ী-বাঁধ -নদীর ধারে ব্যাপক বনায়ন না থাকা -খেলনা, আগ্রাদ্বিগুন, আলমপুর, ধামইরহাট, জাহানপুর ও ইসবপুরসহ নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহে পর্যাপ্ত বাঁধ না থাকা। যে টুকু ভেড়ী-বাঁদ আছে তা প্রায় বিভিন্ন অংশে ভাঙ্গা।	-ধামইরহাট উপজেলায় ১০টি (১৫৮ হেক্টর) উঁচু বাঁধ ও ক্রস ড্যাম রয়েছে। -এছাড়া এ উপজেলার চারপাশ দিয়ে ১৭৯ টি রাস্তা সদৃশ বাঁধ রয়েছে যা আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় এ উপজেলার জন্য দূর্গ হিসাবে কাজ করে। -নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শীকড় বিস্ত্রীত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে। যা আকড়ে ধরতে সাহায্য করবে। -বাঁধ/রাস্তার দু-ধারে বৃক্ষ রোপন করার সুযোগ আছে। -নদী ভাঙ্গান রোধে নদীর ধারে বাঁধের সাথে ব্লক তৈরী করার সুযোগ আছে। -দুস্থ মানুষদের নদীর ধারে খাস জমিতে স্থানান্তর করার সুযোগ আছে।
শৈত্যপ্রবাহ	-জলবায়ুর পরিবর্তন -অতিরিক্ত বরফ গলা	-সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান
ঘনকুয়াশা	-জলবায়ুর পরিবর্তন -অতিরিক্ত বরফ গলা	-সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান
শিলাবৃষ্টি	-জলবায়ুর পরিবর্তন	-সরকার ও এজিওদের সাড়াপ্রদান

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ৫.

ধামুইরহাট উপজেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাই মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় আর বিপদাপন্ন হয় এ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠীমৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো। আবার পাহাড় থেকে ,প্রাণীকুল , প্রাণী এবং অবকাঠামো। আবার কখনোবা নদীভাঙনে ,মৎস ,গাছপালা ,নেমে আসা আকস্মিক বন্যায় ভেসে যায় কৃষি জমি বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপ গৃহহারা হয় নদীর তীরবর্তী মানুষ। উপজেলার সব স্থানেরদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকাবিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্ন ,োক্ত টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা ,আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা :৪.

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
বন্যা	খেলনা, আগ্রাদ্বিগুন, আলমপুর, ধামইরহাট, জাহানপুর ও ইসবপুরসহ নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ	বন্যার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমি নদীগর্ভে পতিত হয়। এছাড়া কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামো ও মানব সম্পদের ক্ষতি হয়।	১২৭৬০০ জন (অনুমানিক)
খরা	সমগ্র উপজেলা	খরার কারনে এখানে প্রচুর কৃষিসম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	১৬৯৭৭২ জন (অনুমানিক)
নদীভাঙ্গন	খেলনা, আগ্রাদ্বিগুন, আলমপুর, ধামইরহাট, জাহানপুর ও ইসবপুরসহ নদীসংলগ্ন এলাকাসমূহ	১০ বছর ধরে এই এলাকাগুলোতে নদীভাঙ্গনের কারনে হাজার হাজার একর আবাদি জমি নদীগর্ভে মিশে যাচ্ছে। নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য ও মানবসম্পদের ক্ষতি হয়ে থাকে।	১২৭৬০০ জন (অনুমানিক)
শৈত্যপ্রবাহ	আগ্রাদ্বীগুন, ধামইরহাট, আরানগর ও ইসবপুরের উত্তরাংশসহ সমগ্র উপজেলা	শৈত্যপ্রবাহের কারণে ফসলের ক্ষতি হতে পারে, পশুসম্পদ ঝুঁকিতে থাকে, জনজীবনের দুর্ভোগ সৃষ্টি হতে পারে, শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধরা ঝুঁকিতে থাকে।	১৬৯৭৭২ জন (অনুমানিক)
ঘনকুয়াশা	আগ্রাদ্বীগুন, খেলনা, ধামইরহাট, আরানগর ও ইসবপুরের উত্তরাংশসহ সমগ্র উপজেলা	এই এলাকাগুলোতে প্রচুর আম উৎপাদিত হয় যা কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়াও গাছপালা ও মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	১৬৯৭৭২ জন (অনুমানিক)
শিলাবৃষ্টি	আগ্রাদ্বীগুন, খেলনা, ধামইরহাট, আরানগর ও ইসবপুরসহ সমগ্র উপজেলা	শিলাবৃষ্টির কারনে ফসল নষ্ট হয়ে প্রচুর কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে।	১৬৯৭৭২ জন (অনুমানিক)

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ধামুইরহাট,২০১৪

২উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাতসমুহ ৬.

ধামুইরহাট উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল:

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	ধামইরহাট উপজেলায় মোট ২৩৮৫৬ হেক্টর জমিতে ১৫০৬১৪ মেট্রিক টন ফসল উৎপাদিত হয়। মোট চাহিদা পূরণ করে ১০৩৩১১ মেট্রিক টন ফসল উদ্বৃত থাকে যা ধামইরহাট উপজেলার অর্থনীতির জন্য বিরাট সাফল্য বয়ে আনে। ফলে নতুন চাষীরা উদ্যোগী হয়ে কৃষিতে এগিয়ে আসবে। তাই ধামইরহাট উপজেলায় কৃষিসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে বিবেচিত।	ধামইরহাট উপজেলায় ৯০% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল যার মধ্যে দিনমজুর ৫০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১০%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%। এই কৃষি থেকে আয় হয় ৭৮.৬৬%। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অনাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ, ঘনকুয়াশা ও খরা হয়, তাহলে কৃষিজ ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তাই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়ের জন্য ধামইরহাট উপজেলার কৃষিতে আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন। যার ফলে ধামইরহাট উপজেলার কৃষি সম্প্রসারিত হবে যা কিছুটা দুর্যোগ সহায়ক।
মৎস্য	ধামইরহাট উপজেলায় পুকুরের সংখ্যা ৩,৪৪৩ টি যার মধ্যে খাসপুকুর ৫৯০টি যার আয়তন ৬০০.৫৩ একর ও ব্যক্তিমালিকানায় ১৮০৮টি (আয়তন ২৫৭৫.৭৮ একর)। উপজেলায় ৪টি সরকারি জলমহল (বিল) যার আয়তন ২২৫.২৭ একর এবং এই বিপুল জমি মাছ উৎপাদনের জন্য সক্ষম। এ উপজেলায় বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা ১৯৪৯.৭৪ মে.টন এবং বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন ১২৬৭.২৪ মে.টন ও পোনা উৎপাদন ১৯৪.৮৫ মে.টন। এর মাধ্যমে নতুন মৎস্য চাষীরা উদ্যোগী হয়ে মাছ চাষে এগিয়ে আসবে। ফলে মৎস্য সম্পদ দ্বারা উপজেলায় অনেক উন্নয়ন সম্ভব। তাই ধামইরহাট উপজেলায় মৎস্যসম্পদ, উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান খাত হিসাবে গণ্য করা যায়।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, খরা হয় তাহলে কৃষি ফসল নষ্ট হয়ে কৃষকরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি মাছ চাষ করে তাহলে কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। তাছাড়া ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ করলে, ধান নষ্ট হলেও মাছের উৎপাদন দুর্যোগকালে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য মাছ চাষের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় মৎস্যখাত দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
পশুসম্পদ	২০-২৫ বছর পূর্বে ধামইরহাট উপজেলায় প্রায় প্রতিটি পরিবারে কম বেশি গরু-ছাগল ছিল। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি ও গোখাদ্যের অভাবে পশুসম্পদ অনেক কমে গেছে। বর্তমানে ৬০টি গবাদিপশুর খামার, ৩০টি ব্রয়লার মুরগীর খামার এবং ৩০টি উন্নত মুরগির খামার রয়েছে যা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলে এবং অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে।	আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যদি অতিবৃষ্টি, বন্যা হয় তাহলে মৎস্য চাষী ও কৃষকরা অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সেক্ষেত্রে তারা যদি পাশাপাশি পশু পালন করে তাহলে তাৎক্ষণিক আর্থিক ক্ষতির থেকে রক্ষা পাবে এবং দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। সেজন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য পশুসম্পদের কোন বিকল্প নেই। তাই বলা যায় পশুসম্পদ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
স্বাস্থ্য	ধামইরহাট উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ও ২০টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। এগুলো ধামইরহাট উপজেলার মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।	দুর্যোগের ফলে ধামইরহাট উপজেলায় রোগব্যাধি বৃদ্ধি পায়, এজন্য স্বাস্থ্যসেবার আরো আধুনিকায়ন প্রয়োজন যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়।

প্রধান খাতসমুহ	বিস্তারিত বর্ননা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
জীবিকা	ধামইরহাট উপজেলায় ৯০% মানুষ কৃষিকাজে সম্পৃক্ত (দিনমজুর ৫০%, ক্ষুদে কৃষক শ্রেণী ২৫%, মাঝারি কৃষক শ্রেণী ১০%, বড় কৃষক শ্রেণী ৫%)। অন্যান্য খাত গুলো হল- অ-কৃষিজ শ্রম ২.৫২%, শিল্প ০.৮৬%, বাণিজ্য ৮.০১১%, যোগাযোগ ও পরিবহন ২.৯১%, চাকুরি ২.৯৩%, নির্মাণ ০.৬%, ধর্মীয় সেবা ০.০৯%, রেমিটেন্স ০.০৭% এবং অন্যান্য ৩.২৫%। ধামইরহাট উপজেলায় মানুষের জীবিকা ভিন্নরুপ হওয়ায় তাদের অর্থনীতি খুবই সমৃদ্ধশালী। আনুপাতিক হারে এই উপজেলাতে মানুষের অভাব খুবই কম। কারন তারা বেশীরভাগই নির্ভরযোগ্য পেশায় জড়িত। যার ফলে ধামইরহাট উপজেলার মানুষের জীবন জীবিকা বেশ উন্নত।	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব পড়ে। কিন্তু মানুষ যদি বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা গ্রহন করে, তাহলে দুর্যোগকালে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ মোকাবেলা সম্ভব। এবং দুর্যোগ মুহূর্তে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকবে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। বিকল্প জীবিকা ব্যবস্থা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট সমন্বয় সাধন করে।
গাছপালা	ধামইরহাট উপজেলায় আম চাষের জন্য যথেষ্ট সুনাম আছে। এই উপজেলাতে প্রচুর আমবাগান আছে যার ফলে সবুজে ভরা এ অঞ্চলে গাছপালার কোন কমতি নেই। আমগাছ ছাড়াও এখানে প্রচুর আকাশমনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপ্টাস, অর্জুন, আকাশিয়া, বাবলা ও বরই গাছ রয়েছে। ধামইরহাট উপজেলায় সরকারিভাবে ১০ হেক্টর বনায়ন রয়েছে যা ধামইরহাট উপজেলার অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।	ধামইরহাট উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, শৈত্যপ্রবাহ, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ঝড়ের প্রভাবে প্রচুর ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাটসহ প্রচুর অবকাঠামোগত ক্ষতি সাধিত হয়। যা মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। এসব মোকাবেলার জন্য প্রচুর পরিমানে গাছপালার কোন বিকল্প নেই। তাই ধামইরহাট উপজেলায় একটা স্লোগান হওয়া উচিত "প্রচুর পরিমান গাছ লাগান এবং পরিবেশ বাঁচান" যা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে যথেষ্ট ভুমিকা পালন করে।
অবকাঠামো	ধামইরহাট উপজেলায় প্রচুর অবকাঠামোগত সম্পদ রয়েছে যার মধ্যে ১০টি (১৫৮ হেক্টর) বাঁধ, ৪৫৯ টি ব্রীজ ও কালভার্ট রয়েছে। এছাড়া উপজেলা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্যপথ মিলিয়ে সর্বমোট ৯৩২.১৭ কি.মি. রাস্তা, সেচের জন্য বর্তমানে ৩৫৮ টি গভীর নলকূপসহ মোট ১১৬৩০টি নলকুপ রয়েছে। এছাড়া **২৪**টি বাজার ও ৬টি হাট রয়েছে যা উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এই অবকাঠামোগত সম্পদগুলো ধামইরহাট উপজেলার উন্নয়নমূলক কাজ তথা অর্থনীতিতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে।	ধামইরহাট উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, শিলাবৃষ্টি হলে অবকাঠামোগত সম্পদগুলো দুর্যোগকালে বিভিন্নভাবে কাজে লাগে যেমন- বাঁধ নদীভাঙ্গনের হাত থেকে উপজেলাকে রক্ষা করে। কালভার্টগুলো বন্যা, অতিবৃষ্টি হলে যোগাযোগের কাজে ব্যবহার হয়। এটা কৃষির অনেক উপকার করে। নলকূপগুলো খরা মৌসুমসহ অন্য সময়ে পানি সেচের কাজে ব্যবহার করে প্রচুর কৃষিসম্পদ অর্জিত হয়ে থাকে। রাস্তাঘাট বিভিন্ন জেলা/ উপজেলার সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক উন্নয়ন করে। দুর্যোগের সময় হাটবাজার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য অবকাঠামোগত সম্পদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। তাই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য অবকাঠামোগত সম্পদকে যথেষ্ট শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নাই।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ধামুইরহাট,২০১৪

২.৭ সামাজিক মানচিত্র

ধামুইরহাট উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ধামুইরহাট উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং ধামুইরহাট উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় ধামুইরহাট উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাট-বাজার, নদী-খাল, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থা দেখানো হয়েছে।

২.৮ দুর্যোগ এবং ঝুঁকি মানচিত্র

ধামুইরহাট উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনসাধারনের সাথে বসে ধামুইরহাট উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার

আপদসমূহ চিহ্নিত করে ধামুইরহাট উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। ধামুইরহাট উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির বন্ধুরতা, ভূমির ব্যবহার, নদীর গতিপথ প্রভৃতি বিষয়গুলোও বিবেচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে উপজেলার সার্বিক অবস্থাও দেখানো হয়েছে।

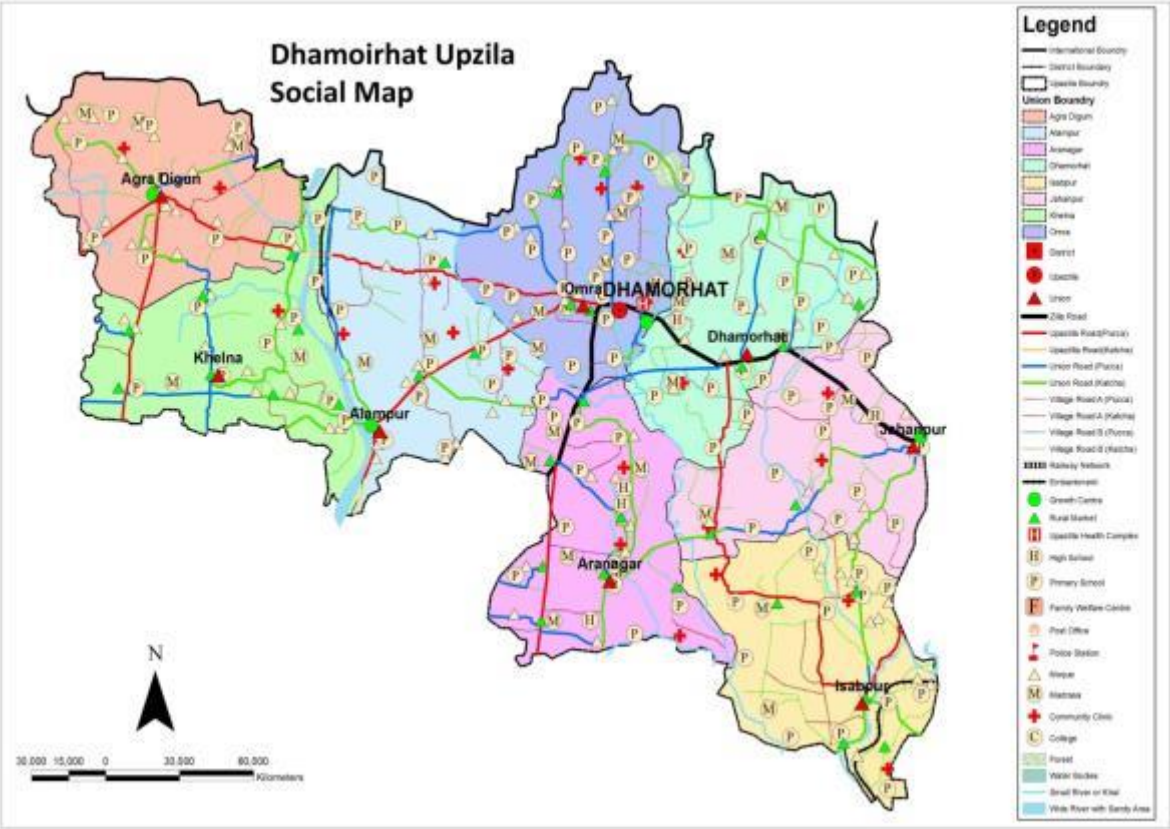
Dhamoirhat Upzila
Social Map
Legend
Agra Digun
Khelna
Alampur
Omra
DHAMORHAT
Dhamorhat
Jahanpur
Aranagar
Isabpur
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers

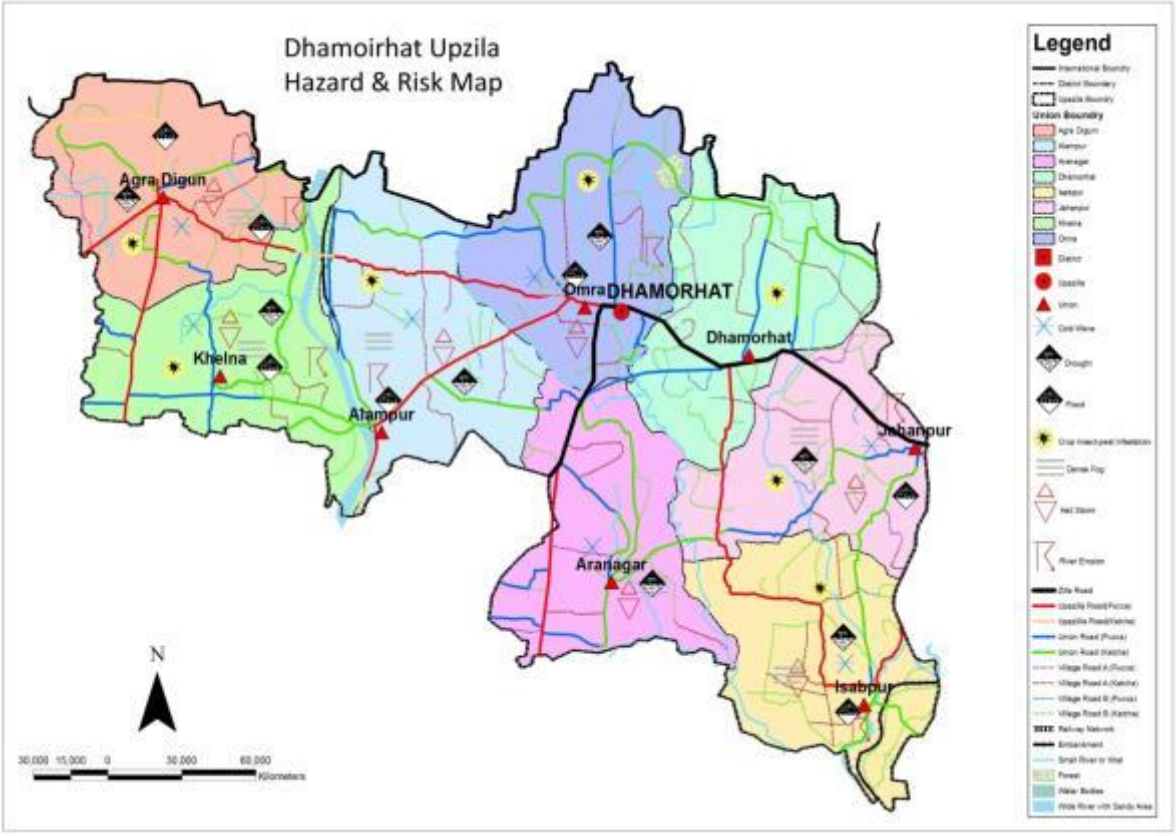
Dhamoirhat Upzila
Hazard & Risk Map
Legend
Agra Digun
Khelna
Alampur
Omra
DHAMORHAT
Dhamorhat
Jahanpur
Aranagar
Isabpur
N
30,000 15,000 0 30,000 60,000
Kilometers

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

ধামুইরহাট উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখ, জৈষ্ঠ মাসে প্রখঢ় রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায়, অধিকাংশ টিউবয়েলে পানি থাকে না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে থাকে তাই শুধু গভীর নলকূপ ছাড়া পানি উত্তলন সম্ভব নয়। এছাড়া ধামুইরহাট উপজেলার ভেতর দিয়ে ১টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা পাহাড়ী ঢল নামলে নদী সংলগ্ন এলাকা ও জনসাধারন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন সময় বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ঘনকুয়াশা ও শৈত প্রবাহের প্রকপ থাকে তাতে করে রবি শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি

আপদসমূহ	মৌসুম												
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র	
বন্যা													
খরা													
নদীভাঙ্গান													
শৈত্যপ্রবাহ													
ঘনকুয়াশা													
শিলাবৃষ্টি													

বেশি | মাঝারি | কম

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

আপদের দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সি.আর.এ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

বন্যাঃ মূলত নদীভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। ধামুইরহাট উপজেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

খরাঃ এই এলাকার প্রধান আপদ হল খরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খরার উপস্থিতি দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত খরা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুন মাসের শেষের দিকে খরার প্রভাব মধ্যম পর্যায়ে থাকলেও বছরের বাকি সময় এর মাত্রা কিছুটা কম থাকে।খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুঁকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট।

নদীভাঙ্গানঃ ধামুইরহাট উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গানে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গান প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গান প্রকট আকার ধারন করে।

শৈতপ্রবাহ: ধামুইরহাট উপজেলায় প্রতি বছর শীত মৌসুমে ব্যাপক শৈত্যপ্রবাহ হয়। এ উপজেলাটি ছোট যমুনা নদীর ধারে থাকায় শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে প্রচুর শৈত্যপ্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ফলে আমের মুকুল, লিচুর মুকুল ও মসূরসহ বিভিন্ন ফসল ও জনজীবনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

ঘনকুয়াশা: জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে ধামইরহাট উপজেলাসহ পাশবর্তী এলাকায় বিগত এক দশকে ঘনকুয়াশার প্রকোপ লক্ষ্যণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারনত অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে ঘনকুয়াশার বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে কৃষিজ ফসলরন ক্ষতি, স্বাস্থ্যহানি, সড়ক দুর্ঘটনা বৃদ্ধিসহ জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভয়াবহ প্রভাব ফেলছে।

শিলাবৃষ্টি: ধামইরহাট উপজেলাবাসীর মতে, এ এলাকার বৃষ্টিপাতের ধারার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে শিলাবৃষ্টির অতিবৃদ্ধি ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয় যার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

২জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ১০.

কৃষি প্রধান জীবিকা হলেও এ উপজেলায় কয়েকটি ছোট বড় বিল থাকায় মৎস্যজীবী **ও রয়েছে। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমুজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষিপন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল:**

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
আম চাষি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন/ ভ্যান চালক												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির কাজ												

বেশি		মাঝারি		কম	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ১১.

পূর্বে আলোচিত আপদ ,বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে /মৎস্যজীবীদিনমজুর ও ব্যবসায়ী , :সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল

টেবিল ২জীবন ও জীবিকি সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা :৮.

ক্র: নং	জীবিকাসমূহ	আপদ/ দুর্যোগ সমূহ						
		পানিরনিম্নস্তর	বন্যা	নদীভাঙ্গন	খরা	কালবৈশাখী	অনাবৃষ্টি	শৈত্যপ্রবাহ
০১	কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
০২	মৎস্য	☑	☑	☑	☑		☑	☑
০৩	দিনমজুর	☑	☑		☑	☑		☑
০৪	ব্যবসায়ী	☑	☑			☑		☑

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ১২.ঝুঁকির বর্ননা

ধামুইরহাট উপজেলার বিপদাপন্ন খাতসমূহ হল ফসল, গাছপালা, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ কালভার্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র। উপরে আলোচিত আপদসমূহের কারনে খাতগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রতিটি ইউনিয়নের আপদসমূহ চিহ্নিতকরণও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকাসমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুইজন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬জন করে মোট ২৪জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণ যোগ্য ঝুঁকিসমূহের উপর ভোটা ভুটির মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তিরক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণসহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেক হোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে। ধামুইরহাট উপজেলার বিপদাপন্ন খাতগুলি চিহ্নিতকরে নিম্ন টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি

আপদ	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	ব্রীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
খরা	☑	☑	☑	☑					☑	
নদীভাঙ্গন	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑		
শৈত্যপ্রবাহ	☑	☑	☑	☑					☑	
ঘনকুয়াশা	☑	☑	☑	☑					☑	
শিলাবৃষ্টি	☑	☑		☑					☑	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২সম্ভাব্য প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার ১৩.

কোন স্থানের বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার বেশী সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ু মণ্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা মেঘের পরিমান ও প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়,

ভূপৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হল:

টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব

খাতসমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৫৬১ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গানের কারণে ২৮ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৬৬০০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ধামইরহাট উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ শিলাবৃষ্টির আক্রমণে ১৮২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১২৬৮০ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে ধামইরহাট উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ১১৯২৫ হেক্টর জমির রবিশষ্য নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	ধামইরহাট উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ২৭৫০ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২৫৮২ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গানের কারণে ৬টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানির আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে ধামইরহাট উপজেলায় প্রায় ৬৫%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। খরার কারণে চর্মরোগ ছাড়াও বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গান, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে ধামইরহাট উপজেলার ৪৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে ধামইরহাট উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং বিশেষত আরানগর ও উমার ইউনিয়নে ভূ-গর্ভস্ত পানির নিম্নস্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২০৮৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

খাতসমূহ	বর্ননা
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ৪২% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩৪৯.০৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৮৯ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ৩২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ধামুইরহাট,২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩. ১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহনেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন এ তিন উপাদানের -সম্পদ এবং পরিবেশ ,ধামুইরহাট উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয় , আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি। ধামুইরহাট উপজেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল :

টেবিল ৩ঝুঁকির কারণ :১.

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	**মাধ্যমিক**	চূড়ান্ত
ধামইরহাট উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ২২৫৬১ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৩৮৯৫ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়া ২. উজানের ঢল নামা	১. নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া ২. প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকা	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
ধামইরহাট উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ২২৫৬১ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৩৮৯৫ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পর্যাপ্ত সেচব্যবস্থা না থাকা	১. গভীর নলকুপের স্বল্পতা ২. বৃক্ষনিধন ও পর্যাপ্ত বৃক্ষ না থাকা ৩. পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া	১. প্রয়োজনীয় খালসংস্কার না করা ২. ছোট যমুনা নদী ভরাট হওয়া
ধামইরহাট উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২৮ বর্গ কিলোমিটার আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানির প্রবল চাপ ২. শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	১. নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব ২. নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
ধামইরহাট উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১২৬৮০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১২৪৪৭টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	১.উত্তর পশ্চিম দিকের প্রবাহিত বাতাস	১. জলবায়ু পরিববর্তন ২. শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	১. গাছপালা নিধন করা ২. পরিবেশ দূষণ করা
ধামইরহাট উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে আমবাগানসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ১১৯২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো ২. জনসচেতনতার অভাব	১. কৃষি প্রশিক্ষণের অভাব ২. সময়পোযোগী কীটনাশক ব্যবহার সর্ম্পকে সচেতন না থাকা	১.সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাই-নাশকের সরবরাহ না থাকা ২.জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতন না করা

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
ধামইরহাট উপজেলায় শিলাবৃষ্টির কারণে ১৮২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	---	---	---
নদীভাঙ্গানের কারণে প্রায় ৮৯ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ৩২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।	১. পানির প্রবল চাপ ২. শ্রাবণ মাসের প্রবল বৃষ্টিপাত	১. নদীর কম গভীরতা	১. নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব ২. নদীর বাঁধ তদারকি বাস্থবায়ন কমিটির অভাব
ধামইরহাট উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ২৭৫০ টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ১৪৮ মে: টন উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানি সেচের ব্যবস্থা না থাকা	১. পুকুরের কম গভীরতা	১.জাতীয় পর্যায়ে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া
ধামইরহাট উপজেলায় বন্যার কারণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ২৮৯২৪টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও আশ্রয়হীন হতে পারে	১. উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপ	১. নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা ২. অপরিকল্পিতভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	১. সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
ধামইরহাট উপজেলায় নদীভাঙ্গানের কারণে ৪২% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ১৫৩০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হওয়া	১.নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	১. নদীর পাড় মজবুত না করা
ধামইরহাট উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে প্রচুরসংখ্যক গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৩৫৩০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আবহাওয়ার পরিববর্তন ২. শীত ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি	১. বড় বড় বৃক্ষনিধনের কারণে	১. বনবিভাগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অভাব
২০০১ সালের মত খরা হলে ধামইরহাট উপজেলায় প্রায় ৬৫%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। খরার কারণে চর্মরোগ ছাড়াও বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।	১. জনসচেতনতার অভাব	১. চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বল্পতা	১.স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ধামুইরহাট,২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

ধামুইরহাট উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায় খুঁজে বের করা যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ধামইরহাট উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ২২৫৬১ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৩৮৯৫ টি চাষী পরিবারের ১৪৬৪২৯ জন লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. সেচের ব্যবস্থা করা	১. পর্যাপ্ত গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা ২. বৃক্ষ নিধন না করা ও পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা	১. খাল সংস্কার করা ২. বারনই নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা
ধামইরহাট উপজেলায় হঠাৎ বন্যার কারণে ২২৫৬১ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩৩৮৯৫ টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. বাঁধ তদারকি করা	১. নদী ড্রেজিং করা ২. নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া	১. সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া
ধামইরহাট উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ২৮ বর্গ কিলোমিটার আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	১. নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা ২. বাঁধের ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা ৩. বাজেট বরাদ্দ করা
ধামইরহাট উপজেলায় ঘনকুয়াশার কারণে আমবাগানসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ১১৯২৫ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আগাম বার্তা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ২. জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	১. সময়োপযোগী বালাইনাশক ব্যবহার করা ২. কৃষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	১. সরকারিভাবে পর্যাপ্ত বালাইনাশক সরবরাহের ব্যবস্থা করা ২. জাতীয় পর্যায় থেকে ঘনকুয়াশা সম্পর্কে সচেতনের ব্যবস্থা করা
ধামইরহাট উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১২৬৮০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ১২৪৪৭টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে	১. শৈত্যপ্রবাহের পূর্বাভাস দেখা দিলে ফসল রক্ষণা বেক্ষণের ব্যবস্থা করা	১. জনগণকে শৈত্যপ্রবাহ সম্বন্ধে সচেতন করা	১. বন বিভাগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপণ করা যাতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে
নদীভাঙ্গনের কারণে প্রায় ৮৯ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ৩২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।	১. টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	১. নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা ২. বাঁধের ব্যবস্থা করা	১. নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা ২. বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়া
ধামইরহাট উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ২৭৫০ টি পুকুরের পানি শুকিয়ে বিভিন্ন রোগে মাছ আক্রান্ত হয়ে ১৪৮ মে: টন উৎপাদন ব্যাহত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. পানি সেচের ব্যবস্থা করা	১. পুকুরের নাব্যতা বৃদ্ধি করার জন্য মৎস্য চাষীদেরকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা	১. জাতীয় পর্যায় থেকে পুকুর সংস্কারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া
ধামইরহাট উপজেলায় বন্যার কারণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ২৮৯২৪টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ও	১. বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	১. উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	১.সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
আশ্রয়হীন হতে পারে			
ধামইরহাট উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৪২% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে ১৫৩০০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে	১. নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	১. ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	১. সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা
ধামইরহাট উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে প্রচুরসংখ্যক গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৩৫৩০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. গবাদীপশুর প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া	১. গবাদিপশু পালনকারীদের শৈত্যপ্রবাহ সম্মন্ধে সচেতন করা	১. সরকারি নীতিমালার মাধ্যমে পশু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা
ধামইরহাট উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে প্রায় ৬৫%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। খরার কারণে চর্মরোগ ছাড়াও বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।	১. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	১. চিকিৎসাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	১. স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা।
ধামইরহাট উপজেলায় শৈত্যপ্রবাহের কারণে প্রচুরসংখ্যক গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়ে ৩৫৩০টি পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে	১. আবহাওয়া বার্তা রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে পৌঁছানো	১. সর্তকর্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা ২. জনসচেতনতা সৃষ্টি করা	১. গবাদীপশু সংরক্ষণের জন্য বাসস্থান তৈরীর নীতিমালা ও বাজেট গ্রহণ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ধামুইরহাট,২০১৪

৩ ৩.এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ধামুইরহাট উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেড়ে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০১	সিসিডিবি	সংস্থা কর্তৃক শিক্ষা বৃত্তি, চিকিৎসা সেবা, বৃক্ষ রোপন এবং আর্সেনিক পরীক্ষা করাসহ বিভিন্ন জনসচেতনতা- মূলক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে	৩৩০০-৩৫০০	৪০০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০২	কেয়ার	“সূর্যের হাসি ক্লিনিক” এর মাধ্যমে সমগ্র ধামইরহাট উপজেলায় নিয়মিত মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সহায়তা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপর কাজ করে থাকে	৩২০০-৪০০০	--	চলমান
০৩	প্রশিকা	ঋণপ্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র্য কৃষি ও মৎস্য চাষীদেরকে সহায়তা করে থাকে	১৭০০-১৯০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান

ক্রমিক নং	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
০৪	আশা	ঋণদান বৃক্ষ রোপন, চাকিৎসা সেবা, শিক্ষা ঋণ, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ করে থাকে	২৮০০-৩০০০	৩৫০০-৪৫০০ টাকা	চলমান
০৫	ঠ্যাঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (TMSS)	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এবং কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে	২৫০০-২৭০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০৬	উজ্জীবন	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে	১৭০০-১৯০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০৭	গ্রামীন ব্যাংক	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, স্যানিটেশন, ছাগল পালন, সেলাই প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে	২৪০০-২৬০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
০৮	আশ্রয়	স্যানিটেশন, বাল্যবিবাহ রোধ, যৌতুককে না বলা	১৬০০-১৮০০	৫০০০-৬০০০ টাকা	চলমান
০৯	ব্র্যাক	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	৩০০০-৩২০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১০	ওয়ার্ল্ড ভিশন	সামাজিক, উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম	১৮০০-২০০০	৪৫০০-৫০০০ টাকা	চলমান
১১	পল্লী শ্রী	ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	২৬০০-২৮০০	৩০০০-৪০০০ টাকা	চলমান

তথ্য সুত্র: উপজেলা পরিষদ, ধামুইরহাট,২০১৪

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূবর্ প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
১.	নদী ড্রেজিং করা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	আলমপুর ও রসপুরে	মাঘ-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১০০				কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
২	নদীর ধারে বাঁধ নির্মাণ করা	১২ কি.মি.	১০-১২ কোটি টাকা	খেলনা, আলমপুর ও রসপুরে	ফাল্গুন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১	২৫	২৫	
৩	গভীর নলকূপ স্থাপন ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ করা	মোট ৩০টি, গভীরতা ২২০ ফুট থেকে ২৫০ ফুট	৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা	৮টি ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৬০	২	১০	২৮	
৪	কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক সর্বমোট ৬৫টি প্রশিক্ষণ	২-৩ লক্ষ টাকা	উপজেলা কৃষি অফিস	অগ্রহায়ণ-মাঘ পর্যন্ত	৪০	৫	১৫	৪০	
৫	জাতীয় পর্যায় থেকে আবহাওয়া বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা	৫-৬ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	২০	১	৬০	২০	
৬	দুর্যোগ সময়ে বার্তার ব্যাখ্যার সাথে জনগণকে অভ্যস্থ করার ব্যবস্থা করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ২০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ	৩০-৩৫ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	১৫	০৫	২০	৬০	
৭	পুকুর খননের মাধ্যমে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা (সরকারী	গভীরতা ২০ফুট করতে হবে, আছে ১০ ফুট	৫০-৬০ লক্ষ টাকা	প্রতিটি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে	চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত	১৯	০১	৭০	১০	

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এন.জি.ও %	
	পুকুরসহ)									
৮	প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	প্রতিবন্ধীদের পরনির্ভরতা হ্রাস করা	১৫-২০ লক্ষ টাকা	ধামইরহাট উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে	বছরের যে কোন সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
৯	সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা	ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০ সদস্য বিশিষ্ট দল গঠন করে ৩দিনের প্রশিক্ষণ	২০-২৫ লক্ষ টাকা	প্রতটি ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ডে	মাঘ-ফাল্গুন মাস পর্যন্ত	৩৫	৫	২৫	৩৫	

তথ্য সুত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট,২০১৪

৩দুর্যোগ কালীন ২.৪. প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	জানমাল নিরাপদ স্থানে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও
২	মা, শিশু, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধদের তাৎক্ষণিক নিরাপদে নেওয়া	ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	১০	২০	৪০	৩০	
৩	তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা	তাৎক্ষণিক জীবন রক্ষা	৭-৮ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	৩৯	১	২০	৪০	
৪	শুকনা খাবার ও নিরাপদ	জীবন ধারন ও রোগমুক্ত	১০-১২ লক্ষ	দুর্যোগ কবলিত	দুর্যোগ কালীন	৩০	১	২৯	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
	পানি বিতরন	রাখা	টাকা	এলাকায়	সময়					জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৫	ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা	জীবন ও জানমাল রক্ষা	৮-১০ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২০	১	১৯	৬০	
৬	নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা	স্বাস্থ্য জনিত সমস্যা সমাধান	৩-৪ লক্ষ টাকা	দুর্যোগ কবলিত এলাকায়	দুর্যোগ কালীন সময়	২৫	৫	৩০	৪০	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট,২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন%	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা, রোগ বালাই কমানো এবং জনজীবনে দুর্ভোগ কমানো	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৫	১৫	৫০	২০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি
২	রাস্তা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত ফসল এবং জরুরী উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে যোগাযোগ ব্যবস্তা সচল থাকবে ও আইন শৃঙ্গালার উন্নতি ঘটবে	২৫-৩০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৪০		৫	৫৫	

৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জীবন রক্ষা পাবে এবং শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে	৬০-৭০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	১৯	০১	৭০	১০	কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৪	সেচ পাম্পের ব্যবস্থা	জলবদ্ধতা থেকে ফসল রক্ষা করা এবং খাদ্য সংকট দূর করা	৬-৭ লক্ষ টাকা	প্লাবিত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৩৫	৫	২৫	৩৫	
৫	আবাসনের ব্যবস্থাকরন	বন্যা পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের বসবাস নিশ্চিত করা	৭০-৮০ লক্ষ টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী সময়	৫৫	৫	২০	২০	
৬	ত্রাণ সামগ্রী প্রদান	স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা	৮-১০ কোটি টাকা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়	দুর্যোগ পরবর্তী	৩৫	১	৯	৫৫	

তথ্য সুত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট,২০১৪

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ে প্রস্তুতি

টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতির কার্যক্রম, লক্ষমাত্রা, বাজেট, বাস্তবায়ন ও সমন্বয়

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
১	বাঁধ তৈরি করা	বন্যা থেকে ফসল রক্ষা করা, অর্থ সংকট দূর করা	৫-৬ কোটি টাকা	আলমপুর থেকে রোসপুর হাট পর্যন্ত	মাঘ- বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৩৫	১৫	২৫	২৫	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো
২	আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা	বন্যা ও ঝড়ে জীবন রক্ষা করা	৯-১০ কোটি টাকা	খেলনা, জাহানপুর, আগ্রাদ্বীগুন ও আলমপুরে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪৫	১০	১০	৩৫	
৩	গভীর নলকূপ	খরা মৌসুমে পর্যাপ্ত পানি	৩-৪ কোটি	৮টি ইউনিয়ন ও একটি	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	৪০	১০	১০	৪০	

ক্র: নং	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন %	কমিউনিটি %	ইউপি %	এনজিও %	
	স্থাপন	সরবরাহ	টাকা	পৌরসভায়						সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৪	বেশি করে গাছ লাগানো	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা	৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায়	আষাঢ়-আশ্বিন মাস পর্যন্ত	২০	১০	৫০	২০	
৫	ঘরবাড়ি মজবুত করা	বন্যা, কালবৈশাখী ও ঝড়ে জানমাল রক্ষা করা	১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা	খেলনা, জাহানপুর, আগ্রাদ্বীগুন ও আলমপুরে	আশ্বিন-বৈশাখ মাস পর্যন্ত	১৫	৩০	১০	৪৫	
৬	সচেতনতা বৃদ্ধি করা	প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা	২৫-৩০ লক্ষ টাকা	৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায়	১২ মাস	১৯	২০	২০	৪০	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট,২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC)

যেকোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যেকোনো সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্নয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষণ, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

ক্রমিকনং	নাম	পদবী	মোবাইলনম্বর
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপজেলা চেয়াম্যান	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫
৪	মোঃ ফারুক আহমেদ	মহিলা বিষয়ক অফিসার	০১৭১২ ৯৫৯ ৫৮২
৫	শ্রী তাপস রায়	সমাজসেবা অফিসার	০১৭৩১ ৫২১ ৪৩৭
৬	ড. মোঃ জামাল উদ্দীন	কৃষি অফিসার	০১৭১২ ২৭২ ৮৫৯

(তথ্য সূত্রঃ উপজেলা পরিষদ, ধামইরহাট, নওগাঁ)

৪ ১.১.জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দূর্যোগ সংঠিত হওয়ার পর পরই জেলা/উপজেলা কার্যালয় জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

- জেলা/উপজেলা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।

- বিভাগ/জেলা সদরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্ট্রার থাকবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীণ সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি জেলা/উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্তাদি চিহ্নিত থাকবে। দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।

- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১.	সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে দুই জন পুরুষ ও একজন মহিলার নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২.	সতর্কবার্তা প্রচার করা	প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চিত করবেন	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারকালীন সময় থেকে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৩.	নৌকা/গাড়ি/ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান মজুত থাকবে	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচারের পর	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪.	উদ্ধার কাজ	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে উদ্ধার কাজের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও জন শক্তি প্রস্তুত করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় প্রশাসন	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫.	প্রাথমিক চিকিৎসা/ স্বাস্থ্য/মৃত ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগের সঠিক ক্ষয়-ক্ষতির নিরুপন করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা/ ঔষধ/ স্যালাইন/ স্বাস্থ্য/ মৃত ব্যবস্থা করা	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৬.	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার তাৎক্ষণিক পরে	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল, স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭.	গবাদী পশুর	প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করতে হবে	দুর্যোগ ঘটে যাওয়ার	স্থানীয়	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা	জরুরী কন্ট্রোল	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রঃ নং	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
	চিকিৎসা/টিকা		তাৎক্ষণিক পরে	সরকার	প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	রুমের মাধ্যমে	
৮.	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	দুর্যোগ পূর্ববর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯.	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	ইউপি চেয়ারম্যান	সেচ্ছাসেবক দল	জরুরী কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১০.	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহতভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	প্রতি বছর এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে	ইউপি	গ্রামবাসীর অংশগ্রহনে সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি
১১.	জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা	দুর্যোগ সংঘটিত হবার পর পরই জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে যেখানে অন্তত ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক সার্বক্ষণিকভাবে EOC এর সার্বিক দায়িত্বে থাকবে	দুর্যোগ পরবর্তী ও দুর্যোগ কালীন সময়	স্থানীয় সরকার	সেচ্ছাসেবক দল	ইউপি	ইউপি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন
- অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- জেলা/উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন

- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন

৪.২.৯ শুকনো খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রানসামগ্রী পরিবহন ও ত্রানকর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- ঘূর্ণিঝড়/ বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই জেলা/ উপজেলা /ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/ নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল,কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

টেবিল ৪.৩:উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
স্কুল কাম শেল্টার	--	--	--	--
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	**উপজেলা পরিষদ**	**ধামইরহাট সদর**	**১১০০-১২০০ জন**	
ইউপি ভবন	**আগ্রাদ্বীগুন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন**	**আগ্রাদ্বীগুন**	**১৫০-২০০ জন**	
	আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**আলমপুর**	**১৫০-২০০ জন**	
	আরানগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**আরানগর**	**১৫০-২০০ জন**	
	ধামইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**ধামইরহাট**	**১৫০-২০০ জন**	
	ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**ইসবপুর**	**১৫০-২০০ জন**	
	জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**জাহানপুর**	**১৫০-২০০ জন**	
	খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**খেলনা**	**১৫০-২০০ জন**	
	উমার ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**উমার**	**১৫০-২০০ জন**	
উঁচু রাস্তা	**মাইগঞ্জ বাজার থেকে সালিগ্রাম পর্যন্ত**	**খেলনা ও আলমপুর ইউনিয়নে**	**৩২০০-৩৫০০ জন**	
বাঁধ	**মাইগঞ্জ বাজার থেকে সালিগ্রাম পর্যন্ত**	**খেলনা ও আলমপুর ইউনিয়নে**	**৩২০০-৩৫০০ জন**	

তথ্য সূত্রঃ সকল ইউনিয়ন পরিষদ, এফজিডি, কমিউনিটি মিটিং ,২০১৪

৪ ৪.আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেনঃ

- দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো
- দুর্যোগের সময় গবাদী পশুর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেনঃ

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কি কি লক্ষ রাখতে হবে

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁবু/ পলিথিন/ ওআরএস/ ফিটকিরি/ কিছু জরুরী ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফেলাজিল, ইত্যাদি)/ পানি শোধন বড়ি/ ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখা
- খাবার পানি রান্নার ব্যবস্থা রাখা
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা (নারী- পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা
- পরিষ্কার পরিছন্ন রাখা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা
- নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
- আলোর ব্যবস্থা করা
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

টেবিল ৪.৪:উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুল কাম শেল্টার	--	--	--	--
সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান	**উপজেলা পরিষদ**	**ধামুইরহাট সদর**	**১১০০-১২০০ জন**	
	আগ্রাদ্বীগুন ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**আগ্রাদ্বীগুন**	**১৫০-২০০ জন**	
	আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**আলমপুর**	**১৫০-২০০ জন**	
	আরানগর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**আরানগর**	**১৫০-২০০ জন**	
	ধামুইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**ধামুইরহাট**	**১৫০-২০০ জন**	
	ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**ইসবপুর**	**১৫০-২০০ জন**	
	জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**জাহানপুর**	**১৫০-২০০ জন**	
	খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**খেলনা**	**১৫০-২০০ জন**	
	উমার ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	**উমার**	**১৫০-২০০ জন**	
উঁচু রাস্তা	**মাইগঞ্জ বাজার থেকে সালিগ্রাম পর্যন্ত**	**খেলনা ও আলমপুর ইউনিয়নে**	**৩২০০-৩৫০০ জন**	
বাঁধ	**মাইগঞ্জ বাজার থেকে সালিগ্রাম পর্যন্ত**	**খেলনা ও আলমপুর ইউনিয়নে**	**৩২০০-৩৫০০ জন**	

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

- আশ্রিত মানুষের রেজিস্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও স্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিক মত ফেরত দেওয়া
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নিদিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছা-সেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- গর্ভবতী নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।

✓ গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

✓ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

৪উপজেলার ৫. সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	--	--	--
গোডাউন	৩	ধামইর হাট-মজিবুর রহমান,	--

অবকাঠামো/ সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
		রাঙ্গামাটি-সৈয়দ আব্দুল হান্নান ও আগ্রাদ্বীগুন-আতিকুল ইসলাম	
গাড়ি	২	উপজেলা পরিষদ	উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যান

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

৪অর্থায়ন ৬.

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন যা পূর্বে পুরোপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসতবাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর (ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ
    - খাস পুকুর ইজারা বাবদ
    - খোয়াড় ইজারা বাবদ
- মটরযান ব্যাতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

- উন্নয়ন খাত
    - কৃষি
    - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
    - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
    - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
    - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
    - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
    - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৭.

১পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি .

২পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি .

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা লেখা ও উপস্থাপন কমিটি

১. চেয়ারম্যান
২. সচিব
৩. এনজিও প্রতিনিধি
৪. সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬:পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপদেষ্টা	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সভাপতি	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	তন্ময়	এনজিও প্রতিনিধি (ওয়ার্ড ভিশন)	০১৭৩০ ৩২০৮৪৬
৪	ড. মোঃ জামাল উদ্দীন	**সদস্য**	০১৭১২ ২৭২ ৮৫৯
৫	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

কমিটির কাজ

- **খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ**
- **বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া**
- **দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া**

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

১. **চেয়ারম্যান**
২. **সচিব**
৩. মহিলা সদস্য
৪. সরকারী প্রতিনিধি
৫. **এনজিও প্রতিনিধি**
৬. **সদস্য ২ জন (সাধারন কমিটি থেকে)**

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৭:সাত সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপদেষ্টা	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সভাপতি	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	মোঃ ফারুক আহমেদ	মহিলা সদস্য	০১৭১২ ৯৫৯ ৫৮২
৪	ড. মোঃ জামাল উদ্দীন	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১২ ২৭২ ৮৫৯
৫	তন্ময়	এনজিও প্রতিনিধি (ওয়ার্ড ভিশন)	০১৭৩০ ৩২০৮৪৬
৬	শ্রী তাপস রায়	**সদস্য**	০১৭৩১ ৫২১ ৪৩৭
৭	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

কমিটির কাজ

প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।

প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

পঞ্চমঅধ্যায়

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাত	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২২৫৬১ হেক্টর আবাদী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ও উপজেলার বিপুলসংখ্যক মানুষ বিপদাপন্ন হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গানের কারণে ২৮ বর্গ কিলোমিটার জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১৬৬০০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ধামইরহাট উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ শিলাবৃষ্টির আক্রমণে ১৮২৩০ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়ে অনেক পরিবারের অসংখ্য মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। শৈত্যপ্রবাহের কারণে ১২৬৮০ হেক্টর ফসলী জমির ফসল নষ্ট হতে পারে যার ফলে ধামইরহাট উপজেলায় খাদ্যসংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে আমসহ (মুকুল ঝড়ে যাওয়ার কারণে) অন্যান্য ফলের বাগান এবং ১১৯২৫ হেক্টর জমির রবিশষ্য নষ্ট হতে পারে।
মৎস্য	ধামইরহাট উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ২৭৫০ টি মাছচাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২৫৮২ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রচুর পরিমানে গাছপালা ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গানের কারণে ৬টি ইউনিয়নে প্রচুর পরিমানে গাছপালা নদীতে বিলীন হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য ব্যাহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	ধামইরহাট উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানির আশংকা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে ধামইরহাট উপজেলায় প্রায় ৬৫%জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। খরার কারণে চর্মরোগ ছাড়াও বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গান, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্তসহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে ধামইরহাট উপজেলার ৪৮% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে ধামইরহাট উপজেলার অর্থনীতিতে ভয়াবহতা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ধামইরহাট উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন প্রচন্ড খরা এবং বিশেষত আরানগর ও উমার ইউনিয়নে ভূ-গর্ভস্ত পানির নিম্নস্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ২০৮৬২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, অসংখ্য পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্মরোগসহ বিভিন্ন রোগের ভয়াবহতা ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কৃষিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ ও পশুসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ৪২% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ৮০% কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে বিপুলসংখ্যক লোক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৩৪৯.০৫ কিলোমিটার রাস্তার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ৬টি ইউনিয়নে নদীভাঙ্গানের কারণে প্রায় ৮৯ কিলোমিটার রাস্তা, স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ৩২% কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবারের লোকজন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপদেষ্টা	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সভাপতি	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
৫	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
৬	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
৭	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
৮	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
৯	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
১০	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
১১	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপদেষ্টা	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সভাপতি	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
৫	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
৬	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
৭	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
৮	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
৯	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
১০	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
১১	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপদেষ্টা	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সভাপতি	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
৫	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
৬	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
৭	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
৮	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
৯	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
১০	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
১১	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপদেষ্টা	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	সভাপতি	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
৪	মোঃ আব্দুল মান্নান	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
৫	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
৬	মোঃ হেলাল হোসেন	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
৭	মোঃ শাহজাহান আলী	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
৮	মোঃ ওসমান আলী	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
৯	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
১০	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
১১	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	সদস্য সচিব	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫

তথ্য সূত্র: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ধামুইরহাট, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা৫টিভির মাধ্যমে /প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত) "ছক"চেক লিস্টপরীক্ষা করে (দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রঃ নং	বিষয়	হ্যাঁ/না
১.	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	হ্যাঁ
২.	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	হ্যাঁ
৩.	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৪.	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৫.	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	হ্যাঁ
৬.	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	হ্যাঁ
৭.	অন্যান্য	

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক নং	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	✓
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	✓
৩	১ থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	✓
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	✓
৬	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	✓
৭	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	
৮	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	✓
৯	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	
১০	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	✓
১১	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
১২	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	✓
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	✓
১৫	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	
১৭	কমপক্ষে২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	✓

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্র:নং	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মোঃ দেলদার হোসেন	উপজেলা চেয়ারম্যান	সভাপতি	০১৯১৬ ৪৪৬৫০১
২	মোঃ হেমায়েত উদ্দীন	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য	০১৮২৭ ১১১ ৮৮৮
৩	ফারহাদিবা	ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৩ ৭৭২ ৭৭৫
৪	জহুরুল ইসলাম দুলাল	ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৩ ৭১৯ ৬৪০
৫	ড. মোঃ জামাল উদ্দীন	কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ২৭২ ৮৫৯
৬	মোঃ নাদিরুজ্জামান	শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৩ ৬২২ ১৮৬
৭	মোঃ মোকসেদ আলী প্রামানিক	মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭৩১ ০৪৮ ৩৭০
৮	শ্রী তাপস রায়	সমাজসেবা অফিসার	সদস্য	০১৭৩১ ৫২১ ৪৩৭
৯	মোঃ আব্দুল রশিদ	সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৭৩৭ ৩৭০ ১৯৪
১০	মোঃ মোকলেসুর রহমান	যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ৩৮৯ ২৯৪
১১		মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	
১২	অমিত্র শেখর দেবনাথ	খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ১৯২ ৫১৬
১৩	জিল্লুর রহমান	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসার	সদস্য	০১৭৪০ ৬০২ ৭৯২
১৪	নজরুল ইসলাম	পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭২০ ৪১৩ ৮১৯
১৫	মোঃ হাবিবুল আহসান	বিআরডিবি অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৯২৩ ৮৫৩
১৬	একরামুল হক	ওসি (ভারপ্রাপ্ত)	সদস্য	০১৭১৩ ৩৭৩ ৮৩৯
১৭	---	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	---
১৮	ডা. মোঃ মোশারফ হোসেন	প্রাণীসম্পদ অফিসার	সদস্য	০১৭১১ ৪৭৮ ৮৯৯
১৯	মোঃ মোজাফ্ফর রহমান	পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৭১১ ৮৬৭
২০	মোঃ ফারুক আহমেদ	মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৯৫৯ ৫৮২
২১	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	হিসাবরক্ষক অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৬৬৩ ৮১১
২২	শফিউজ্জামান	সহকারী উপজেলা শিক্ষা	সদস্য	০১৭১৬ ৫৮০ ২২৫
২৩	মোঃ তারেক হোসেন	সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ৮৪৯ ৯২৪
২৪	মোঃ ওয়াজেদ আলী দেওয়ান	চেয়ারম্যান, ধামইরহাট ইউপি	সদস্য	০১৭১৬ ৯৬৩ ০৬০
২৫	মোঃ আব্দুল মান্নান	চেয়ারম্যান, আগ্রাদ্বিগুন ইউপি	সদস্য	০১৭১২ ৪১৮ ৪৭৭
২৬	মাওলানা মোঃ আতাউর রহমান	চেয়ারম্যান, আলমপুর ইউপি	সদস্য	০১৭২৮ ৭৭২ ৭২৪
২৭	মোঃ হেলাল হোসেন	চেয়ারম্যান, উমার ইউপি	সদস্য	০১৭৪৮ ৬৮৭ ৭৭৩
২৮	মোঃ শাহজাহান আলী	চেয়ারম্যান, আরানগর ইউপি	সদস্য	০১৭১৯ ৮৯৮ ০০৭
২৯	মোঃ ওসমান আলী	চেয়ারম্যান, জাহানপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৫ ৪৬৪ ৭২৬
৩০	মোঃ আবু ওয়াদুদ সামা	চেয়ারম্যান, ইউসুফপুর ইউপি	সদস্য	০১৭১৪ ৫০৫ ১৮৬
৩১	মোঃ আলহীল মাহমুদ চৌধুরী	চেয়ারম্যান, খেলনা ইউপি	সদস্য	০১৭১৯ ০৩৬ ০০০
৩২	মাহফুজুর রহমান (মুকুল)	বিআরডিবি প্রতিনিধি	সদস্য	---
৩৩	মোঃ বাবুল আলম	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭৫৫ ৫৫৭ ৭৩৩
৩৪	আয়নুল হক	সোনালী ব্যাংক, ধামুইরহাট	সদস্য	৫৬০১৪
৩৫	ফরমুদ হোসেন	মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার	সদস্য	০১৭১৫ ৯৭৩ ৬৬৬
৩৬	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	পিআইও	সদস্য সচিব	০১৭২৫ ০৮৫ ২৯৫

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্র:নং	নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ওয়ার্ড নং	প্রশিক্ষন	মোবাইল
১	মোঃ গোলাম মওলা	মোঃ নেছার আলী মন্ডল	৫	নাই	০১৯১৫ ৩৪৩১১৬
২	মোঃ হায়দার আলী	---	৬	নাই	০১৭১৪ ৩১৪৬১৬
৩	মোঃ জাকারিয়া	---	৩	নাই	০১৭২৮ ৩৭৬২৫৬
৪	শ্রী সুরেন চন্দ্র, আলমপুর	শ্রী রামপ্রসাদ	২	নাই	০১৭৩৬ ৭৫৩১৯২
৫	মোঃ সোহরাফ	মোঃ কাদের	৯	নাই	০১৭৪৭ ৮৭২২৯৭
৬	মোঃ আতিয়ার	মোঃ ইজামুদ্দীন	৮	নাই	০১৭৬৭ ৪০০৮২৭
৭	মোঃ নাজমুল হক	আমজাদ হোসেন	৪	নাই	০১৭১৫ ৩৬০৭৩২
৮	শ্রী রামজনম বরিদ	রামপিরিত রবি রায়	১	নাই	০১৭২৬ ৪৩৩৪৫৭
৯	মোসাঃ উম্মে কুলসুম	মোঃ বিলাল হোসেন	সং-১	নাই	০১৭১৩ ৭৮৮৬৯৮
১০	মোঃ কুরমত আলী, আড়ানগর	মোঃ শমসের আলী	২	নাই	০১৭৪৮ ৫৯৬১১৫
১১	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ পবন আলী	১	নাই	০১৭১৪ ৫১৩৮০৮
১২	মোসাঃ তানজিলা	মোঃ হাবু রহমান	সং-১,২,৩	নাই	০১৭৩৬ ৫০১৩৯৮
১৩	মোঃ আব্দুল কাদের, জাহানপুর	আব্দুল গফুর মন্ডল	৪	নাই	০১৭২১ ৮৮৮৮৭৬
১৪	মোঃ আব্দুর রহমান	আব্দুস সাত্তার	৮	নাই	০১৭২৮ ১০৫৫৮৫
১৫	মোসাঃ সুলতানা রাজিয়া(লাভলী)	আব্দুস সালাম	সং-১,২,৩	নাই	০১৭১৮ ৭৩৯৫৬৫
১৬	মোঃ আহসান হাবিব, ইসবপুর	মোঃ নূরুল ইসলাম	২	নাই	০১৭৩৩১০৫১০৩
১৭	মোঃ হাবিবর রহমান	মোঃ সামসুউদ্দীন	৩	নাই	০১৭২৪ ৪২৪৩৯৯
১৮	মোঃ তারা বানু	মোঃ হেলাল উদ্দীন	সং-১,২,৩	নাই	০১৭৩৮ ৭৮৬৯৮২
১৯	মোঃইদ্রিস আলী, খেলনা	মোঃ আজিমউদ্দীন মন্ডল	১	নাই	০১৭৩০ ৯৬২৬৪৯
২০	দীনেশ মাডী	ভোলা মাডী	৪	নাই	০১৭৪৫ ০৫২০১৫
২১	মোসাঃ রোকসনা	মোঃ রশিদুল ইসলাম	সং-১,২,৩	নাই	০১৭৫৬ ৯৭৮২৯১
২২	মোঃ ছানাউল হক, আগ্রাদ্বিগুন	মোঃ আব্দুল আজিজ	১	নাই	০১৭৪৫ ০৭২৬৮৫
২৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	ধনী মোহম্মদ	২	নাই	০১৭৪৪ ৮১৮৭৪৩
২৪	মোসাঃ উম্মে কুলসুম	জাহিদুল ইসলাম	সং-১,২,৩	নাই	০১৭২২ ৭৭৫৮৬৩

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিষদ, ধামুইরহাট, ২০১৪

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

মাটির কিল্লা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
--	--	--	--

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
--	--	--	--

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
ধামইরহাট ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ ওয়াজেদ আলী কবির**	**০১৭১৬ ৯৬৩০৬০**	চেয়ারম্যান
আলমপুর ইউনিয়ন পরিষদ	**জনাব মোঃ আতাউর রহমান**	**০১৭২৮ ৭৭২৭২৪**	চেয়ারম্যান
উমার ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ হেলাল হোসেন**	**০১৭৪৮ ৬৮৭৭৭৩**	চেয়ারম্যান
আড়ানগর ইউনিয়ন পরিষদ	**জনাব মোঃ শাহজাহান আলী কমল**	**০১৭১৯ ৮৯৮০০৭**	চেয়ারম্যান
জাহানপুর ইউনিয়ন পরিষদ	**জনাব মোঃ ওসমান আলী**	**০১৭১৫ ৪৬৪৭২৬**	চেয়ারম্যান
ইসবপুর ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ আবু ওয়াদুদ**	**০১৭১৪ ৫০৫১৮৬**	চেয়ারম্যান
খেলনা ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ আলহিল মাহমুদ**	**০১৭১৯ ০৩৬০০০**	চেয়ারম্যান
আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন পরিষদ	**মোঃ আব্দুল মান্নান**	**০১৭১২ ৪১৮৪৭৭**	চেয়ারম্যান

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিষদ, ধামুইরহাট, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
খেলনা **ইউনিয়ন পরিষদ**	**মোঃ আলহিল মাহমুদ**	**০১৭১৯ ০৩৬০০০**	চেয়ারম্যান

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিষদ, ধামুইরহাট, ২০১৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ মোহাম্মদ আলী,	০১৭১২২৬৯৯৫০	
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ সাজেদুর রহমান,	০১৭১১৫৭৮০৩৩	
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ ফয়সাল ফারস্নক,	০১৭১০২৯২২৫৯	
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডা: মো: হাসান জামিল হেদায়েতুলা,	০১৭১১০১৪০৮৮	
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স,	ডাঃ রতন কুমার সিংহ,	০১৭১১৯৩১০০৮	
ধামইরহাট ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	---	---	
আলমপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	**দিলরুবা রহমান**	---	এফডব্লিউডি
উমার ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	---	---	
আড়ানগর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র			
জাহানপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	**মোঃ নুরুজ্জামান**	**০১৭১৬ ৮৯৫৭৭৬**	উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার
ইসবপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	--	--	--
খেলনা ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	--	--	--
আগ্রাদ্বিগুন ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র	--	--	--

তথ্যসূত্র: উপজেলা স্বাস্থ্য অফিস, ধামুইরহাট, ২০১৪

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
--	--	--	--

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়নেরনাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
--	--	--	--

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়নেরনাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
ধামইরহাট	মোঃ ওয়াজেদ আলী কবির	০১৭১৬ ৯৬৩০৬০	সভাপতি
আলমপুর	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	০১৭২৮ ৭৭২৭২৪	সভাপতি
উমার	মোঃ হেলাল হোসেন	০১৭৪৮ ৬৮৭৭৭৩	সভাপতি
আড়ানগর	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী কমল	০১৭১৯ ৮৯৮০০৭	সভাপতি
জাহানপুর	জনাব মোঃ ওসমান আলী	০১৭১৫ ৪৬৪৭২৬	সভাপতি
ইসবপুর	মোঃ আবু ওয়াদুদ	০১৭১৪ ৫০৫১৮৬	সভাপতি
খেলনা	মোঃ আলহিল মাহমুদ	০১৭১৯ ০৩৬০০০	সভাপতি
আগ্রাদ্বিগুন	মোঃ আব্দুল মান্নান	০১৭১২ ৪১৮৪৭৭	সভাপতি

তথ্যসূত্র: উপজেলা পরিষদ, ধামুইরহাট, ২০১৪

সংযুক্তি ৫

এক নজরে উপজেলা

আয়তন	৩০০.৮০ বর্গ কি.মি.	গীর্জা	৮টি
ইউনিয়ন	৮টি	ঈদগাঁহ্	১০৩টি
মৌজা	২৮৫টি	ব্যাংক	১১টি
গ্রাম	২৪৫টি	পোস্ট অফিস	১২টি
পরিবার	৪৯০৪৬টি	ক্লাব	৪৫ টি
মোট জনসংখ্যা	১৬৯৭৭২ জন	হাট বাজার	২৪ টি
পুরুষ	৮৫৮১৪ জন	কবরস্থান	৯৬টি
মহিলা	৮৩৯৫৮ জন	শ্মশান ঘাট	২২টি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২০৭টি	মুরগির খামার	৬০টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৮টি	গভীর নলকূপ	৩৫৮ টি
		অগভীর নলকূপ	১১৬৩০টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৬টি	হস্ত চালিত নলকূপ	২৪৬৭টি
কলেজ	৫টি	নদী	২টি
মাদ্রাসা (দাখিল, ফাজিল, এবতেদায়ী)	২৪টি	খাল	৫টি
শিক্ষার হার	৬২.৫%	পুকুর	৩৪৪৩টি
বাঁধ	১০ টি	জলাশয়	৪টি
স্লুইচ গেট	৪টি	কাঁচা রাস্তা	২৭৭.৩২ কি. মি.
ব্রীজ	৫ টি	পাকা রাস্তা	১৮১.৬৬ কি. মি.
কালভার্ট	৪৫৯ টি	খেলার মাঠ	৩০টি
মসজিদ	২৯৩টি	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৭টি
মন্দির	২৪টি	মোবাইল টাওয়ার	

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

.৬সন্ধ্যা *৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।

কমিউনিটি রেডিও এর প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
--	--	--	--

ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)

দুর্যোগ সর্তকবার্তা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সাধারণ জনগনের মাঝে পৌঁছানোর নামই হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (IVR)। ১০৯৪১ এই নম্বরে ফোন করে আবহাওয়া ও বন্যা পূর্বাভাস এবং নদী বন্দরের পূর্ব সতর্কতা জানা সম্ভব।

সংযুক্তি ৭:

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

সূচনা

এপ্রিল ২৮, ২০১৪ স্থান ধামুইরহাট উপজেলা অডিটরিয়মে সুশীলন (সিডিএমপি-২) এর অয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ । এ আয়োজনে বা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সুশীলনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলার চেয়ারম্যান মোঃ দেলদার হোসেন।

মূলকার্যক্রম

সকাল ১০.৩০ মিনিটে সুশীলনের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা সভার সভাপতি মোঃ দেলদার হোসেন এর অনুমতি নিয়ে এবং সকলের উপস্থিতিতে উপস্থাপনা শুরু করেন। পরে সুশীলনের অন্য এক অফিসার প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত সকলের সামনে তুলেধরেন। তথ্য-উপাত্ত দেখে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন তখন সুশীলনের একজন সদস্য সেইসব মতামত শব্দ গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হাতে কলমে লিপিবদ্ধ করেন।

ফিডব্যাক/সংশোধনী সমূহ

উপরিক্ত আলোচনা হতে যে সব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হল

- প্রধান প্রধান আপদের মধ্যে বজ্রপাত, ফসলে পোকার আক্রমন, অগ্নিকান্ড, অপরিকল্পিত আবকাঠামো স্থাপন, চালকল থেকে নির্গত ধানের চিটা, ভূমি দখল ও ভূমিকম্প অবশ্যই থাকতে হবে।
- ধামুইরহাট উপজেলায় পানির সমস্যা সবচেয়ে বড়।
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং মেশিন, উপজেলায় ১০টি উঁচু বাঁধ ও ক্রস ড্যাম আছে।
- নদীভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- লবণ সহনশীল ফসল উৎপাদন করার সুযোগ আছে।
- খেলনা, আগ্রাদ্বীগুন, আলমপুর, ধামুইরহাট, জাহানপুর ও ইসবপুরসহ নদী সংলগ্ন এলাকা বাঁধ না থাকায় নদীভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী ।
- ধামুইরহাট উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবক দল আছে।
- এ উপজেলায় বড় ধরনের দুর্যোগ ফসলে পোকার আক্রমণ।

বিশেষ আলোচনা

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে উপরিক্ত সংশোধনী পাওয়া গেছে। সর্বশেষ, সুশীলন (সিডিএমপি-২) কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভাটি উপজেলার চেয়ারম্যান এবং এই সভার সভাপতি মোঃ দেলদার হোসেন বলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে সুশীলনকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজটি নিজেরাই করেছে। এটা আমাদের উপজেলার জন্য খুবই প্রয়োজন। তিনি সুশীলন কর্মীদেরকে বিনয়ের সাথে বলেন তারা যেন সংশোধনী গুলো বইতে অন্তর্ভূক্ত করে উপজেলাতে পৌঁছিয়ে দেন। এধরেনর একটি বই উপজেলাতে থাকা খুবই জরুরি। আমি আবারও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম।

সংযুক্তি ৮

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামহিসাবে ব্যবহার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা এবং আশ্রয়কেন্দ্র ,অবস্থান ,

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১	চকময়রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকময়রাম	২১৫	০৭	না
	২	বড় মইশর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড় মইশর	১৪৫	০৪	না
	৩	কালুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কালুপাড়া	১৪৫	০৩	না
	৪	নিকেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নিকেশ্বর	৬৪	০৪	না
	৫	বেনিদুয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেনিদুয়ার	১৬৭	০৬	না
	৬	হরিতকিডাঙ্গা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হরিতকিডাঙ্গা	১৯৪	০৭	না
	৭	আংগরত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আংগরত	১১২	০৪	না
	৮	শুক্রবাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শুক্রবাটি	১৮১	০৪	না
	৯	উস্তমাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উস্তমাবাদ	৮০	০৪	না
	১০	রুপনারায়নপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রুপনারায়নপুর	১১৬	০৪	না
	১১	হযরতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	হযরতপুর	১০৪	০৪	না
	১২	আগ্রাদ্বীগুন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আগ্রাদ্বীগুন	২৮৯	০৮	না
	১৩	রামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামচন্দ্রপুর	১৩৪	০৪	না
	১৪	ভাতগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভাতগ্রাম	১১২	০৪	না
	১৫	পুস্তইলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পুস্তইলপাড়া	৮৪	০৩	না
	১৬	মহেশপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মহেশপুর	৭৬	০৪	না
	১৭	রাঙ্গামাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাঙ্গামাটি	১৯৪	০৮	না
	১৮	ভেড়ম রাঙ্গামাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভেড়ম রাঙ্গামাটি	১৯৮	০৮	না
	১৯	ছিলিমপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ছিলিমপুর	৯৮	০৩	না
	২০	বীরগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বীরগ্রাম	২৫০	০৮	না
	২১	রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রঘুনাথপুর	১৪৬	০৪	না
	২২	শংকরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শংকরপুর	১৭৬	০৫	না
	২৩	দিলালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দিলালপুর	১৪৬	০৪	না
	২৪	বস্তাবর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বস্তাবর	১৩৬	০৪	না
	২৫	কুলফৎপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কুলফৎপুর	১৫৫	০৪	না
	২৬	ফার্শিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফার্শিপাড়া	২১৫	০৬	না
	২৭	গাংরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গাংরা	১৭৩	০৪	না
	২৮	বিহারী নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিহারী নগর	১৫৩	০৪	না
	২৯	ধামইরহাট মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধামইরহাট	২৩০	১২	না
	৩০	চকযদু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকযদু	১৩৬	০৬	না
	৩১	চন্ডীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চন্ডীপুর	১৪৯	০৪	না
	৩২	খড়মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খড়মপুর	৭৬	০৪	না
	৩৩	বাসুদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাসুদেবপুর	১১৭	০৪	না
	৩৪	লক্ষনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	লক্ষনপাড়া	৩০৯	০৯	না
	৩৫	কাজিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাজিপুর	১৪৮	০৫	না
	৩৬	পলাশবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পলাশবাড়ী	৩৭৬	০৯	না
	৩৭	আড়ানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আড়ানগর	২৭৩	০৮	না
	৩৮	খেড়ুশুকনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খেড়ুশুকনা	১৭৮	০৪	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৩৯	ফতেপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ফতেপুর	১৮৫	০৬	না
	৪০	কর্নাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কর্নাই	১২৮	০৪	না
	৪১	চকরহমতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকরহমতপুর	১৬০	০৪	না
	৪২	উত্তর জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর জাহানপুর	১০৯	০৪	না
	৪৩	জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জাহানপুর	১৬৫	০৭	না
	৪৪	মংগলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মংগলবাড়ী	৪৭০	০৯	না
	৪৫	নানাইচ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নানাইচ	২৬২	০৬	না
	৪৬	শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিবপুর	১৯০	০৪	না
	৪৭	ভাতকুন্ডু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভাতকুন্ডু	২২৪	০৪	না
	৪৮	বিকন্দ্রখাস সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বিকন্দ্রখাস	১৯৫	০৪	না
	৪৯	কোকিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কোকিল	১৫১	০৪	না
	৫০	বড় শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড় শিবপুর	১৬৭	০৩	না
	৫১	পোড়ানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পোড়ানগর	১৫৩	০৫	না
	৫২	ধুরইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ধুরইল	২৩৫	০৬	না
	৫৩	বৈদ্যবাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বৈদ্যবাটি	২০২	০৬	না
	৫৪	জামালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জামালপুর	২০১	০৪	না
	৫৫	ইসবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ইসবপুর	২০২	০৭	না
	৫৬	চন্দ্রকোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চন্দ্রকোলা	২২০	০৭	না
	৫৭	বাদল আশেকিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বাদল আশেকিয়া	১৫৯	০৬	না
	৫৮	ভগবানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভগবানপুর	৯৫	০৪	না
	৫৯	খেলনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খেলনা	১৬৬	০৬	না
	৬০	দেবীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেবীপুর	২৩৫	০৪	না
	৬১	বেড়ীতলা নন্দনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বেড়ীতলা নন্দনপুর	১৪৮	০৩	না
	৬২	রসপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রসপুর	১২৯	০৩	না
	৬৩	কমলপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কমলপুর	১৪১	০৪	না
	৬৪	দাদনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দাদনপুর	১১৯	০৪	না
	৬৫	রামরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামরামপুর	১৫১	০৩	না
	৬৬	অমরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	অমরপুর	১৩১	০৪	না
	৬৭	নেউটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	নেউটা	১৫১	০৪	না
	৬৮	পূর্ব তাহেরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব তাহেরপুর	১৫০	০৪	না
	৬৯	বড় শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বড় শিবপুর	১৫১	০৪	না
	৭০	মড়লই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মড়লই	১৫১	০৪	না
	৭১	শিববাটী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শিববাটী	১৩০	০৪	না
	৭২	আমাইতাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আমাইতাড়া	১৫১	০৪	না
	৭৩	চকমহেশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকমহেশ	১৫১	০৪	না
	৭৪	জোতওসমান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জোতওসমান	১৩২	০৪	না
	৭৫	চকবদন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকবদন	১৫২	০৩	না
	৭৬	পূর্ব বড় শিবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব বড় শিবপুর	১৫৫	০৪	না
	৭৭	তালান্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তালান্দর	১৫১	০৪	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৭৮	মড়রো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মড়রো	১৫২	০৪	না
	৭৯	চান্দিরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চান্দিরা	১৫২	০৪	না
	৮০	বনগ্রাম আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বনগ্রাম	২১৬	০৪	না
	৮১	আলতা দিঘী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলতা দিঘী	১০২	০৪	না
	৮২	কাদিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাদিপুর	১৫১	০৪	না
	৮৩	উদয়শ্রী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উদয়শ্রী	১৫৩	০৪	না
	৮৪	মালাহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মালাহার	১২৬	০৪	না
	৮৫	ব্রজবন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ব্রজবন	১৫৩	০৪	না
	৮৬	চৌঘাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চৌঘাট	১৫২	০৪	না
	৮৭	পূর্ব রঘুনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব রঘুনাথপুর	১৫১	০৪	না
	৮৮	শল্পী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	শল্পী	২০০	০৪	না
	৮৯	তালঝাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	তালঝাড়ী	১৫১	০৪	না
	৯০	ঘোড়াবট কলোনী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ঘোড়াবট কলোনী	১৫১	০৪	না
	৯১	কৈগ্রাম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কৈগ্রাম	১৫০	০৪	না
	৯২	চকসুবইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকসুবইল	১৩৬	০৪	না
	৯৩	চকপ্রসাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকপ্রসাদ	১৫১	০৪	না
	৯৪	জয়জয়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জয়জয়পুর	১৫১	০৪	না
	৯৫	পূর্ব নন্দনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পূর্ব নন্দনপুর	১৩২	০৪	না
	৯৬	পশ্চিম নানাইচ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পশ্চিম নানাইচ	১৫৩	০৪	না
	৯৭	চকইলাম দূর্গাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	চকইলাম দূর্গাপুর	১৫১	০৪	না
	৯৮	জগদল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জগদল	১৫২	০৪	না
	৯৯	উত্তর চৌঘাট আদীবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	উত্তর চৌঘাট	১৩০	০৪	না
	১০০	আগ্রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আগ্রা	১৭৮	০৪	না
	১০১	কাটনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	কাটনা	১৫১	০৪	না
	১০২	সোনাদিঘী আদিবাসী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	সোনাদিঘী	১৩০	০৪	না
	১০৩	বলরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	বলরামপুর	১৩২	০৪	না
	১০৪	পশ্চিম জাহানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পশ্চিম জাহানপুর	১৫৮	০৪	না
	১০৫	রামপুর হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	রামপুর হাট	১৫০	০৪	না
	১০৬	মাহিসন্তোষ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মাহিসন্তোষ	১৫৭	০৪	না
	১০৭	মানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মানপুর	১৫১	০৪	না
	১০৮	গোকুল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	গোকুল	১৫১	০৪	না
কলেজ	১	ধামইরহাট এম এম ডিগ্রী কলেজ	ধামইরহাট	৭৪৭	৬৮	না
	২	ধামইরহাট মহিলা কলেজ	ধামইরহাট	৩৫৬	৫৩	না
	৩	জগদল আদাবাসী স্কুল ও কলেজ	জগদল	২২২	৩৩	না
	৪	আল জাহাঙ্গীর আলম মেমো. কলেজ	ধামইরহাট	১৪৭	১৩	না
	৫	আগ্রাদ্বিগুন কলেজ	আগ্রাদ্বিগুন	১০০	১৪	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৬	পোড়ানগর মডেল কলেজ	পোড়ানগর	১৮২	১৮	না
	৭	ধামইরহাট টেকঃ এ্যান্ড বি এম কলেজ	ধামইরহাট	১৪০	০৬	না
বিদ্যালয়	১	ধামইরহাট সফিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	ধামইরহাট	৪৬৪	১১	না
	২	পলাশবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়	পলাশবাড়ী	২৯২	১০	না
	৩	কাজিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	কাজিপাড়া	২৬০	১১	না
	৪	জাহানপুর উচ্চ বিদ্যালয়	জাহানপুর	২৬৭	১২	না
	৫	ভাতকুন্ডু কে এন উচ্চ বিদ্যালয়	ধামইরহাট	৩২৭	০৮	না
	৬	খেলনা উচ্চ বিদ্যালয়	খেলনা	২৮৩	১১	না
	৭	বেড়ীতলা একাডেমি	বেড়ীতলা	১৭৯	০৯	না
	৮	হরিতকিডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়	হরিতকিডাঙ্গা	৩৯৫	১২	না
	৯	ধামইরহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	ধামইরহাট	২৩৬	১১	না
	১০	আড়ানগর উচ্চ বিদ্যালয়	আড়ানগর	৪০০	১০	না
	১১	শংকরপুর উচ্চ বিদ্যালয়	শংকরপুর	২৮০	১১	না
	১২	চন্ডিপুর উচ্চ বিদ্যালয়	চন্ডিপুর	২০৪	১১	না
	১৩	ভেড়ম উচ্চ বিদ্যালয়	ভেড়ম	২২৭	১১	না
	১৪	রাঙ্গামাটি উচ্চ বিদ্যালয়	রাঙ্গামাটি	২৯৪	১৩	না
	১৫	আগ্রাদ্বিগুন উচ্চ বিদ্যালয়	আগ্রাদ্বিগুন	৩৪৩	০৯	না
	১৬	বীরগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়	বীরগ্রাম	১৬৩	০৯	না
	১৭	চকময়রাম উচ্চ বিদ্যালয়	চকময়রাম	১০৮৩	১৩	না
	১৮	লক্ষণপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়	লক্ষণপাড়া	২১১	১২	না
	১৯	পোড়ানগর উচ্চ বিদ্যালয়	পোড়ানগর	২৮৯	১১	না
	২০	মঙ্গলবাড়ি সিরাজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়	মঙ্গলবাড়ি	৪৫৭	১৩	না
	২১	কুলফৎপুর উচ্চ বিদ্যালয়	কুলফৎপুর	১০৬	০৮	না
	২২	ইসবপুর উচ্চ বিদ্যালয়	ইসবপুর	৪২৯	১১	না
	২৩	দেবীপুর উচ্চ বিদ্যালয়	দেবীপুর	১১৬	১০	না
	২৪	শহীদ আঃ জঃ মঙ্গলবাড়ী বালিকা বিদ্যালয়	মঙ্গলবাড়ী	২৩০	১২	না
	২৫	আগ্রাদ্বিগুন বালিকা বিদ্যালয়	আগ্রাদ্বিগুন	২৭৩	১২	না
	২৬	পুর্বনন্দনপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পুর্বনন্দনপুর	১৩৫	০৬	না
	২৭	পুর্বতাহেরপুর নিম্ন বালিকা বিদ্যালয়	পুর্বতাহেরপুর	৯৫	০৬	না
	২৮	পতেপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	পতেপুর	৯৬	০৪	না
	২৯	ভাতগ্রাম নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	ভাতগ্রাম	১২৫	০৬	না
মাদ্রাসা	১	রঘুনাথপুর কালিম মাদ্রাসা	রঘুনাথপুর	২৪০	২৭	না
	২	মাহমুদপুর ফাজিল মাদ্রাসা	মাহমুদপুর	২০০	২১	না
	৩	পাগল দেওয়ান ফাজিল মাদ্রাসা	পাগল দেওয়ান	১৭০	১৮	না
	৪	ধামইরহাট ফাজিল মাদ্রাসা	ধামইরহাট	২৬০	৩৩	না
	৫	বড়থা ডি আই ফাজিল মাদ্রাসা	ধামইরহাট	১৪৫	২২	না

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	ক্রমিক নং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কি না
	৬	দূর্গাপুর ও বাসুদেবপুর আলিম মাদ্রাসা	দূর্গাপুর	১৮০	২০	না
	৭	রূপনারায়নপুর ও কোকিল আলিম মাদ্রাসা	ধামইরহাট	২০৫	১৯	না
	৮	সেনগর আলিম মাদ্রাসা	সেনগর	১১৫	২০	না
	৯	গাংরা মহিলা আলিম মাদ্রাসা	গাংরা	১৩৩	১১	না
	১০	লোদিপুর দাখিল মাদ্রাসা	লোদিপুর	১১৭	১৪	না
	১১	বলরামপুর দাখিল মাদ্রাসা	বলরামপুর	৭৪	১৩	না
	১২	পশ্চিম ধুরইল দাখিল মাদ্রাসা	পশ্চিম ধুরইল	১০৯	১২	না
	১৩	বস্তাবর দাখিল মাদ্রাসা দাখিল মাদ্রাসা	বস্তাবর	১৯০	১৬	না
	১৪	কাশিপুর দাখিল মাদ্রাসা	কাশিপুর	১৮৯	১৩	না
	১৫	সাহাপুর দাখিল মাদ্রাসা	সাহাপুর	১৬৯	১৫	না
	১৬	মালাহার জামেয়া দাখিল মাদ্রাসা	মালাহার	১৪৪	১৫	না
	১৭	ফার্শিপাড়া এম আর দাখিল মাদ্রাসা	ফার্শিপাড়া	১৫৩	১৪	না
	১৮	জগদল ফারাজিয়া দাখিল মাদ্রাসা	জগদল	১২২	১৬	না
	১৯	পলাশবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা	পলাশবাড়ী	৯৬	১৫	না
	২০	বড় শিবপুর দাখিল মাদ্রাসা	বড় শিবপুর	১৭৯	১৫	না
	২১	শিশু দাখিল মাদ্রাসা	শিশু	১১২	১৭	না
	২২	উত্তর চক রহমত দাখিল মাদ্রাসা	উত্তর চক	১১৪	১৬	না
	২৩	বেলঘরিয়া দাখিল মাদ্রাসা	বেলঘরিয়া	৬৯	১৩	না
	২৪	রসপুর দাখিল মাদ্রাসা	রসপুর	১৭৪	১৩	না

সংযুক্তি ৯: আপদ মানচিত্র (শৈতপ্রবাহ)

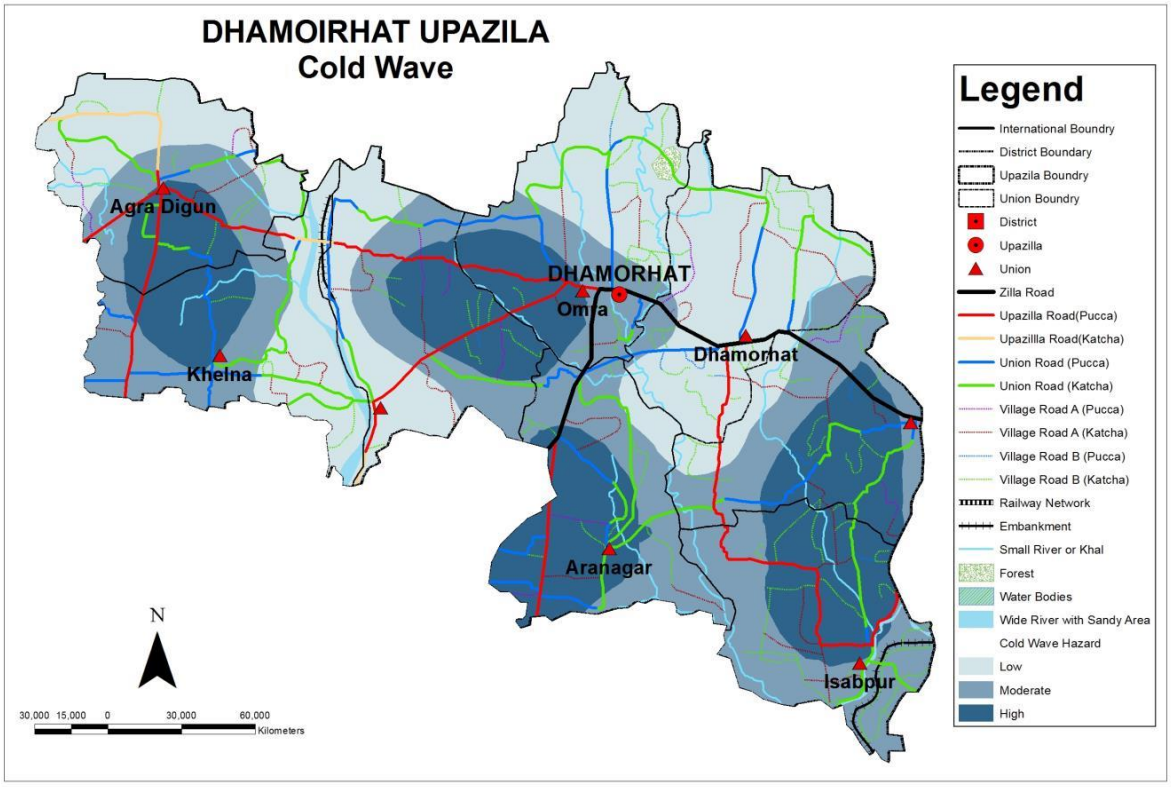

সংযুক্তি ১০ :আপদ মানচিত্র (পোকার আক্রমন)

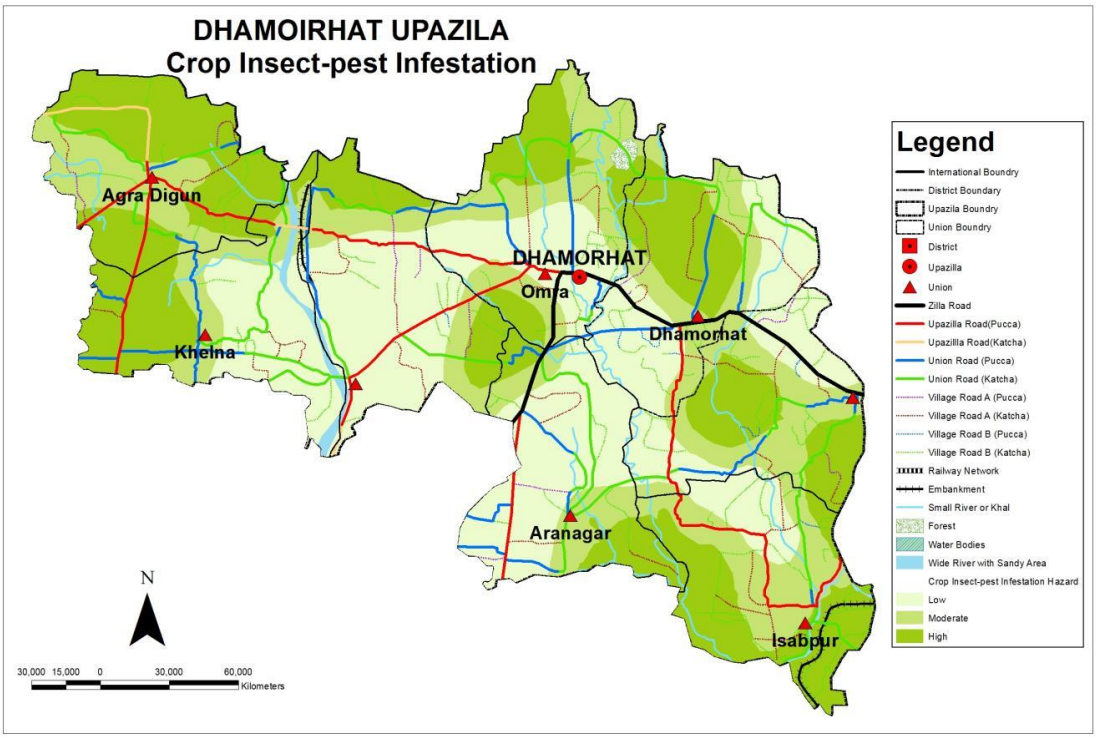

সংযুক্তি ১১ :আপদ মানচিত্র (ঘনকুয়াশা)

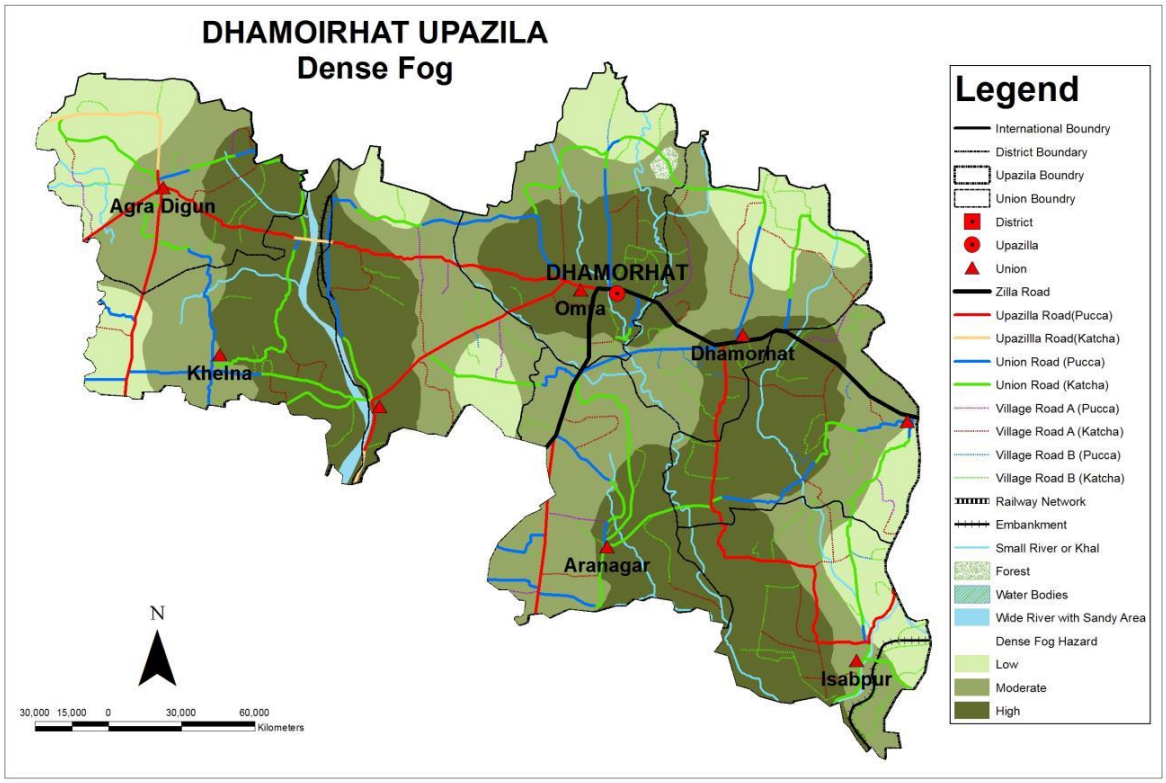

সংযুক্তি ১২ :আপদ মানচিত্র (খরা)

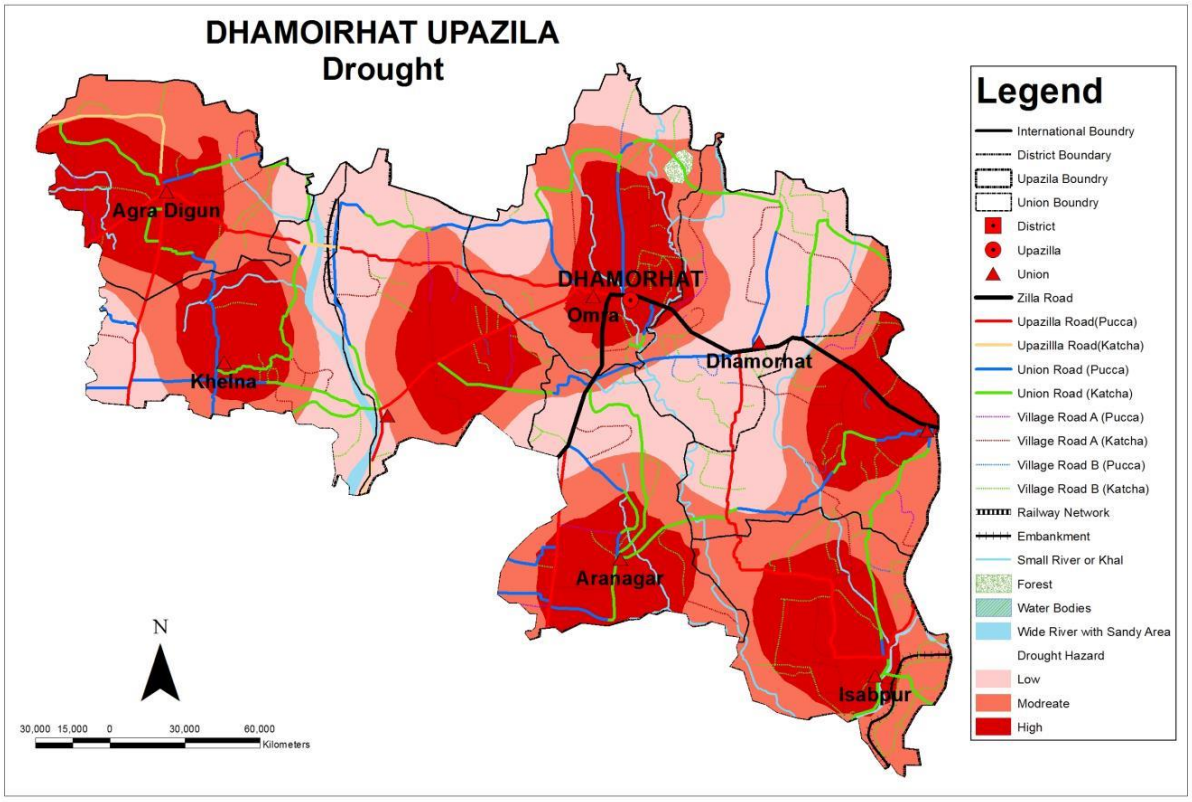

সংযুক্তি ১৩ :আপদ মানচিত্র (বন্যা)

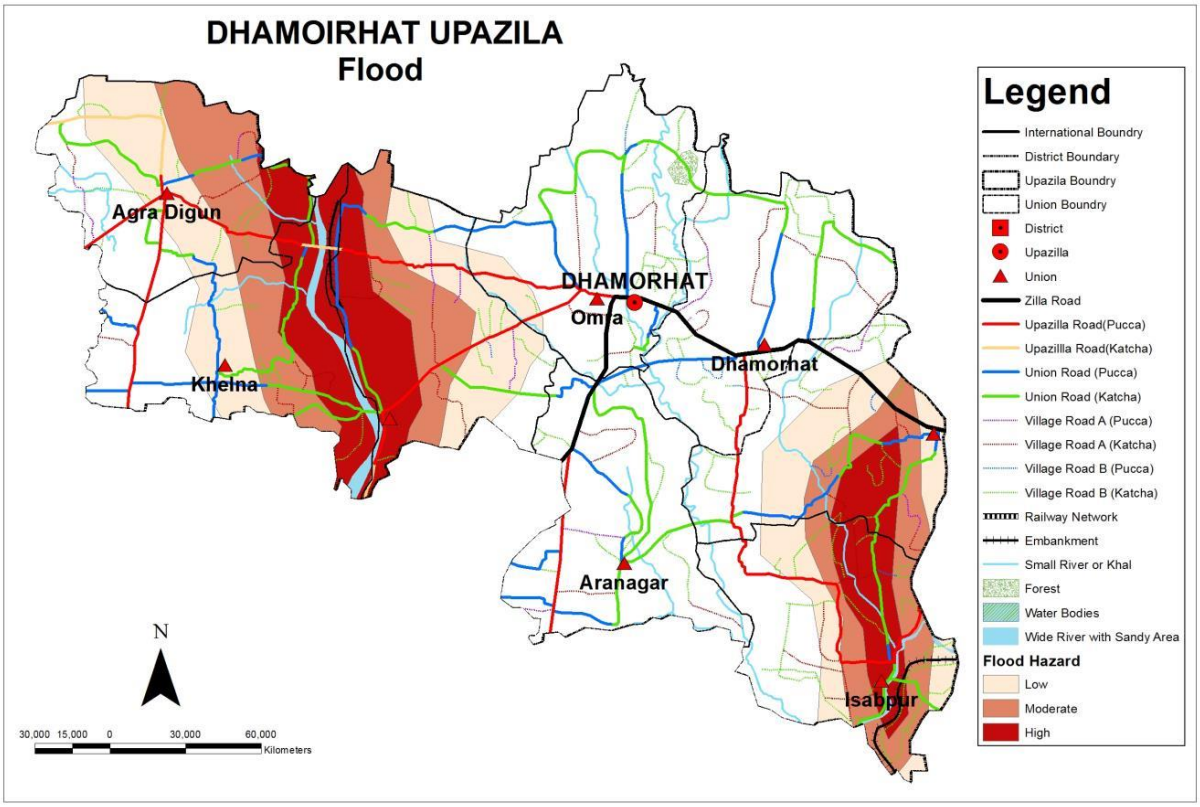

সংযুক্তি ১৪ :আপদ মানচিত্র (শিলাবৃষ্টি)

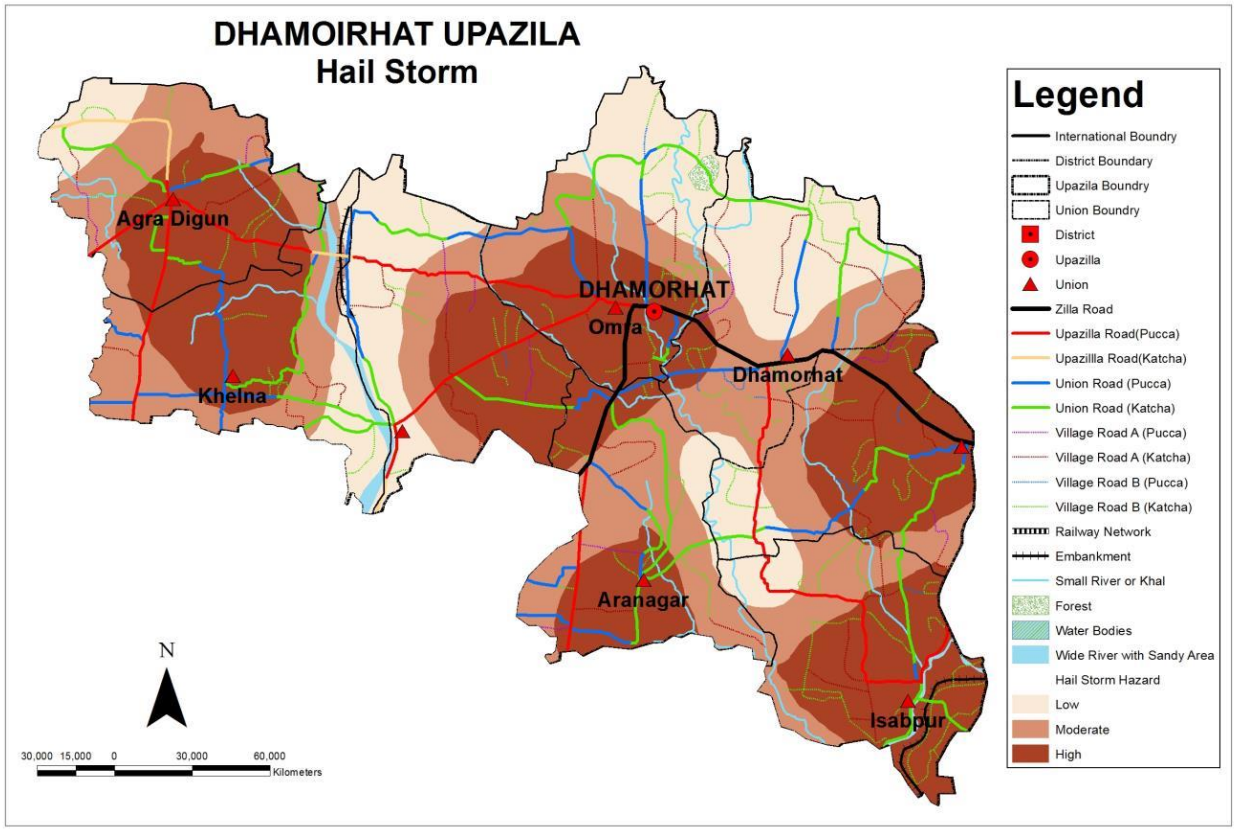

সংযুক্তি ১৫ :আপদ মানচিত্র (নদী ভাঙন)

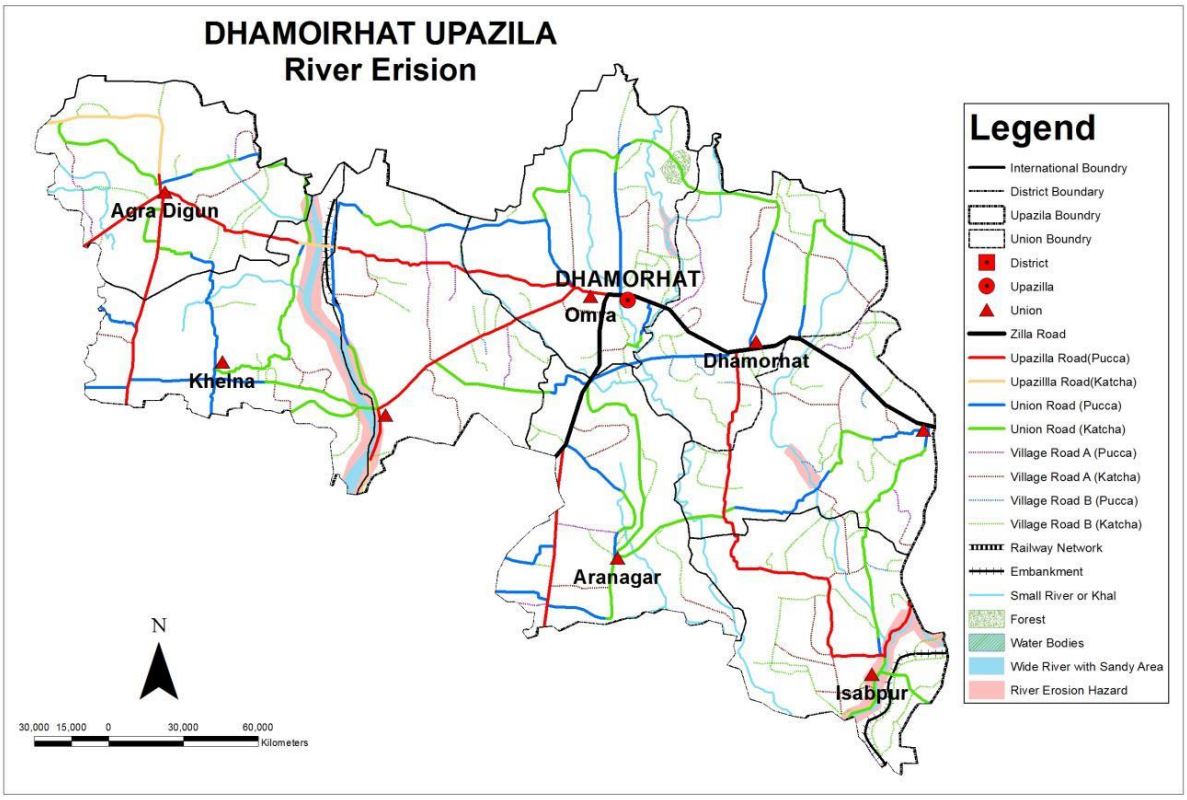

সংযুক্তি ১৬ :ঝুঁকির মানচিত্র) শৈতপ্রবাহ)

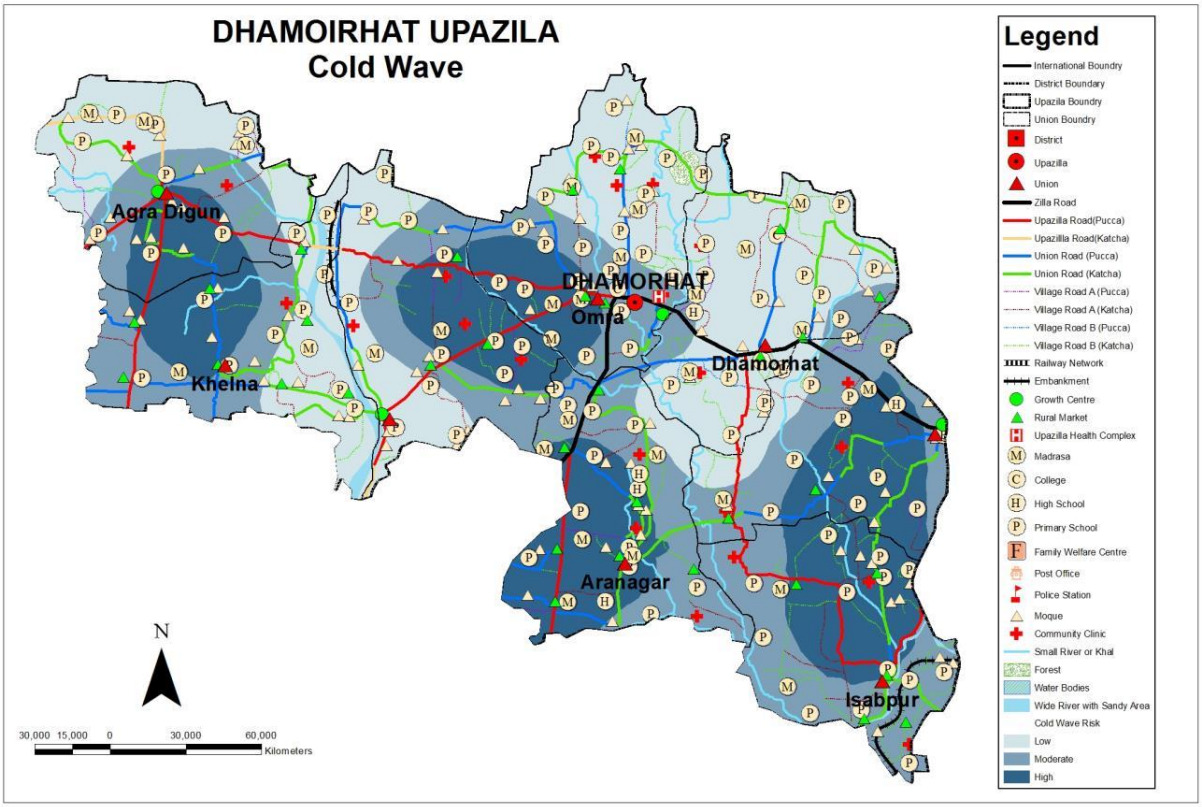

সংযুক্তি ১৭ :ঝুঁকির মানচিত্র) পোকার আক্রমন)

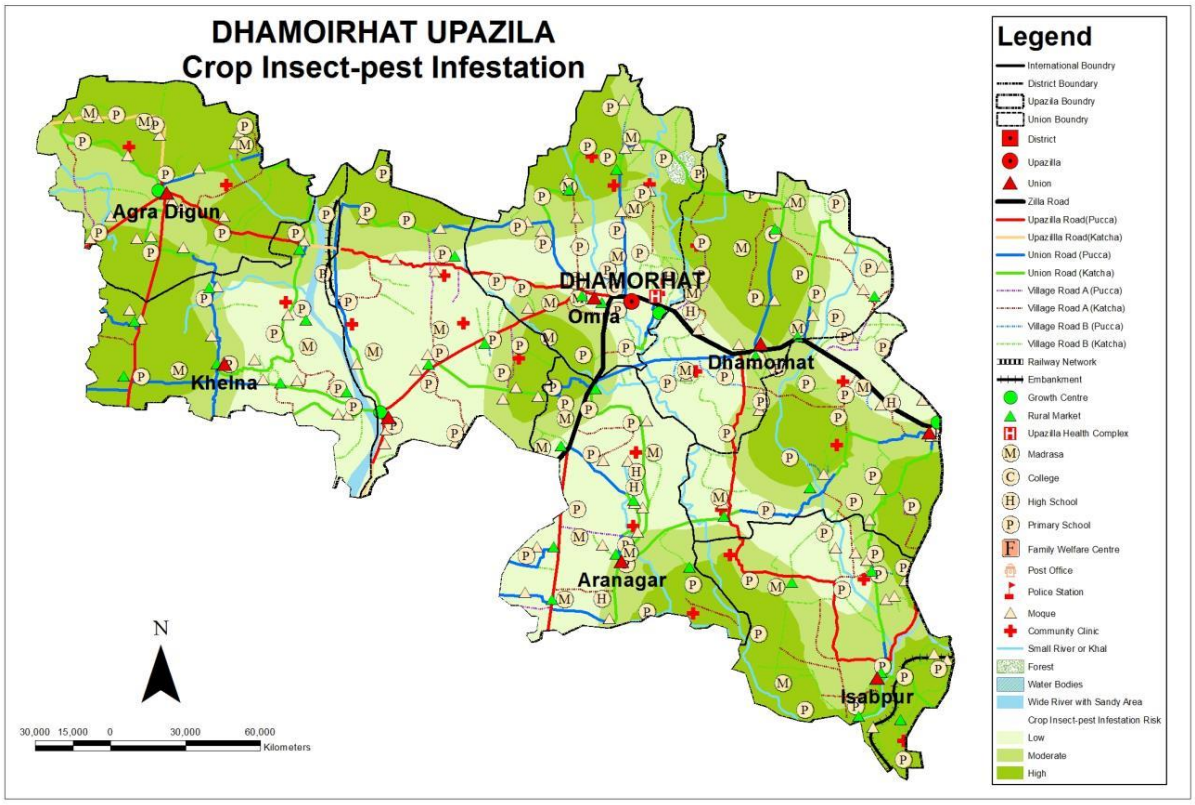

সংযুক্তি ১৮ :ঝুঁকির মানচিত্র) ঘনকুয়াশা)

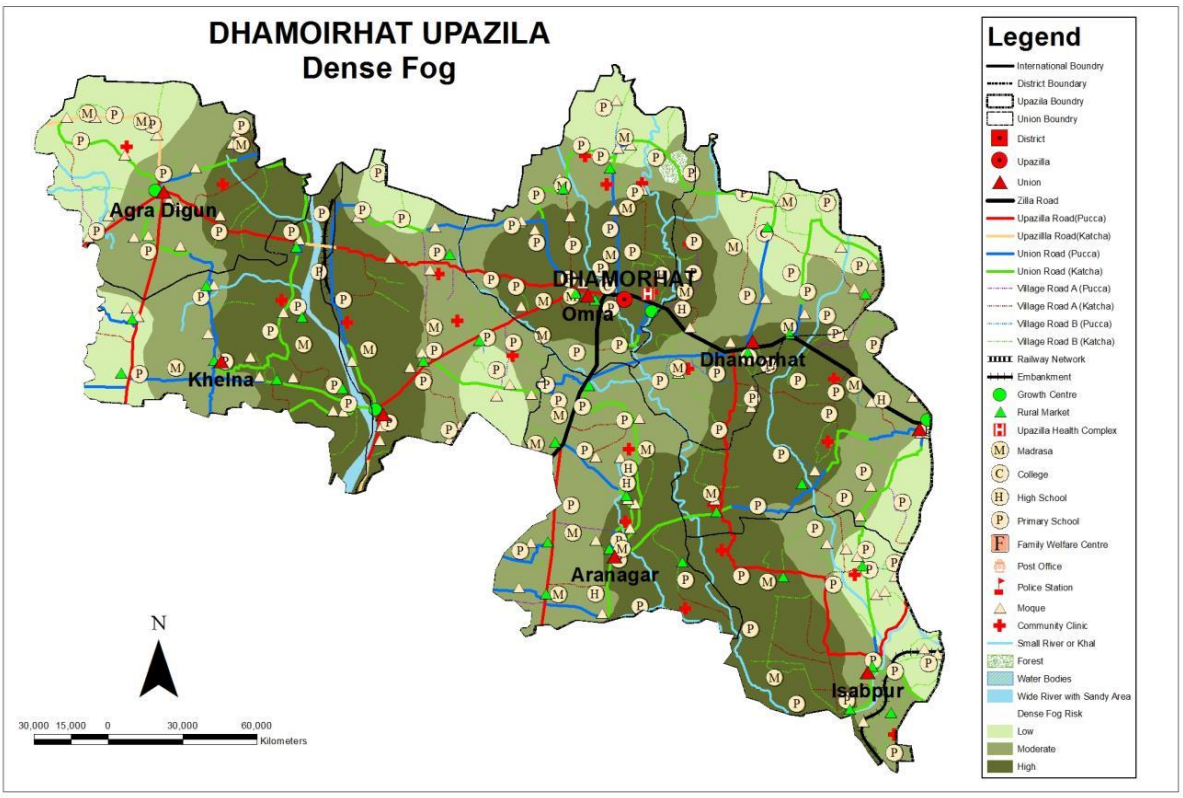

সংযুক্তি ১৯ :ঝুঁকির মানচিত্র) খরা)

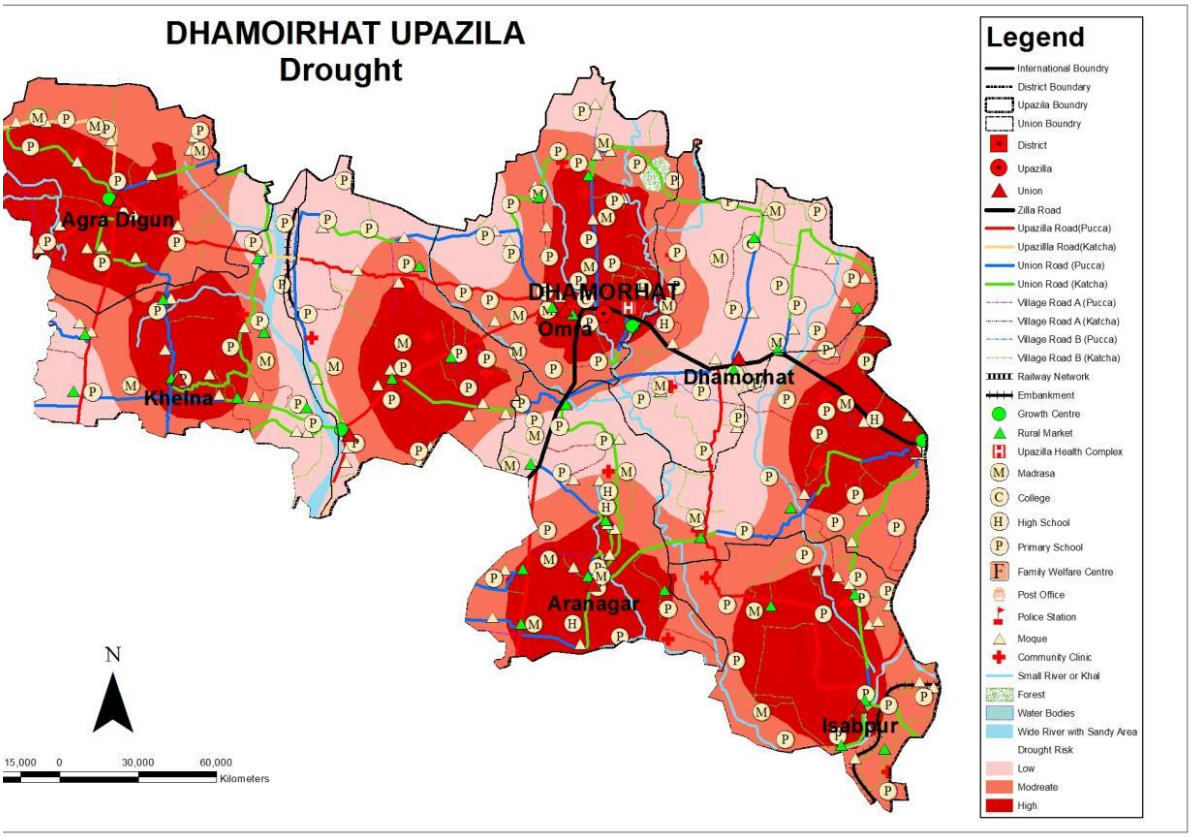

সংযুক্তি ২০ :ঝুঁকির মানচিত্র) বন্যা)

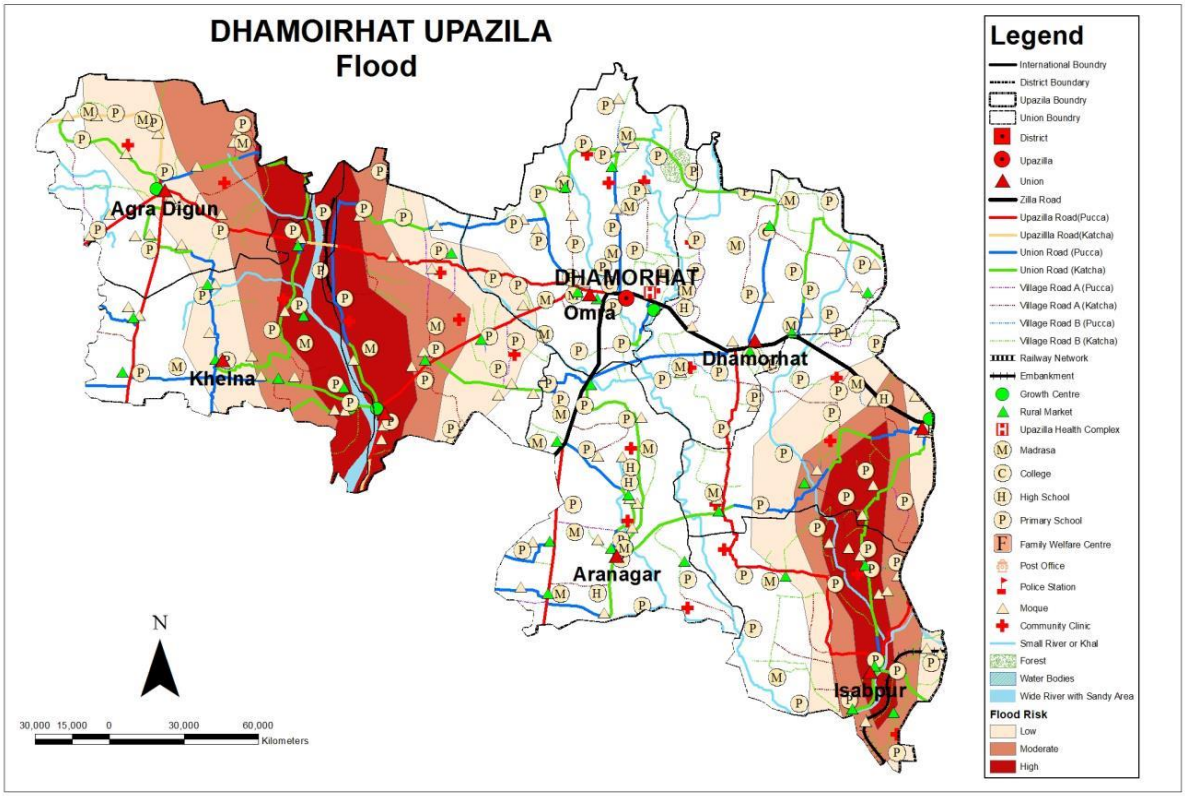

সংযুক্তি ২১ :ঝুঁকির মানচিত্র) শিলাবৃষ্টি)

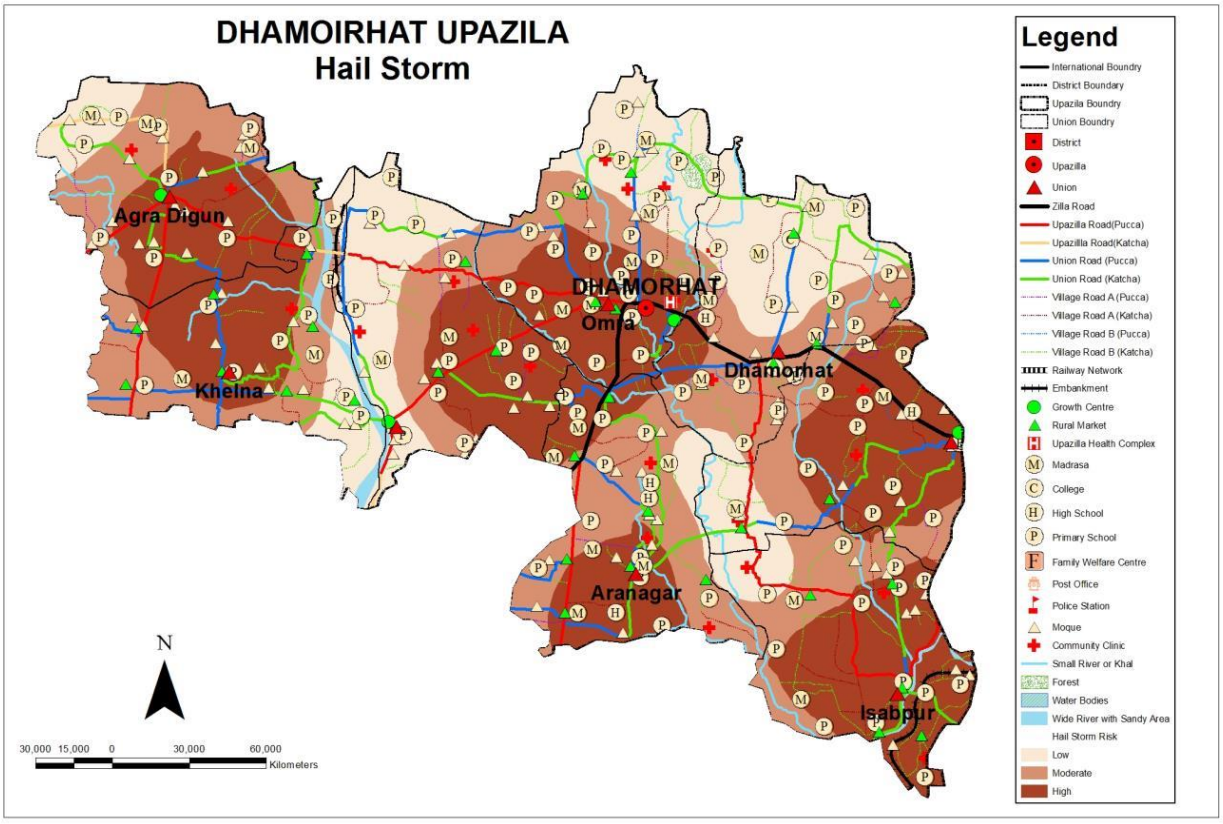
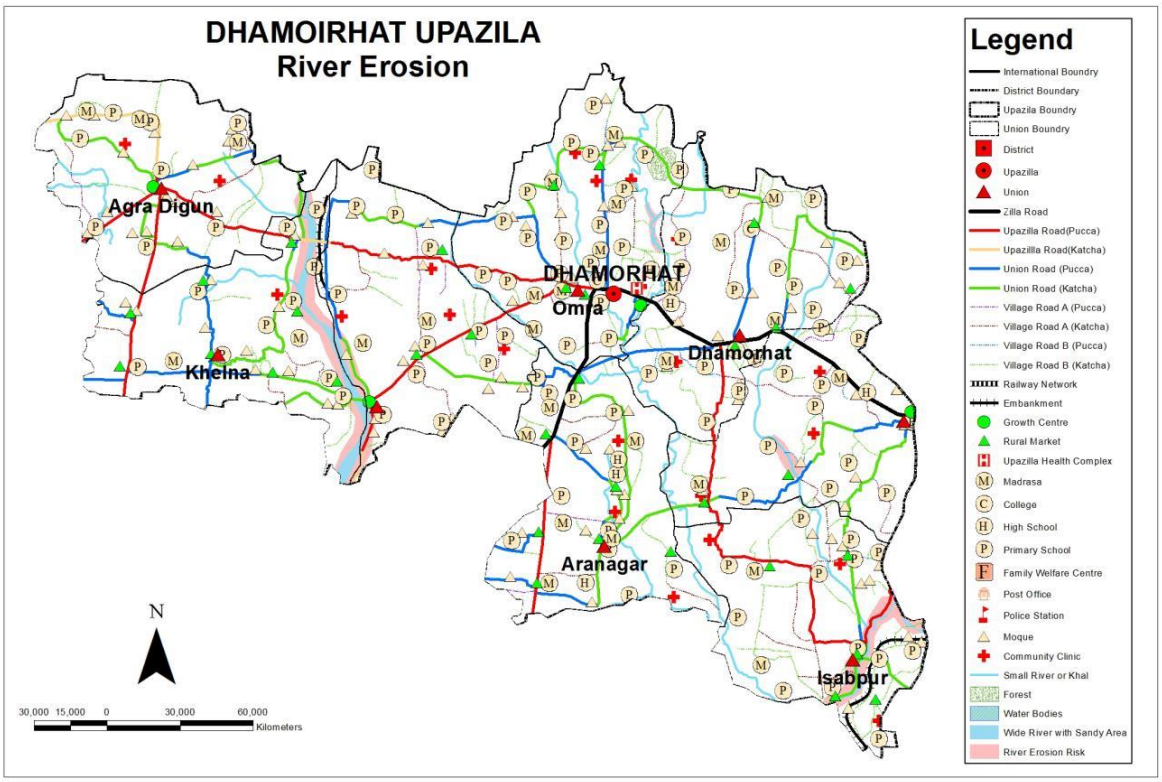
সংযুক্তি ২২ :ঝুঁকির মানচিত্র) নদী ভাঙন)